The Most Circulated Bengali Newspaper in North America

শুক্রবারের পত্রিকা | উত্তর-আমেরিকায় বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত

সাপ্তাহিক আজকাল

find us online
www.ajkalusa.com
/weeklyajkal

The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 925 | 05 June 2026 | শুক্রবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২

Mamdani Releases World Cup Promotional Video Featuring Bronx-Born Palestinian Soccer Pioneer Morad Fareed → Page 18

Queens residents sue city's 'worst landlord' over crumbling building → Page 19

Rumeen Farhana to join protest against 'Bonolota Express' screening halt → Page 18

Khalilur elected UNGA president → Page 19

তারেক রহমানকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত!

আজকাল রিপোর্ট

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নিরাপত্তা নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। সাম্প্রতিক কিছু ঘটনা তার প্রাণনাশের হুমকি বলে বিবেচ্য হতে পারে। জামায়াতে ইসলামী ঢাকা মহানগর দক্ষিণের আমীর সেলিম উদ্দিনের সাম্প্রতিক এক মন্তব্য এবং প্রধানমন্ত্রীর লাল টেলিফোনের তার কেটে নেবার মতো ঘটনা কিসের আলামত -- এমন প্রশ্নে তোলপাড় হচ্ছে সোস্যাল মিডিয়ায়। সেলিম উদ্দিন মন্তব্য করেন যে, 'তারেক রহমানের যে কোনও সময় মরা লাগতে পারে। তাই জামায়াতের আমীর শফিকুর রহমানের মতো সাহসী প্রধানমন্ত্রীর অপেক্ষায় আছি আমরা'। তার এই মন্তব্যে এখন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সরগরম। সেলিম উদ্দিন আসলে কী বোঝাতে চাইছেন? কেউ হয়তো মনে করতে পারেন যে, সেলিম উদ্দিন প্রধানমন্ত্রীর স্বাভাবিক মৃত্যুর কথাই বলতে চাইছেন। কিন্তু স্বাভাবিক মৃত্যু হলে জামায়াতের ক্ষমতায় যাবার সুযোগ নেই।

বাংলাদেশের সংবিধান এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলে প্রধানমন্ত্রীর পদ কে পাবেন বা কোনও জামায়াত নেতা নেতৃত্ব দিতে পারবেন কি-না তার একটি সুনির্দিষ্ট আইনি ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়া রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী, কেবল জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনপুষ্ট ব্যক্তিই প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হলে তাৎক্ষণিকভাবে মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে যায়। রাষ্ট্রপতি তখন সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মধ্য থেকে একজনকে নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ দেন। বর্তমান আইনি ও রাজনৈতিক এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

আইভীকে নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল ও নজরদারি

আজকাল রিপোর্ট

দীর্ঘ এক বছর পর কারামুক্ত হয়ে নিজ বাসায় ফিরেছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ডা. সেলিনা হায়াৎ আইভী। বুধবার রাত সোয়া ১০টার দিকে কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি। রাত সাড়ে ১২টার দিকে নিজ শহর নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ এলাকার নিজ বাসভবন 'চুনকা কুঠিরে' পৌঁছান। সেলিনা হায়াৎ আইভীর কারামুক্তির খবরে রাত ১১টা থেকে তার বাড়ির এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ বিজয়ের নায়ক ড. খলিলুর রহমান

আজকাল রিপোর্ট

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ) ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর এ অর্জনকে 'বাংলাদেশের এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

বিজয়ের প্রত্যাশায় মোল্লা সানী

আজকাল রিপোর্ট

জামাইকার এসেমব্লি আসনে (এসেমব্লি ডিস্ট্রিক্ট ৩২) চর্তুমুখী লড়াইয়ে বাংলাদেশি প্রার্থীর বিজয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। আঞ্চলিক ও এথনিসিটি ভোট বিভাজনে বাংলাদেশি আমেরিকান প্রার্থী জে মোল্লাহ সানী শেষ হাসি হাসতে পারেন। মোট ৫ জন প্রার্থীর সবারই রাজনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তি শক্তিশালী। ৭০ হাজার ভোটের এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

MOHAMMAD MOLLA | NATHANIEL HEZEKIAH | QUEEN JOHNSON | LATOYA LEGRAND | TUNISIA MORRISON

খলিল বিরিয়ানির শেষ নোঙ্গরেরও বিদায়!

আজকাল রিপোর্ট

২০১৭ সালে নিজের নামে খলিল বিরিয়ানী রেস্টুরেন্ট চালু করেন শেফ খলিলুর রহমান, যা অল্প দিনের মধ্যেই কমিউনিটির মানুষের আস্থার নাম হয়ে উঠে। ২০২২ সালে কারি এওয়ার্ড লাভের পর ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে উঠে খলিল বিরিয়ানি। হাতে উঠে আরো এক হালি পদক। ধীরে ধীরে গড়ে উঠে খলিল ফুড কোর্ট, খলিল চাইনিজ, খলিল বিরিয়ানি জ্যামাইকা শাখা ও খলিল বিরিয়ানি জ্যাকসন হাইটস শাখা। স্বপ্ন ছিল নিউইয়র্কের গন্ডি পেরিয়ে অন্যান্য স্টেটেও খলিল বিরিয়ানি'র ফ্রাঞ্চাইজ খুলবে। তবে চার বছরের মধ্যেই এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

'হাদি' মন্তব্যে মমতার বিরুদ্ধে মামলা

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদি হত্যা প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ভাঙ্গনের মুখোমুখি

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ভাঙ্গনের মুখোমুখি। চলছে অব্যাহতি ও অনাস্থার ঘটনা। পেশাধারীদের ঐতিহ্যবাহী এমন একটি সংগঠনের সোশাল মিডিয়ার গ্রুপে অশালীন ভাষা প্রয়োগ হচ্ছে প্রতিপক্ষের সদস্যদের বিরুদ্ধে। এতে উষ্মা প্রকাশ করছেন সিনিয়র আইনজীবিরা। অথচ কয়েকজন বিচারপতিও এই সংগঠনের সদস্য। ৩০৭ জন বাংলাদেশি আইনজীবি নিয়ে এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

'নিউইয়র্ক মাথা নত করে না' মেয়র মামদানির হুশিয়ারি

আজকাল রিপোর্ট

অভিবাসন নীতি নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসন ও নিউইয়র্ক সিটির মধ্যে উত্তেজনা আরও বাড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রের এরপর ৪৩ পৃষ্ঠায়

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst
elderplan
Anthem
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
SWH Senior Whole Health

SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

FUHAD HUSSAIN
CCO

MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

Design by: ihopeprint.com, 929-536-7903

CONTACT US:
Off: 718-516-3424 | FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com | intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd, Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue, Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক আজকাল
Friday, 05 June 2026, Issue 925, www.ajkalusa.com
PAGE 03

বাংলাদেশে আবারও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শুল্ক আরোপ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ যদি যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানি করে তবে ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। এই প্রস্তাবের কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে, পণ্য উৎপাদনে 'জোরপূর্বক শ্রম' ব্যবহার করা হয়ে থাকে। রপ্তানিকারকরা এ সিদ্ধান্তকে 'অপ্রত্যাশিত ও অগ্রহণযোগ্য' বলে মন্তব্য করছেন। একই সঙ্গে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের এ ধরনের প্রস্তাব দেশের প্রধান রপ্তানি খাতের ওপর নতুন চাপ সৃষ্টি করবে। তাদের দাবি বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী শিল্পে কোনো ফোর্সড লেবার দিয়ে কাজ করানো হয় না।

জোরপূর্বক শ্রম (ফোর্সড লেবার) ইস্যুতে ২ জুন বাংলাদেশসহ অন্তত ৬০টি দেশের পণ্যের ওপর অতিরিক্ত ১০ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের এ প্রস্তাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক বসানোর আশংকা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর (ইউএসটিআর) এসংক্রান্ত প্রস্তাব প্রকাশ করেছে।

ইউএসটিআরের তথ্য, তালিকাভুক্ত ৬০ দেশই জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি রোধে বা এর ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের জন্য অযৌক্তিক বাধা তৈরি হচ্ছে এবং মার্কিন শ্রমিকদের জন্য অসম প্রতিযোগিতার পরিবেশ এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

লোকসঙ্গীত সম্রাট আব্দুল আলীমকে নিয়ে নিউইয়র্কে মহামিলন মেলা

মেহেদি হাসান

মৃত্যুর ৫২ বছর পর আমেরিকার নিউইয়র্কে বাংলার লোকসঙ্গীত সম্রাট আব্দুল আলীমকে ঘিরে বসেছিল এক মহামিলন মেলা। তাঁর স্মৃতিময় গানগুলো দর্শক শ্রোতাদের আবার জাগিয়ে তুলেছে। 'হলুদিয়া পাখি সোনালী বরণ' 'দুয়ারে আয়সাছে পালকি' 'পদ্মার ঢেউরে' 'মাঝি বাইয়া যাওরে' এমন হাজারো হৃদয় ছুঁয়া গানের মরমি শিল্পী আব্দুল আলীমকে নিয়ে নিউইয়র্কে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে নতুন একটি সংগঠনের। বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্যাদিয়ে 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র' নামে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে গত ৩১ মে থেকে। জ্যামাইকার একটি পার্টি হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে শিল্পীর গান ও জীবনকর্ম বাংলাদেশী-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার বিস্তারিত ১৪ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ৮ আগস্ট

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের আয়োজনে আগামী ৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট-২০২৬। প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠেয় এ আয়োজনে প্রধান পার্টনার হিসেবে থাকছে ভায়াসপোরা ইউএসএ।

প্রথম সিজনে মোট ১১টি ক্যাটাগরিতে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র এবং প্রামাণ্যচিত্র জমা নেয়া চলছে। এরই মধ্যে গত এক মাসে মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ২৬৫টি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে। আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত এই উৎসবে চলচ্চিত্র জমা দেয়া যাবে।

উৎসবের অন্যতম সহযোগী আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম ফিল্মফ্রিওয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জমা নেয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি চলচ্চিত্র জমা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্র থেকে। এ ছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, এশিয়ার বিভিন্ন দেশ, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

আটলান্টিক সিটি মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের অভিষেক গালা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউজার্সির আটলান্টিক সিটির মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের অভিষেক গালা অনুষ্ঠান গত ৩০ মে সিটির হার্ডরক ক্যাসিনো বলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। সিটি কাউন্সিলের সদস্য, রাজনীতিক, ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, বিভিন্ন কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়র তাঁর বক্তব্যে অনুষ্ঠানে আগতদের স্বাগত জানান এবং অভিষেক গালা আয়োজনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

অভিষেক গালার এই আয়োজনে প্রয়োজনীয় ব্যয় বাদ দিয়ে অবশিষ্ট তহবিল সরাসরি স্থানীয় অলাভজনক সংস্থা ও কমিউনিটি সংগঠনগুলোকে দেওয়া হবে। এরপর ১৫ পৃষ্ঠায়

নিউইয়র্কে 'ছোটদের বাংলা বইমেলা' অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আলো ছড়িয়ে দিতে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়েছে চার লেখকের বই নিয়ে বিশেষ আয়োজন- '২য় নিউইয়র্ক ছোটদের বাংলা বইমেলা ২০২৬'।

গত ৩০ মে জ্যামাইকার ১৬৭-১৬ হিলসাইড এভিনিউয়ের 'শাহী কিচেন' মিলনায়তনে বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই মেলা চলে।

মেলা প্রাঙ্গণকে মুখরিত রাখতে বই প্রদর্শনী ও বিক্রির পাশাপাশি ছিল লেখক-পাঠক আড্ডা, মনোগ্রাহী গল্প বলা (স্টোরি টেলিং), ছড়া- এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে আবু সাঈদ আহমেদ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ঘোষিত কমিটিতে সহসভাপতি হিসেবে আবু সাঈদ আহমেদ মনোনিত হয়েছেন। সভাপতি হয়েছেন আবদুল মোনায়েম মোল্লা। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন নুরুল ইসলাম নয়ন। রিজভি আহমেদ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আবু সাঈদ আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বসবাস করেন।

'লেখকের অঙ্গন'র ২৫ তম আসর

আজকাল রিপোর্ট

দেশ থেকে হাজার মাইল দূরে প্রবাসে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চার নিয়মিত আয়োজন লেখকের অঙ্গন'র ২৫ তম গ্রন্থালোচনা গত ৩০ মে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব নীরা কাদরী।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমেরিকার জনপ্রিয় শিশু সাহিত্যিক ক্যারেন হেসে'র নিউবেরী পদক বিজয়ী কাব্য উপন্যাস 'আউট অফ দ্যা ডাস্ট' বইটি নিয়ে আলোচনা করেন দিমা নেফারতিতি। আমেরিকায় ১৯৩০ এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

GEHI & ASSOCIATES
Attorneys and Counselors at Law
www.gehilaw.com
JACKSON HEIGHTS OFFICE
ফ্রি কনসালটেশন
74-09-37th Ave, Suite:205, Jackson Heights, NY-11372. TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL: 718-764-6911

Naresh Gehi, Esq.

ইমিগ্রেশন ব্যাংক্র্যাপসি ক্রেডিট কার্ড মেটার ডিভোর্স চাইল্ড কাস্টডি চাইল্ড সাপোর্ট
অর্ডার অব প্রোটেকশন সিটিজেনশিপ সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং।
• Do you want apply for a green card? • Are you being deported? • Are you having credit card problems?
• Are you unable to pay your debts? • Has your bank account been sealed?
• Are you getting harrassed by creditors?
IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.
ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTHING TO THEIR CREDITORS. PRIOR RESULTS DO NOT GUARANTEE FUTURE OUTCOME.
আমরা ৭ দিন খোলা
We are open 7 days
Call: 718-263-5999
• তুলনামূলকভাবে কম ফি • সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ
আমাদের রয়েছে বাঙালি স্টাফ, আমরা বাংলায় কথা বলি।

Asif Mortuza

NY INSURANCE BROKERAGE INC

আপনি কি TLC প্লেট নিতে চান??

NY INSURANCE দিচ্ছে আপনাকে সেই সুযোগ

যারা কোভিড-১৯ কালিন সময়ে (মার্চ ৭, ২০২০ থেকে সেপ্টেম্বর ১২, ২০২২) প্লেট সারেন্ডার করেছেন কিন্তু নতুন করে প্লেট নেন নি, তাদের জন্য টিএলসি নতুন করে প্লেট দিচ্ছে।

এই সুযোগ গ্রহন করতে চাইলে NY INSURANCE-এ দ্রুত যোগাযোগ করুণ

Design & Print by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

SCAN ME

718-476-2025

71-16 35th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
office@nyinsuranceb.com www.nyinsurancebrokerage.us

সম্পাদকীয়

জনতার তোফায়েল জনতার ভালবাসায় অভিসিক্ত

শেখ হাসিনা ভুল করেছেন। রাজনীতিতে হার মেনেছেন। ইগোর কাছে পরাজিত হয়েছেন। উন্নয়নের গর্ব করতে করতে ২০ বছর পিছিয়ে দিয়েছেন দেশকে। তার ভুলেই '৭১ এর পরাজিত শক্তি তার চোখের সামনে ডানা মেলেছে। তা আঁচলে বেড়ে উঠেছে গোলাম আযমের অনুসারীরা। অথচ তারই আঁচল দিয়ে পেঁচিয়ে মেরেছেন তোফায়েল আহমদের মতো দেশের সূর্য সন্তানদের। ঢাকার রাজনীতিতে আলোচনা হতো তোফায়েলকে রাজনৈতিক গ্রেট মনে করতেন। তাকে প্রতিদ্বন্দ্বি ভাবতেন জনপ্রিয়তার বিবেচনায়। বঙ্গবন্ধু তোফায়েলকে ঠিকই চিনে ছিলেন। কাছে টেনে নিয়ে ছিলেন। দিয়েছিলেন মর্যাদা। অথচ হাসিনা তাকে বারবার দূরে ঠেলে দিয়েছেন। অপমানিত করেছেন। তিলে তিলে গণ অভ্যুত্থানের নায়ককে হত্যা করেছেন। অথচ তোফায়েলের মতো রাজনীতিকদের হাসিনা দেশ ও নিজের জন্যই কাজে লাগাতে পারতেন। হাসিনার অহমবোধই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশকে পেছনের দিকে নিয়ে গেল। এমন একজন বরেণ্য রাজনীতিককে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও সন্মান দেখাতে পারলেন না। দেখালে তিনিই বড় হতেন। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারও সীমিত আকারে হলেও সাদেক হোসেন খোকা ও ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদকে মৃত্যুর পর সন্মান দেখিয়েছিলেন। পর্বত প্রমান ম্যান্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় আসা প্রধানমন্ত্রী কেন ভয় পেলেন। কেন দ্বিধান্বিত ছিলেন। কেন উদার হতে পারলেন না। শহীদ মিনার কিংবা সংসদ ভবনে তোফায়েলের জানাজা হলে কি তারেক সরকারের পতন হতো? জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামতো? নিশ্চয়ই নয়। বরং আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হতে তারেক রহমান।

> আমাদের রাজনীতিকদের অনেকেই ক্ষমতায় গিয়ে এমন বৃত্ত তৈরি করেন, কাছে ঘেঁষা যায় না। আবার ক্ষমতার বাইরে থাকতে গণমুখী হয়ে ওঠেন। তোফায়েল আহমেদের মধ্যে এই দ্বিচারিতা ছিল না। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেননি। তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগের কর্মী মনে করতেন। কর্মী হিসেবেই বিদায় নিলেন। তিনি ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন উনসত্তরের তোফায়েল হিসেবেই। তোফায়েল আহমদের বিদায়ে আমরা যথাযথ সম্মান জানাতে পারলাম না। এটা আমাদের রাজনীতির করুণ উপহাস। তবে তার জন্মভূমি ভোলার লাখো মানুষ সকল বাধা উপেক্ষা করে তাদের প্রিয় নেতাকে সন্মান জানিয়েছে

তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা ছিলেন, একাধিকবার আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রী ছিলেন, সংসদ সদস্য হয়েছেন বহুবার, কিন্তু এসব ছাপিয়ে তাঁর যে পরিচয় বড় হয়ে উঠেছে, তা হলো উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক। দেশের রাজনীতিতে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

ইতিহাসের বাঁকে বাঁকে অনেক কৃতি মানুষের দেখা মিলেছে। দোষ-গুণ মিলিয়েই তাঁদের জীবন ও কর্মকে মূল্যায়ন করতে হবে। তোফায়েল আহমেদ যেই দল করতেন, সেই দলের অনেক অর্জন যেমন আছে, তেমনি আছে অনেক ভ্রান্তিও। বিরোধী দলে থাকতে তিনি জেল-জুলুমের শিকার হয়েছেন। কিন্তু তাঁর দল ক্ষমতায় থাকতে অন্য দলের নেতা-কর্মীরা যখন অনুরূপ ফল ভোগ করেছেন, ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা ও সহমর্মিতা দিয়ে তা ঠেকাতে পারেননি। এই আক্ষেপ কখনো কখনো প্রকাশও করেছেন।

আমাদের রাজনীতিকদের অনেকেই ক্ষমতায় গিয়ে এমন বৃত্ত তৈরি করেন, কাছে ঘেঁষা যায় না। আবার ক্ষমতার বাইরে থাকতে গণমুখী হয়ে ওঠেন। তোফায়েল আহমেদের মধ্যে এই দ্বিচারিতা ছিল না। প্রচণ্ড প্রতিকূলতার মধ্যেও তোফায়েল আহমেদ আওয়ামী লীগ ত্যাগ করেননি।

তিনি নিজেকে আওয়ামী লীগের কর্মী মনে করতেন। কর্মী হিসেবেই বিদায় নিলেন। তিনি ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন উনসত্তরের তোফায়েল হিসেবেই। তোফায়েল আহমদের বিদায়ে আমরা যথাযথ সম্মান জানাতে পারলাম না। এটা আমাদের রাজনীতির করুণ উপহাস। তবে তার জন্মভূমি ভোলার লাখো মানুষ সকল বাধা উপেক্ষা করে তাদের প্রিয় নেতাকে সন্মান জানিয়েছে।

নিষিদ্ধ দল যখন 'টক অব দ্য কান্ট্রি'

আলতাফ পারভেজ

চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীও পার হয়নি এখনো। এর মধ্যেই শহর-গ্রাম সর্বত্র ক্ষমতাচ্যুত দলটির ফেরার আলাপ শুরু হয়ে গেছে। চায়ের আড্ডাগুলোয় মৃদু ঝড় উঠছে বলা যায়। যারা ওই দলকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল, যারা নিষিদ্ধ করেছে বা নিষিদ্ধ দেখতে চেয়েছে-বেশি উৎকণ্ঠা দেখা যাচ্ছে এ রকম মহলে। দোষারোপও চলছে মহলে মহলে।

চলমান এই টক অব দ্য কান্ট্রিতে অফিশিয়ালি নিষিদ্ধ দলের কোনো সাংগঠনিক প্রতিনিধি নেই। মিডিয়ার মধ্যরাতের টক শোগুলোয় ওই দলের পরিচয়ে কাউকে সশরীর হাজির হতে দেখা যায় না। দেশের কোনো মিডিয়া আপাতত সে রকম ঝুঁকি নেবে বলেও মনে হয় না। আইনি সংকট আছে, মবের ভয় আছে। তাতে অবশ্য আলাপ-আলোচনা-গুঞ্জন থেমে নেই। বরং ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত-তাপে-চুলায়-দুধ-উপচে-পড়ার মতো অবস্থা।

প্রশ্ন হলো, এসব আলাপ কোনো ভীতি বা আদর্শিক দুর্বলতার ফল, নাকি তৃতীয় কারও পরিকল্পিত প্রচারণা? রক্তের দাগ শুকানো বা মাতম থামার আগে এবং ন্যায়বিচার ও সহাবস্থানের কোনো বন্দোবস্ত ছাড়া এ রকম প্রত্যাবর্তন কি সম্ভব? অস্থিরতা কমাতে ভূমি ব্যবহারকারীদের পুনর্ভাবনা দরকার। 'অস্থিরতা' মাটির মতোই সমাজের অণুজীব মারে, ভারী ধাতু বাড়ায়। বিএনপি তার ৩৯ পৃষ্ঠার নির্বাচনী ইশতেহারের শুরুতেই বলেছিল 'ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন' গঠন করবে। অর্থাৎ রাজনীতির জমিনে নমনীয়তা বাড়ানোর অঙ্গীকার ছিল তাদের। তারেক রহমানের মধ্যপন্থার প্রয়োজনীয় এক উপলব্ধি ছিল সেটা। শাসক দল কি এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগোবে এখন?

> ট্রমার তাড়া থেকে বাংলাদেশের কি তবে রেহাই নেই? বাংলাদেশ কি বারবার পুরোনো বন্দোবস্তেই ফিরবে? 'নতুন'দের ভালো পারফরম্যান্স ছাড়া 'পুরোনো'দের ফেরা বন্ধের উপায় কী! নাগরিকদের দিক থেকে এ মুহূর্তে অসহায়ত্ব বেশ অভিনব। দেশে সহি বিরোধী দলও নেই! দফায় দফায় জ্বালানির দাম বাড়ছে, অথচ চারদিক সুনসান। এ এক অভিনব দুরবস্থা

যে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া দুরূহ : ইতিমধ্যে দুটি সরকার পেয়েছে বাংলাদেশ। '৩৬ জুলাইয়ে'র উত্তেজনা পুরোপুরি কাটেনি এখনো। যেকোনো উত্তেজক মুহূর্তে নির্মোহ আলোচনা দুরূহ। সে রকম আলোচনার জন্য স্থান-কাল-পাত্রের হিসাবে স্বাস্থ্যকর দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতার প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে সেসব শর্ত পূরণ সম্ভব নয়। যে বা যারা গণ-অভ্যুত্থান দেখেছে, আশায় আপ্লুত হয়েছে, হতাশায় বিমূঢ় হয়েছে, আগে-পরে নানান অন্যায়ে বিক্ষুব্ধ-তারা আরও দীর্ঘকাল গণ-অভ্যুত্থানের আবহে আচ্ছন্ন থাকতে বাধ্য। এ রকম নাগরিক সমাজের পক্ষে এ নিয়ে নির্মোহ আলাপ কঠিন। এ বিষয়ে নির্জলা সত্য শুনতেও রাজি হবে না অনেকে।

কিন্তু সমাজের ভেতর থেকে যখন তীব্র কোনো রাজনৈতিক আলাপ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, সেটা এড়ানো অল্প জনার পক্ষেই সম্ভব। ২৩ মাস আগে ক্ষমতাচ্যুত দলটির ফেরার প্রশ্নও সে রকম-সেটা দল বা ব্যক্তি, যে রূপেই ফেরার চেষ্টা হোক। দিন যত যাবে, পাড়া-মহল্লায় সব বৈঠকখানায় সেই আলাপের আঁচ লাগবে, হয়তো সেটা যাবে ক্যাপিটাল মার্কেট পর্যন্ত। এ রকম অনিবার্য বিতর্কে প্রবেশ না করে উপায় কী! রাজনৈতিক বিবর্তনের বিশৃঙ্খল এক অধ্যায়ে ঢুকে গেছি আমরা, যে অধ্যায়ে সুদূরপ্রসারী নানান অনিশ্চয়তার লক্ষণ আছে।

ফেরার আলাপ, হট্টগোল ও মাঠের গোলকধাঁধা : এ বিষয়ে যেকোনো আলাপের শুরুর প্রশ্ন হতে পারে, যাকে নিয়ে এত আলোচনা-পর্যালোচনা, সেই দল কি আদৌ পুনরায় রাজনীতির মঞ্চে ফিরতে সক্ষম? তার সাংগঠনিক সেই সামর্থ্য কি অবশিষ্ট আছে? কিংবা নৈতিক শক্তি বা আদর্শিক জোর?

সাংগঠনিক শক্তি বোঝার জন্য আমাদের কাছে ভোটের উপাত্ত নেই। দলটির সমর্থক ভিত্তি সম্পর্কে আমরা জানি না। তারা নিজেরা দেড় দশক অবাধ নির্বাচন করতে দেয়নি। সর্বশেষ নির্বাচনে তারা অংশ নিতে পারল না। সুতরাং এই দলের সাংগঠনিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা করা একান্তই অনুমাননির্ভর ও ত্রুটিপূর্ণ হতে বাধ্য।

গত দুই বছরে তারা বড় আয়তনে কোনো সভা-মিছিলও করে দেখাতে পারেনি। যদি তাদের সে রকম সাংগঠনিক সক্ষমতা থাকত এবং ফেরার মরিয়া চেষ্টা থাকত, তাহলে সে রকম কিছু নিশ্চয়ই ঘটত এবং আমরা দেখতাম।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হট্টগোল করার ক্ষমতা আর মাঠের রাজনীতিতে প্রভাব দেখাতে পারা ভিন্ন বিষয়। তবে তাদের নেতাদের জানাজাগুলোয় বড় আয়তনে ভিড় হচ্ছে। চট্টগ্রাম থেকে ঠাকুরগাঁও-এ রকম সাম্প্রতিক নজির অনেক। তাতে

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

বিদেশ সফরের ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর লাল দাগ: 'ডোবার পাশেই সমাধান'

নিয়াজ মাহমুদ

বাংলাদেশের প্রশাসনিক কাঠামো নিয়ে সাধারণ মানুষের অন্যতম বড় অভিযোগ হলো অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর। বছরের পর বছর ধরে আমরা এমন সব সরকারি সফরের খবর দেখে এসেছি, যা নিয়ে জনমনে বিস্ময়ের পাশাপাশি ক্ষোভও জন্মেছে। কখনও পুকুর খনন শেখার জন্য ইউরোপ সফর, কখনও টয়লেট ব্যবস্থাপনা দেখতে বিদেশ যাত্রা, আবার কখনও চরাঞ্চল পর্যবেক্ষণের জন্য হাজার হাজার মাইল দূরের দেশে সফর, এসব ঘটনা নাগরিকদের কাছে প্রশাসনিক দক্ষতার চেয়ে ব্যয়বহুল আনুষ্ঠানিকতার প্রতীক হিসেবেই বেশি পরিচিত হয়েছে।

সম্প্রতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও পাঁচ কর্মকর্তার যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা সফরের একটি প্রস্তাব আলোচনায় এসেছে। উদ্দেশ্য ছিল মশক নিধনের উদ্ভাবনী কার্যক্রম পরিদর্শন। সফরের ব্যয় বহনের কথা ছিল একটি বিদেশি প্রতিষ্ঠান। অর্থাৎ সরাসরি সরকারি অর্থ ব্যয় হতো না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যে মন্তব্য করে প্রস্তাবটি ফিরিয়ে দিয়েছেন, সেটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, "মশক নিধন শেখা বা দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় যাওয়ার দরকার নেই। দেশেই সন্ধ্যার পর যে কোনো ডোবার পাশে দুই/তিন ঘণ্টা অবস্থান করলেই মশক নিধনের অনেক উদ্ভাবনী পদ্ধতি বের করা সম্ভব হবে।"

বক্তব্যটি নিছক রসিকতা নয়; এর মধ্যে একটি প্রশাসনিক বার্তা লুকিয়ে আছে। সেই বার্তা হলো, সমস্যার সমাধান খুঁজতে সব সময় বিদেশমুখী হওয়া জরুরি নয়। বাস্তবতা বোঝার জন্য অনেক সময় মাঠে নামাই যথেষ্ট।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ এখন আর মৌসুমি সংকট নয়; এটি একটি স্থায়ী নগর সমস্যা। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী-প্রায় সব বড় শহরেই মশার উপদ্রব জনস্বাস্থ্যের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। প্রশ্ন হলো, এই সমস্যার সমাধান কি সত্যিই বিদেশ সফরের ওপর নির্ভরশীল? নাকি এর মূল চাবিকাঠি রয়েছে স্থানীয় বাস্তবতা বোঝা, সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং কার্যকর বাস্তবায়নের মধ্যে?

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সফল মশা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি অবশ্যই রয়েছে। সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া কিংবা ভারতের কিছু শহরে প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, ডেটা বিশ্লেষণ এবং কমিউনিটি অংশগ্রহণের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সাফল্য এসেছে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে শেখার প্রয়োজন অস্বীকার করার সুযোগ নেই। কিন্তু শেখার জন্য সব সময় শারীরিকভাবে বিদেশে যাওয়াই একমাত্র পথ নয়। বর্তমান ডিজিটাল যুগে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ, অনলাইন কর্মশালা, বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ কিংবা যৌথ গবেষণার সুযোগ অনেক বিস্তৃত হয়েছে।

ভারতের উদাহরণ এখানে প্রাসঙ্গিক। দিল্লি ও মুম্বাইয়ে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করেছে। অনেক ক্ষেত্রে বিদেশ সফরের চেয়ে স্থানীয় তথ্য সংগ্রহ ও মাঠপর্যায়ের ব্যবস্থাপনাকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একইভাবে দক্ষিণ কোরিয়া ও জাপানেও নগর ব্যবস্থাপনায় "ফিল্ড-ফার্স্ট" বা মাঠভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। কর্মকর্তাদের বড় অংশ অফিসকেন্দ্রিক নয়, বরং সরাসরি সমস্যাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি মূল্যায়ন করেন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও প্রশ্নটি আসলে অর্থ ব্যয়ের নয়; প্রশ্নটি মানসিকতার। এই সফরের খরচ সরকার দিত না-এ তথ্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রশাসনের সমস্যা সমাধানের দৃষ্টিভঙ্গি। যদি কোনো সমস্যার সমাধান স্থানীয় পর্যবেক্ষণ, গবেষণা ও উদ্যোগের মাধ্যমে সম্ভব হয়, তবে বিদেশ সফরকে প্রথম বিকল্প হিসেবে ভাবার যৌক্তিকতা কতটুকু?

অন্যদিকে, বিদেশি অর্থায়নে পরিচালিত সব সফরকে একতরফাভাবে অপ্রয়োজনীয় বলাও সঠিক হবে না। অনেক সময় আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং পেশাগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিদেশ সফর কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিশ্বের উন্নত নগর ব্যবস্থাপনা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বা গণপরিবহন ব্যবস্থার বহু উদাহরণ বিদেশ থেকে শেখার মাধ্যমেই বিভিন্ন দেশ গ্রহণ করেছে। ফলে কেবল সফর বাতিল করাই সমাধান নয়; বরং কোন সফর সত্যিই প্রয়োজনীয় এবং কোনটি কেবল আনুষ্ঠানিকতা-সেই পার্থক্য নির্ধারণ করাই মূল বিষয়।

প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক মন্তব্যের ইতিবাচক দিক হলো, এটি প্রশাসনের কাছে একটি প্রতীকী বার্তা পৌঁছে দিয়েছে। সেই বার্তা হচ্ছে, কাগজে প্রকল্প, দাপ্তরিক রুটিন কিংবা বিদেশ সফরের তালিকা দিয়ে নয়, বাস্তব সমস্যার বাস্তব সমাধান দিয়েই সাফল্য পরিমাপ করা হবে। জনসাধারণের একটি বড় অংশও সম্ভবত এই কারণেই সিদ্ধান্তটিকে ইতিবাচকভাবে দেখছে।

বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছে। অবকাঠামো নির্মাণের পাশাপাশি প্রশাসনিক দক্ষতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। নাগরিকরা দেখতে চান, কর্মকর্তারা সমস্যার উৎসে গিয়ে সমাধান খুঁজছেন; বিদেশ সফরের প্রতিবেদনে নয়, বাস্তব ফলাফলে পরিবর্তন আনছেন।

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> মশা নিধন শেখার জন্য ফ্লোরিডা সফর বাতিলের ঘটনাটি তাই কেবল একটি সফর প্রত্যাখ্যানের গল্প নয়। এটি প্রশাসনিক সংস্কৃতি, দায়িত্ববোধ এবং বাস্তবমুখী শাসনব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবার একটি উপলক্ষ। শেষ পর্যন্ত জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটিই-মশা কমেছে কি না, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এসেছে কি না। কারণ নাগরিকের বিচার সফরের গন্তব্য দিয়ে নয়, ফলাফলের ভিত্তিতেই হয়

Editor & Publisher : Shah Nawaz
Managing Editor : Rano Nawaz
City Editor : Anik Raj
General Manager : Abubakar Siddique

সম্পাদক ও প্রকাশক : শাহ্ নেওয়াজ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : রানো নেওয়াজ
সিটি এডিটর : অনিক রাজ
জেনারেল ম্যানেজার : আবুবকর সিদ্দিকী

Weekly Ajkal
71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372, USA.
Ph: 646-267-7751, Fax: 718-865-9130
web: www.ajkalnewyork.com
e-mail: ajkalnews@gmail.com

ভারতীয় হাইকমিশন নতুন ইতিহাসের ইঙ্গিত দিলো

সহিদুল আলম স্বপন

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এমন কিছু মুহূর্ত আছে, যেগুলো শুধু অতীতের ঘটনা নয়; বরং বর্তমান রাজনীতি, রাষ্ট্রচিন্তা এবং জাতীয় পরিচয়ের প্রশ্নে বারবার ফিরে আসে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এবং সেই যুদ্ধের নেতৃত্ব, ভূমিকা ও অবদান নিয়ে বিতর্ক তার অন্যতম। সম্প্রতি ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের একটি ফেসবুক পোস্ট আবারও সেটিকে নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে ভারতীয় হাইকমিশন তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে যে বার্তা প্রকাশ করেছে, সেখানে ১৯৭১ সালের মার্চে জিয়াউর রহমানের কণ্ঠে প্রচারিত সেই বিখ্যাত বেতার ভাষণের কথা স্মরণ করা হয়েছে। পোস্টে বলা হয়েছে, তার সেই ভাষণ জনগণকে নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং জাতীয় মুক্তির পথে এগিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করেছিল। একইসঙ্গে ভারত উল্লেখ করেছে যে, অতীতের মতো আজও তারা বাংলাদেশের জনগণের পাশে রয়েছে, অভিন্ন আত্মত্যাগের গৌরবগাথা এবং দুই দেশের জনগণের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির যৌথ যাত্রায়।

একটি কূটনৈতিক মিশনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এই বার্তা হয়তো অনেকের কাছে স্বাভাবিক মনে হতে পারে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতায় এর তাৎপর্য অনেক গভীর। কারণ, এটি কেবল একজন সাবেক প্রেসিডেন্টের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন নয়; বরং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, সেই ইতিহাসের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা এবং ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে দু'টি প্রধান রাজনৈতিক বয়ান বিদ্যমান। একদিকে রয়েছে এমন একটি বয়ান, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বকে স্বাধীনতার কেন্দ্রীয় শক্তি হিসেবে তুলে ধরা হয়। অন্যদিকে রয়েছে এমন একটি রাজনৈতিক ধারা, যা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান-এর ভূমিকা, বিশেষ করে তার ঐতিহাসিক বেতার ঘোষণাকে মুক্তিযুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রেরণাদায়ী ঘটনা হিসেবে মূল্যায়ন করে।

বাস্তবতা হলো, ইতিহাস কখনো একমৈত্রিক নয়। একটি জাতির জন্মের মতো বিশাল ঘটনার পেছনে বহু ব্যক্তি, বহু প্রতিষ্ঠান এবং অসংখ্য সাধারণ মানুষের অবদান থাকে। মুক্তিযুদ্ধও তার ব্যতিক্রম নয়। বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক নেতৃত্ব, তাজউদ্দীন আহমদের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, সামরিক ও বেসামরিক প্রতিরোধযোদ্ধাদের আত্মত্যাগ এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের সম্মিলিত ফল ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতীয় হাইকমিশনের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কারণ, ১৯৭১ সালে ভারত কেবল প্রতিবেশী রাষ্ট্র ছিল না; তারা ছিল মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম প্রধান অংশীদার। প্রায় এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে সামরিক সহায়তা পর্যন্ত ভারতের অবদান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে স্থায়ীভাবে লিপিবদ্ধ। ফলে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ভারতের কোনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য কেবল কূটনৈতিক ভাষ্য নয়; বরং তা ঐতিহাসিক গুরুত্বও বহন করে।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলো, ভারতীয় হাইকমিশনের পোস্টে জিয়াউর রহমানের সেই বেতার ভাষণকে জনগণকে সংগঠিত ও অনুপ্রাণিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এমন এক স্বীকৃতি, যা বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আরও বিস্তৃত পরিসরে দেখার ইঙ্গিত দেয়।

অনেক বছর ধরেই বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মেরুকরণ বিদ্যমান। ক্ষমতার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের ব্যাখ্যাও অনেক সময় পরিবর্তিত হয়েছে। কখনো কোনো ব্যক্তির অবদান বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, কখনো বা অন্য কারও ভূমিকা আড়ালে চলে গেছে। কিন্তু একটি রাষ্ট্রের ইতিহাস যদি দলীয় অবস্থানের বন্দি হয়ে পড়ে, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম প্রকৃত ইতিহাস থেকে বঞ্চিত হওয়ার ঝুঁকিতে পড়ে।

ভারতের এই বার্তা হয়তো সেই জায়গায় একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ইঙ্গিত বহন করছে। এটি মনে করিয়ে দেয় যে, মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমষ্টিগত সংগ্রাম। সেখানে একজনের অবদান স্বীকার করতে গিয়ে অন্যজনের অবদান অস্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

এই ঘটনাকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেও দেখা দরকার। গত এক দশকে দুই দেশের সম্পর্ক নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। বাণিজ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি, নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। কিন্তু একই সঙ্গে সীমান্ত হত্যা, পানি বণ্টন, অভিবাসন এবং রাজনৈতিক আস্থার প্রশ্নে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়ে গেছে।

এমন পরিস্থিতিতে ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের একটি সংবেদনশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে স্মরণ করা নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয়। এটি একটি বার্তা যে, ভারত বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতির বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে বুঝতে চায় এবং বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসকে একটি বৃহত্তর ও অন্তর্ভুক্তিমূলক কাঠামোর মধ্যে দেখতে আগ্রহী।

আরেকটি বিষয়ও এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দক্ষিণ এশিয়ার

> কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট এই বার্তা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ১৯৭১ কেবল অতীতের একটি বছর নয়। এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তার ভিত্তি, জাতীয় চেতনার উৎস এবং রাজনৈতিক বৈধতার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড। আর সেই কারণেই ১৯৭১-এর ইতিহাস নিয়ে প্রতিটি মন্তব্য, প্রতিটি স্বীকৃতি এবং প্রতিটি ব্যাখ্যা আজও গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে। ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এটিই যে জাতি তার অতীতকে যত বিস্তৃতভাবে বুঝতে পারে, তার ভবিষ্যৎ তত বেশি সুদৃঢ় হয়। ভারতের এই সাম্প্রতিক স্বীকৃতি সেই উপলব্ধিকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি এই সুযোগে ইতিহাসকে দলীয় বিতর্কের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবে? উত্তরটি ভবিষ্যতের হাতেই রয়ে গেল

দেশ বাঁচাও কৃষক বাঁচাও

আবুল বাসার

> যাতে করে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় এবং আরো উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। যখন ফসল উত্তোলন করা হয় ঐ সময় ধানের দাম সাত/আটশত টাকা মন থাকে। ঐ সময় টা সরকার চাইলে আরো বেশি দামে ক্রয় করতে পারে। তাতে কৃষকরা লাভবান হবে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল উৎপাদন পর্যন্ত খরচ হিসেব করে বাহির করে তাদের উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণ করে যদি সরকার প্রতিটি ফসলের উৎপাদন খরচ হিসেব করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে তাহলে কৃষক এবং ক্রেতা উভয়ই লাভবান হবে। যদি বিক্রেতা সঠিক দাম পায় এবং সরকার মনিটরিং করে তাহলে ক্রেতা ও নযায্য দামে কিনতে পারবে। এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতারণার মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। যদি বাঁচে কৃষক তবেই স্বনির্ভর বাংলাদেশ।
> সর্বোপরি বলতে চাই দেশ বাঁচাও কৃষক বাঁচাও

বাংলাদেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি, অর্থনীতি, জীবন জীবিকা সবকিছু নির্ভর করে কৃষির উপর। কৃষি নির্ভর বাংলাদেশ কে নিয়ে যদি কোনো চিন্তা করতে হয় প্রথমে কৃষকদের কথা চিন্তা করতে হবে। আমি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও কৃষি মন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি একটু কৃষকদের কথা চিন্তা করতে। কারন কৃষক তার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোদ বৃষ্টি ঝড় কে উপেক্ষা করে ফসল ফলিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে সহযোগিতা করছে।

বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ কোন না কোন ভাবে কৃষকের সাথে সম্পৃক্ত আছে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল আমরা বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছি। কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের দিকে চেয়ে থাকে শহরের বেশিরভাগ লোকজন।কখন কৃষক তার নতুন সবজী বাজারজাত করবে। কৃষক তার পরিশ্রমের কথা চিন্তা করে না সে শুধু তার উৎপাদিত ফসলের কথা চিন্তা করে। কৃষক তার জমি কে নিজের মায়ের মতো মনে করে। সেই মায়ের বুক চিরে চাষ করে ফসল উৎপাদন করে। ঐ জমিতে যে ফসল উৎপাদন করা হয় সে শুধু একা নয় সকলের জন্য উৎপাদন করে। এই একটুকরো জমিতে ফসল ফলিয়ে সে তার সংসার পরিচালনা করে। তার ছেলে- মেয়ে কে স্কুলে লেখাপড়া করায়। এই ফসলের টাকা দিয়ে সে তার নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে। এই ফসলের টাকায় তার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তার চিকিৎসা করা হয়। এই ফসলের টাকা দিয়ে ধর্মীয় সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে। তার যত সখ চাহিদা সবই ঐ জমিতে চাষের ফসল বিক্রি করে মিটায়। সে তার জীবনের সকল চাহিদা পূরণ করে সেই জমির ফসল বিক্রি করে। আমরা কি কখনো চিন্তা করি এই ফসল বিক্রি করে সে কত টাকা উপার্জন করছে। কি তার খরচ এবং কত টাকা সে পায়। সকল খরচ বাদ দেওয়ার পর তার জীবন নির্বাহ করতে কত টাকা থাক।

না কখনো করি না? কেন? উত্তর মনে হয় অনেকের-ই জানা নেই। আমি এই নিউইয়র্কে বসে কেন লিখলাম? প্রশ্ন জাগে। কারন কিছু দিন হলো গাজীপুর জেলা শ্রীপুর থানার প্রহলাদপুর গ্রামে আমার বাড়ি সেই গ্রামের কতিপয় বন্ধুর সাথে ফোনে কথা বলছিলাম। ওদের ভালোমন্দ খবর জানতে চাইলাম তখনই জানতে পারলাম ওদের কথা। ওরা আমাকে অনুরোধ করলো বন্ধু তুমিতো লেখা লেখি করো আমাদের কৃষকদের নিয়ে একটু লেখা লেখি করো না। আমি বললাম তোমাদের নিয়ে কি লিখবো? তখন আমাকে বললো ওদের কথা। বললো শুধু খাল খনন করে পানির ব্যবস্থা করলে কি কৃষকের দুঃখ শেষ হবে। হবে না? খাল খননে কৃষকরা উপকৃত হবে। তাদের ফসল উৎপাদনে সহায়ক হবে। ওরা সঠিক সময়ে পানি পেলে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু কৃষকের যে প্রধান সমস্যা তা কি শেষ হবে, হবে না? আমি জিজ্ঞেস করলাম কি সেই প্রধান সমস্যা ? ওরা উত্তর দিলো তাদের প্রধান সমস্যা হলো তাদের উৎপাদিত ফসলের খরচ। এবং উৎপাদিত ফসলের সঠিক মূল্য না পাওয়া। একজন কৃষক ও আমার বন্ধু। আমাকে আক্ষেপ করে বললো তুমি তো বাসার বিদেশে থাকো কোন খবর রাখো না আমাদের। বললাম কি খবর? বললো আগে যখন তুমি ছিলা এখনো ঐ একই পরিমাণ ধান হয় এক বিঘা অর্থাৎ বিশ কাঠা জমিতে। সে বললো এক বিঘা জমিতে যে ধান উৎপাদন হয় তাহলো সর্বোচ্চ ত্রিশমন কম হলে বিশমন। বিক্রি করে পাওয়া যায় ত্রিশ হাজার টাকা কম হলে বিশ হাজার টাকার মতো। কোথাও কম কোথাও বেশি। অথচ এই এক বিঘা জমির ফসল চাষ থেকে শুরু করে ফসল উৎপাদন করে বিক্রি পর্যন্ত খরচ হয় বিশ হাজারের উপর। চারা রোপনের খরচ এক হাজার,চারার পরিচর্যা খরচ এক হাজার টাকা, চারা উত্তোলন করে ক্ষেতে রোপন খরচ তিন হাজার, পানি দেওয়ার খরচ পাঁচ হাজার,ধান কাটা ও শুকনো খরচ সাত হাজার,সার এর খরচ এক হাজার,বাজার জাত ও অন্যান্য খরচ দুই হাজার।

এক জন কৃষক এর যদি দুই বিঘা জমি থাকে তাহলে সে আমাদের এলাকায় এক ফসল চাষ হয় সেই হিসেবে তার সর্বোচ্চ উৎপাদন হলেঐ বছরে আয় হলো বিশ হাজার টাকা। ঐ বিশ হাজার টাকা দিয়ে তাকে তার বারোটি মাস চলতে হবে। বর্তমানে অনুরনুয নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের যে দাম তাতে করে কৃষকদের জীবন ধারণের জন্য ঐ অল্প পরিমাণ টাকা খুবই সামান্য। বন্ধু জানো দুঃখের কথা বলতে ও পারি না। আবার কারো কাছে হাত ও পাততে পারি না। দেখ আমাদের এই সমস্যা নিয়ে যদি কিছু করতে পারো। এই সামান্য টাকা দিয়ে সারা বছর সংসার চালানো তাদের জন্য অনেক কষ্টের। ওর যারা ওরা নিচু কণ্ঠ শুনে আমিও ব্যথিত হলাম। সে বললো অবশ্যই সরকারের এই বিষয়ে মনযোগ দেওয়া দরকার। আমাদের পক্ষেতো সম্ভব নয় দেখ তুমি কিছু করতে পারো কি না? যাতে করে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায়। এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য পেয়ে ওরা আবারো আগ্রহী হয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য। আর যদি এভাবে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে বিক্রি করতে গিয়ে বার বার কম দাম পায় তাহলে তারা উৎপাদন বিমুখ হয়ে পড়বে। অনেকেই এখন আর ধান চাষ করে না। আর তার জন্য বাংলাদেশের খাদ্য নিরাপত্তা

বাংলাদেশের উন্মেষ-ইতিহাসের অন্যতম সারথীর প্রস্থান

বিদায় তোফায়েল আহমেদ

৮২ বছরের পথ চলায় তিনি যা অর্জন করেছেন, তা বিশাল মহিরুহসম। ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারির রেসকোর্স ময়দানের সেই বিকাল, লাখো কণ্ঠের 'বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি- সেই ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ানো তরুণটি চিরতরে মিশে গেলেন মহাকালে। কিন্তু তার কাজ, আদর্শ, সংগ্রাম বাঙালিকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে। রাজনীতির উত্থান-পতন, পাওয়া-না পাওয়ার হিসেবের উর্ধ্বে উঠে তোফায়েল আহমেদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন ইতিহাস-পুরুষ হিসেবে। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটল। ওপারে ভালো থাকবেন তোফায়েল ভাই। আপনার হাতে ঘোষিত 'বঙ্গবন্ধু' নামটি যতদিন বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ এবং বাঙালি টিকে থাকবে, ততদিন অম্লান থাকবে। আর আপনার নামটিও জড়িয়ে থাকবে সেই ইতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে। ইতিহাসের মহানায়ক, বিদায়

শিমুল সালাহ্উদ্দিন

দীর্ঘদিন ধরে শয্যাশায়ী ছিলেন, অসুস্থতার সঙ্গে লড়াই করছিলেন, বয়স হয়েছে, শরীর ভেঙে পড়ছিল বারবার। একাধিকবার মৃত্যুর গুজবও ছড়িয়ে পড়েছিল। সত্যি বলতে, মনের গভীরে যেন একরকম প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। তবুও আজ যখন আনুষ্ঠানিকভাবে তোফায়েল আহমেদের চলে যাওয়ার খবরটি শুনলাম, বুকটা কেমন যেন 'খালি খালি' হয়ে গেল। আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক জীবন্ত অধ্যায় আজ চিরতরে 'নাই' বা 'প্রয়াত' হয়ে গেল। অবসান হলো ৮২ বছরের এক বর্ণাঢ্য জীবনের।

সোমবার (১ জুন) বিকালে রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাবেক মন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান এই নেতা। বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তিনি। মৃত্যুকালে পাশে ছিলেন একমাত্র কন্যা ডা. তাসলিমা আহমেদ জামান মুন্নী ও ঘনিষ্ঠ স্বজনেরা। স্ত্রী আনোয়ারা বেগমকে রেখে গেছেন অনেক আগেই। আজ বাবা-মা'র কাছে ফিরে গেলেন ছেলেটি, যে একদিন বাঙালির ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

তোফায়েল আহমেদের জন্ম ১৯৪৩ সালের ২২ অক্টোবর, ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোরালিয়া গ্রামে। বাবা মৌলভী আজহার আলী, মা ফাতেমা বেগম। দ্বীপ জেলা ভোলার ছেলে। বর্ষা-বাদলের জলকাদা পেরিয়ে, ইলিশের পেটে সোনা খোঁজা সেই গ্রাম থেকে উঠে আসা এক তরুণ একদিন ঠায় দাঁড়িয়ে পড়লেন ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দুতে। ছাত্র-জীবনেই তার মধ্যে রাজনীতির আলোড়ন দেখা গিয়েছিল। ১৯৬০ সালে ভোলা সরকারি হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক, ১৯৬২ সালে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পেষে ঢাকায় পাড়ি জমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন ১৯৬৪ সালে, পরবর্তী সময়ে মৃত্তিকাবিজ্ঞানে এমএসসি সম্পন্ন করেন। কিন্তু মাটি পরীক্ষার চেয়ে মানুষের মাটির টানই যেন তাকে বেশি টেনেছিল। সেই টানেই জড়িয়ে পড়েন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ১৯৬৬-৬৭ মেয়াদে ইকবাল হলের (বর্তমানে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) নির্বাচিত সহসভাপতি (ভিপি) ছিলেন। এরপর ১৯৬৮-৬৯ মেয়াদে ডাকসুর ভিপি নির্বাচিত হন। ঠিক সেই সময়েই বাঙালির ইতিহাস বাঁক নিচ্ছিল এক ভয়াবহ ঝড়ের দিকে।

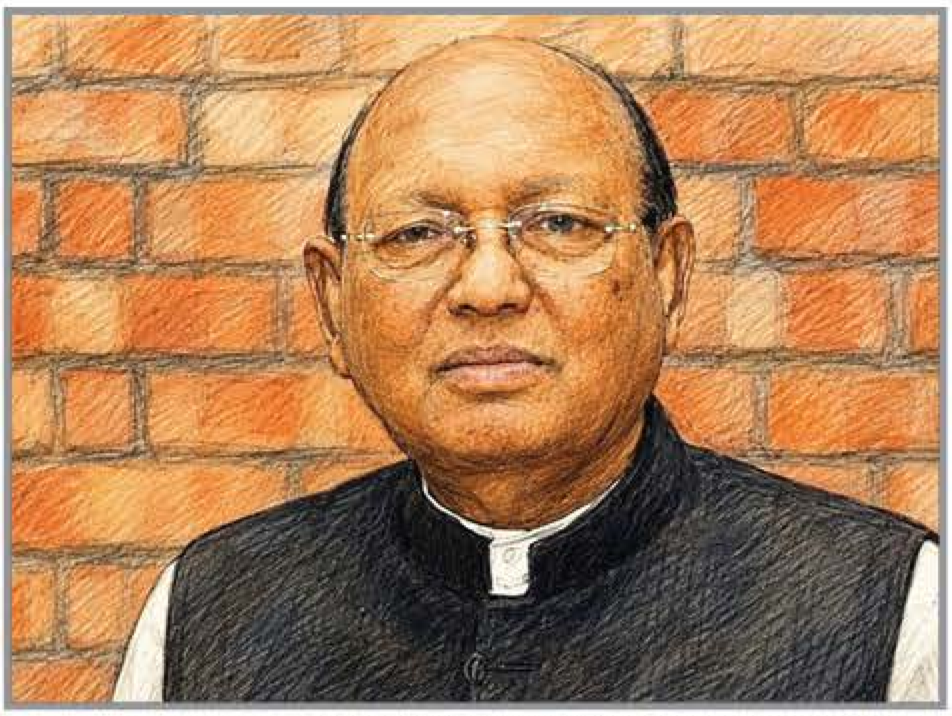

তোফায়েল আহমেদের নাম ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। ১৯৬৯ সালের ৪ জানুয়ারি তিনি ডাকসুর ভিপি হিসেবে নিজের সভাপতিত্বে এবং সতীর্থ ছাত্র সংগঠনের নেতাদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে ১১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

১৭ জানুয়ারি থেকে শুরু হয় প্রত্যক্ষ আন্দোলন। ২০ জানুয়ারি শহীদ আসাদের রক্তাক্ত জামা হাতে নিয়ে শপথ গ্রহণ করে ছাত্রসমাজ। ২৪ জানুয়ারি মতিউর, মকবুল, রুস্তম, আলমগীরের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়। ১৫ ফেব্রুয়ারি সার্জেন্ট জহুরুল হক, ১৮ ফেব্রুয়ারি ড. শামসুজ্জোহা পাকিস্তানি নিরাপত্তা বাহিনীর বুলেটে শহীদ হন। বাংলার মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। আর এই পুরো সময়টাতেই সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক হিসেবে আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন তোফায়েল আহমেদ।

ইতিহাস বলে, তার ডাকে সেদিন রাজপথ উত্তাল হয়েছিল। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের ভিত কেঁপে গিয়েছিল। অবশেষে সেই গণঅভ্যুত্থানের মুখে ২২ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার বাধ্য হয় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সবাইকে মুক্তি দিতে।

এরপরের গল্পটা তো বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক কিংবদন্তি। ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) লাখো জনতার এক সভার আয়োজন করে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সম্মানে। সেদিনের সেই জনসমুদ্র যারা দেখেননি, তাদের বলে বোঝানো যাবে না। উপচে পড়া মানুষ, কানায় কানায় পূর্ণ রেসকোর্স।

ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা আবদুর রউফ, খালেদ মোহাম্মদ আলী, শামসুদ্দোহা, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, জামাল হায়দার, মাহবুবউল্লাহ, ফখরুল ইসলাম মুন্সি, ইব্রাহিম খলিল, নাজিম কামরান চৌধুরী- সবাই উপস্থিত। সভাপতিত্ব করছিলেন তোফায়েল আহমেদ। কিন্তু শেখ মুজিবের ভাষণের আগেই তাকে কথা বলতে হয়।

ছাত্রনেতারা আগেই ঠিক করেছিলেন, শেখ মুজিবকে একটি বিশেষ উপাধি দেওয়া হবে। 'বঙ্গবন্ধু' নামে একটি কবিতার কথা মনে পড়ে তাদের। সেই উপাধিটিই বেছে নিলেন তারা। তারপর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তোফায়েল আহমেদ ঘোষণা করলেন সেই ঐতিহাসিক বাক্যগুলো- 'আমি ঘোষণা করলাম, বাঙালির শ্রেষ্ঠ সন্তান, হাজার বছরের মহাপুরুষ, নিপীড়িত লাঞ্ছিত, প্রবঞ্চিত বাঙালির নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করলাম। আজ থেকে তিনি আমাদের বঙ্গবন্ধু শেখ

এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

ভালোবাসা সবার তরে,
ঘৃণা নয়কো কারো পরে

Love for all, hatred for none

বাংলাডেস্ক যুক্তরাষ্ট্রের ভূবনে স্বাগতম

For more information contact:
Bait-uz-Zafar 188-15 McLaughlin Ave, Hollis NY 11423
(347) 530-5791

بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১৪ই জুন, ২০২৪ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় 'বনু নযীর' এর যুদ্ধের ঘটনা বিশদভাবে উল্লেখ করেন এবং দু'জন শহীদের স্মৃতিচারণের পাশাপাশি পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষভাবে দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'উয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর (আই.) বলেন, আজ বনু নযীরের যুদ্ধের কিছু ঘটনা বর্ণনা করবো। বনু নযীর গোত্রের পরিচিতি হলো, এরা মদীনার ইহুদীদের একটি বংশ ছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক লিখেছেন, বনু নযীর খায়বরের ইহুদীদের একটি গোত্র ছিল এবং তাদের বসতিকে যাহরা বলা হতো। মহানবী (সা.) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন বনু নযীর গোত্রের নেতা ছিল হুয়াই বিন আখতাব। তার পিতৃপুরুষের ষষ্ঠ প্রজন্মে নযীর বিন নাহামের নাম পাওয়া যায়, যার নামে এই গোত্রটি বনু নযীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাফিয়া (রা.) বনু নযীরের নেতা হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা ছিলেন। ইতিহাসের গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে, হুয়াই বিন আখতাবের বংশধারা হযরত মূসা (আ.)-এর ভাই হযরত হারুন (আ.)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। হুয়াই এর বংশে কতিপয় ব্যক্তি নবুওয়াতের সম্মানে ধন্য হয়েছিলেন, যাদের কারণে সে গর্বিত ছিল। আর এই অহংকারের কারণেই সে বলতো, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের প্রতি ইহকালেও দয়ালু এবং পরকালেও আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুগ্রহ করবেন। তিনি আমাদেরকে পাপের কারণে কয়েকদিন শাস্তি দিবেন, অবশেষে জান্নাতই হবে আমাদের স্থায়ী নিবাস। এই বংশীয় আত্মগরিমা ও ঔদ্ধত্যের কারণেই হুয়াই মহানবী (সা.)-এর শিক্ষামালা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। অবস্থানের দিক থেকে বনু নযীর গোত্রটি মসজিদে কুবা থেকে আধা মাইল দূরে উত্তর পূর্ব দিকে (অবস্থিত) ছিল। আর মদীনার মধ্যভাগে এর বসতি প্রান্তে আসতো এবং মসজিদে কুবা এর থেকে কিছুটা দূরত্বে দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এক তথ্য অনুসারে এটি উহুদের যুদ্ধের পূর্বের ঘটনা আর ইমাম বুখারীর তথ্যও এটিই। তবে ইমাম বুখারী (রহ.) এখানে একথাও লিখেছেন যে, ইবনে ইসহাকের মতে এই যুদ্ধ উহুদ ও বি'রে ম'উনার পরে হয়েছিল। যদিও আল্লামা ইবনে কাসীর ছাড়াও অধিকাংশ ঐতিহাসিক এবং জীবনীকার বলেছেন, উহুদের যুদ্ধের পরেই বনু নযীরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। বনু নযীরের যুদ্ধের প্রেক্ষাপট হলো, মক্কার কুরাইশ কাফিররা বদরের যুদ্ধের পূর্বে আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিন সলূল এবং অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য প্রতিমাপূজারীদের লিখেছিল, [তখন মহানবী (সা.) মদীনায় ছিলেন।] তোমরা আমাদের নবীকে আশ্রয় দিয়েছ। মদীনায় তোমাদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। আমরা শপথ করে বলছি, হয় (তোমরা) তাদের সাথে যুদ্ধ করো অথবা তাদেরকে নিজেদের শহর থেকে বহিষ্কার করো; নতুবা আমরা গোটা আরবকে ঐক্যবদ্ধ করে তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো। তোমাদের যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করবো, তোমাদের নারী ও শিশুদের (নির্মমভাবে) হত্যা করবো। যখন ইবনে উবাই এবং অন্য প্রতিমাপূজারীরা এই পত্র পায় তখন তারা একে অপরকে বার্তা পাঠায় এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে। এই সংবাদ পাওয়ার পর মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবীদের একটি দলকে নিয়ে মদীনার নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি (সা.) বলেন, কুরাইশরা তোমাদেরকে কঠোর হুমকি দিয়ে পত্র লিখেছে। এই পত্র তোমাদেরকে কোনো ধোঁকায় যেন না ফেলে, পাছে তোমরা স্বয়ং ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হয়ে নিজেদেরই ভাই ও পুত্রদের সাথে আবার যুদ্ধ করতে না আরম্ভ করো। মহানবী (সা.)-এর একথা শোনে তারা বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং নিজেদের সংকল্প স্থগিত করে আর ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। এভাবে মক্কার কুরাইশের এই হুমকি আর শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি।

এরপর কুরাইশরা বদরের যুদ্ধের পর ইহুদীদের কাছে একটি পত্র লিখে যে, তোমাদের কাছে অস্ত্র আছে আর তোমরা দুর্গেরও মালিক। হয় তোমরা আমাদের সহযোগী হয়ে যুদ্ধ করো নতুবা আমরা তোমাদের ওপর আক্রমণ করবো এবং তোমাদের পুরুষদেরকে হত্যা করবো আর তোমাদের নারীদেরকে আমাদের দাসী বানাবো। এই পত্র যখন ইহুদীদের কাছে পৌঁছায় তখন বনু নযীর গোত্র মহানবী (সা.)-কে ধোঁকা দেয়ার জন্য সম্মত হয়, কেননা ইহুদী গোত্রগুলো তো আগে থেকেই সুযোগ খুঁজছিল যাতে মুসলমানদের আধিপত্য ও ক্ষমতার যতদ্রুত সম্ভব অবসান করা যায়। এ পর্যায়ে তারা এমন দুরভিসন্ধি করার চিন্তা করে যাতে মহানবী (সা.)-কে নাউযুবিল্লাহ্ হত্যা করা যায়। অতএব, তারা তাঁর সমীপে সংবাদ প্রেরণ করে যে, আপনি আপনার ত্রিশজন সাহাবীকে নিয়ে আসুন, আমাদের ত্রিশজন আলেমও আপনার সামনে উপস্থিত হবে; এমনকি আমরা এমন এক স্থানে মিলিত হবো যা আমাদের এবং আপনাদের পছন্দের হবে। আমাদের লোকেরা আপনার কথা শুনবে। তারা যদি আপনাকে সত্যায়ন করে অর্থাৎ ইহুদী আলেমরা যদি আপনার প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাহলে আমরাও আপনার প্রতি ঈমান আনব। পরের দিন মহানবী (সা.) ত্রিশজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে তাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ত্রিশজন ইহুদী আলেমও তাঁর কাছে আসে। ইহুদীরা যখন খোলা প্রান্তরে আসে তখন তারা পরস্পরকে বলে, তোমরা তাঁর ওপর কীভাবে আক্রমণ করবে? কেননা তাঁর সাথে ত্রিশজন সঙ্গী রয়েছেন। ত্রিশজন সঙ্গীর উপস্থিতিতে আক্রমণ করা তো কঠিন আর তারা এমন সঙ্গী, যারা তাঁর জন্য প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করবে না। তখন ইহুদীরা তাঁর কাছে পুনরায় এই সংবাদ প্রেরণ করে যে, আমরা ষাটজন পরস্পর কীভাবে প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করবো? আপনি এক কাজ করুন, তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আসুন আর আমরাও আমাদের তিনজন আলেমকে নিয়ে আসবো, তারা আপনার আলোচনা শুনবে। তখন তিনি (সা.) তিনজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আসার প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। তিনজন ইহুদী আলেমও রওয়ানা হয় আর ঐ ইহুদীদের কাছে খঞ্জর বা ধারালো ছুরি ছিল। তারা মহানবী (সা.)-এর ওপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিল। যাহোক, মহানবী (সা.) যাত্রার জন্য প্রস্তুত ছিলেন, পথিমধ্যেই বনু নযীরের একজন হিতাকাঙ্ক্ষী নারী একজন আনসারী মুসলমানকে এবং পরে মহানবী (সা.)-কে বনু নযীরের সকল চক্রান্তের কথা বলে দেয়। তাই মহানবী (সা.) ইহুদীদের কাছে না গিয়ে মদীনায় ফেরত চলে আসেন।

এই যুদ্ধের আরেকটি কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে একজন রচয়িতা লিখেছেন, বনু নযীর গোত্র সংগোপনে কুরাইশের কাছে বার্তা পাঠায় আর তাদেরকে মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে এবং তাদেরকে মুসলমানদের প্রতিরক্ষা-খাতের কিছু দুর্বলতার কথাও জানিয়ে দেয়। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী উহুদের যুদ্ধের পূর্বে ইহুদীরাও মক্কার কুরাইশকে চরমভাবে উত্তেজিত করেছিল যার ফলশ্রুতিতে উহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

এ যুদ্ধের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎক্ষণিক কারণ এটিও বর্ণনা করা হয় যে, বি'রে ম'উনা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় যখন হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বনু আমেরের দু'জনকে হত্যা করেছিলেন যাদের সাথে মুসলমানদের সন্ধিচুক্তি ছিল, তাই তাদেরকে রক্তপণ প্রদান আবশ্যক ছিল। এ উদ্দেশ্যে মহানবী (সা.) বনু নযীরের কাছে গিয়েছিলেন, কেননা মহানবী (সা.) ইহুদীদের সাথে যে সন্ধিচুক্তি করেছিলেন এর একটি ধারায় ছিল, 'আইন্না'অয়ালুহু দীন্ দিয়াত' অর্থাৎ তারা রক্তপণের ব্যাপারে মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করবে। এই ঘটনার বিশদ বিবরণ হলো, হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) যখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এসে পুরো বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, তুমি খুবই অন্যায় কাজ করেছ। তাদের সাথে আমাদের চুক্তি এবং নিরাপত্তার শর্ত ছিল। হযরত আমর বিন উমাইয়া যামরী (রা.) বলেন, আমি এই সন্ধিচুক্তির বিষয়টি জানতাম না। আমি তাদেরকে মুশরিক মনে করতাম আর তাদের গোত্র আমাদের সাথে প্রতারণাও করেছে। হযরত আমর (রা.) তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। মহানবী (সা.) তাকে নির্দেশ দেন তাদের মালপত্র এবং কাপড়-চোপড় যেন তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের কাছে ফেরত পাঠানো হয়। মহানবী (সা.) রক্তপণ সহ সেগুলো পাঠিয়ে দেন। মহানবী (সা.) শনিবার দিন বনু নযীর গোত্রের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন, মসজিদে কুবায় নামায পড়েন। আর দশজনের মতো মুহাজির ও আনসার সাহাবী মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। তিনি (সা.) বনু নযীরকে তাদের বৈঠকে উপবিষ্ট দেখতে পান। তিনিও তখন সেখানে আসন গ্রহণ করেন যাতে করে মৃত দুই ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে তাদের সাথে শলাপরামর্শ করতে পারেন, যেন তারা দু'জন নিহত ব্যক্তির রক্তপণ পরিশোধে তাঁকে সহযোগিতা করে।

এই দুরভিসন্ধির কারণ কি ছিল এ ব্যাপারে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম, এ (রা.)'র একটি তথ্য পাওয়া যায় যা থেকে বিষয়টি আরও সুস্পষ্ট হয়। তিনি (রা.) লিখেন, এই যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসবেত্তাগণ বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরেছেন আর এ কারণে এই যুদ্ধ ঠিক কখন আরম্ভ হয়েছিল সে ব্যাপারেও দ্বিমত রয়েছে। বনু নযীরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুদ্ধের সূচনা হয়েছে। সকল ঘটনাই ভিন্ন ভিন্ন সময় ও স্থান সাপেক্ষে সঠিক। কিন্তু সর্বশেষ যুদ্ধ সেটি ছিল যা বনু আমেরের দু'জন ব্যক্তির রক্তপণ আদায়ের সময় আরম্ভ হয়েছিল, বাকি আল্লাহ্ই ভালো জানেন। রক্তপণ আদায়ের ব্যাপারে মহানবী (সা.) একদল সাহাবীকে নিয়ে বনু নযীরের নিকট উপস্থিত হন এবং চুক্তি অনুসারে রক্তপণ আদায়ের বিষয়টি তাদের কাছে উত্থাপন করেন। তারা বলে, হ্যাঁ, আবুল কাসেম! আপনি খাবার খেয়ে নিন এরপর আমরা এ ব্যাপারে কথা বলছি। এভাবে বাহ্যিকভাবে ইহুদীরা খুবই হাস্যোজ্জ্বলভাবে মহানবী (সা.)-এর সাথে কথা বলে। কিন্তু ভেতরে ভেতরে তারা মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তখন তিনি (সা.) তাদের বাড়ির এক দেয়ালের পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। একজন বর্ণনাকারী ইহুদীদের মহানবী (সা.)-কে হত্যার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন, বনু নযীরের সর্দার হুয়াই বলে, "হে ইহুদীর দল! মুহাম্মদ (সা.) তাঁর কতিপয় সাথীকে নিয়ে তোমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে, তাদের সংখ্যা দশজনেরও কম। এই বাড়ির ছাদে উঠে বড় একটি পাথর ফেলে মুহাম্মদকে (সা.)-কে হত্যা করো, তোমরা এর চেয়ে উত্তম সুযোগ আর কখনো পাবে না। যদি তাকে মেরে ফেলতে পারো তাহলে তার সঙ্গীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে। মক্কা থেকে আসা তোমাদের সাথীরা মক্কায় ফিরে যাবে এবং এখানে শুধু অওস ও খাযরাজ থাকবে, যারা তোমাদেরই মিত্র। তাই তোমরা যা করতে চাও, এখনই করো"। একথা শুনে এক দুর্ভাগা ইহুদী আমর বিন জাহাশ বলে, "আমি বাড়ির ছাদে উঠে পাথর ফেলে মুহাম্মদ (সা.)-কে (নাউযুবিল্লাহ্) হত্যা করবো"। যখন এসব শলাপরামর্শ করা হচ্ছিল তখন বনু নযীরের এক নেতা সালাম বিন মিশকাম বলে, "হে ইহুদীর দল! তোমরা চাইলে সারাজীবন আমার বিরোধিতা কোরো, কিন্তু আজ আমার কথা মেনে নাও। আল্লাহ্র কসম! মুহাম্মদ (সা.)-কে তোমাদের এই ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে অবগত করা হবে। আর এটি আমাদের এবং তাদের মাঝে বিদ্যমান সন্ধিচুক্তির লঙ্ঘনও বটে।" কিন্তু ইহুদীরা তার কথায় কর্ণপাত না করে নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, 'ইনশাআল্লাহ্ আগামীতে বর্ণনা করা হবে যে, তারা কি পরিকল্পনা করেছিল এবং কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে রক্ষা করে তাদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন।'

পরিশেষে হুযূর (আই.) পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করতে চাই। সম্প্রতি তাদের ওপর পুনরায় নির্যাতন শুরু হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা শীঘ্র পাকিস্তানের আহমদীদেরকে অত্যাচারের কবল থেকে মুক্তি দিন আর সেখানেও আমাদের পরিস্থিতি অনুকূল করে দিন। কেননা কুরবানির বিষয়কে কেন্দ্র করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা-মোকদ্দমা ও নির্যাতনের চেষ্টা করা হচ্ছে।' এরপর হুযূর (আই.) পাকিস্তানের দু'জন শহীদ ও একজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ান। শহীদদের একজন হলেন, ৬৪ বছর বয়স্ক মুকাররম গোলাম সারোয়ার সাহেব আর অপরজন হলেন ৩২ বছর বয়স্ক শহীদ মুকাররম রাহাত আহমদ বাজওয়া সাহেব। মন্ডী বাহাউদ্দিন জেলার সাদুল্লাহপুরে গত ৮ই জুন, ২০২৪ তারিখে একজন মাদ্রাসা ছাত্র সৈয়দ আলী রেযার গুলিতে তারা উভয়েই ঘটনাস্থলে শাহাদত বরণ করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করার পর মুকাররম মালেক মুজাফফর খান সাহেবেরও স্মৃতিচারণ করেন এবং তাদের তিনজনের আত্মার মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া করেন, 'আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাথে প্রতি দয়া ও ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন এবং তাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন' আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কোনোই বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, **www.mta.tv** এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট **www.ahmadiyyabangla.org** -এ]

(সূত্র: কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)

এটর্নী মঈন চৌধুরী LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

Michael Taub, Esq.

Moin Choudhury, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- কাজের জায়গায় দূর্ঘটনা

IMMIGRATION
(Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

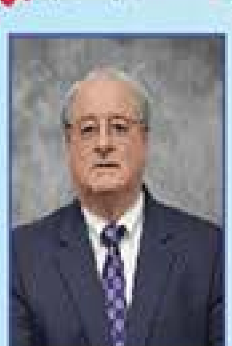

Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

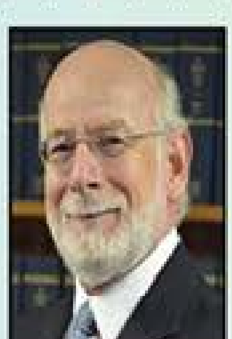

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

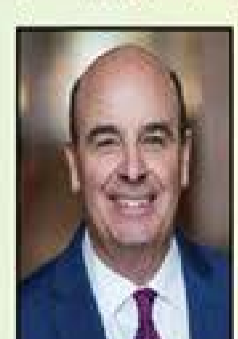

Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior result does not guarantee future outcome of any cases. Moin Choudhury is admitted in Michigan State only and also admitted in the Supreme Court of the United States.
Michael Taub is admitted in New York State Only and also admitted in the NY Federal District Courts.

আফসোস ও প্রত্যাশা!

> পাকিস্তানে কোন কম্যুনিষ্ট নেই, নেই বাম আন্দোলন। চীনে কোন ইসলামিষ্ট নেই, নেই কোন ইসলামিক জঙ্গী তৎপরতা। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, 'মাইরের ওপর ওষুধ নেই'। বাংলাদেশে সামাজিক সম্প্রীতি বলতে কিছু নেই, আছে শুধু বৈষম্য আর বৈষম্য। চরম ধর্মীয় বিভেদ থাকা সত্বেও এগুলো কোন ইস্যাই নয়? কারণ হচ্ছে, দেশটা কট্টর সাম্প্রদায়িক, সমাজটা সাম্প্রদায়িক বিববাষ্পে ভরপুর। অন্যদিকে ভারতে আপনি কম্যুনিষ্ট পাবেন, বাম আন্দোলন পাবেন; ইসলামিষ্ট পাবেন, পাকিস্তানপন্থী সন্ত্রাসী পাবেন, ভারত ভাঙ্গার কথাবার্তা শুনবেন। সামাজিক মৈত্রীআছে- বৈষম্যও আছে; সাম্প্রদায়িকতা আছে- ব্যাপক অসাম্প্রদায়িকতা গোষ্ঠী ও চেতনা আছে!! একদল মুসলমানের বিপক্ষে আছে, বিশাল একটি জনগোষ্ঠী মুসলমানের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলে। অথচ ভারত ভালো না। বাঁশ দিলেও পাকিস্তান ভাল, চীন ভালো

সিতাংশু গুহ

কুরবানী ২০২৬, বাংলাদেশ। ঢাকার বড়বড় মিডিয়া জানাচ্ছে এবার কমবেশি ১কোটি পশু কোরবানী হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি ১৭জনের জন্যে ১টি পশু। এবার ঈদুল-আদহা'র মাহাত্ম্য হচ্ছে ট্রাম্পের নামে একটি মহিষ কোরবানী হবার কথা ছিলো। শেষপর্যন্ত সেটি হয়নি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহিষটি কিনে নিয়ে চিড়িয়াখানায় দিয়েছেন, জানা যায়, এর নুতন নাম হয়েছে 'সাদা মহিষ'। গুজব রয়েছে, মার্কিন দূতাবাসের ইচ্ছায় ট্রাম্প নামের মহিষটি বেঁচে গেছে। এনিয়ে আমেরিকায় বড়বড় মিডিয়ায় নিউজ হয়েছে। ঘটনা কি এখানেই শেষ হলো নাকি এর জের আরো টানতে হবে, কেউ জানেনা। এর কি আদৌ কোন প্রয়োজন ছিলো? আমেরিকা এটিকে 'জোকস' হিসাবে নিলে ভালো! শুধু ট্রাম্প কেন মোদী, নেতনাহু, পুটিন এবং এমনকি শুভেন্দু অধিকারীর নামেও গরু মার্কেটে এসেছে। মহিষ ট্রাম্প এসে পড়ায় বাকিদের নিয়ে তেমন হৈচৈ হয়নি। রাজনৈতিক বিবেচনায় শুভেন্দু'র উন্নতি হয়েছে, একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েও তিনি বিশ্বের বড়বড় নেতাদের সাথে নিজের নাম যুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। কারণ সবাই জানে, বলেনা। চীনের শী জিং পিন-র নামে কোন গরুর নাম দেখা যায়নি। কারণ চীন হচ্ছে আমেরিকা ও ভারতের শত্রু, সুতারং বাংলাদেশের বন্ধু? মমতা কি বাংলায় মোঘল সম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন?

বলা হয়, মমতার গুণ্ডাবাহিনীর ৯০% ছিলো মুসলমান, মমতা এদের তোয়াজ করতো। মুর্শিদাবাদের হুমায়ুন কবির, সন্দেশখালীর শাহজাহান শেখ, ফলতার জাহাঙ্গীর ও জলঙ্গীর বাবর -এরাই সবাই ছিলেন মমতা ব্যানার্জীর গুন্ডা। হুমায়ুন কবির অবশ্য নির্বাচনের ঠিক আগখান দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে সরে পড়েছেন, বা তাকে বহিস্কার করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি ও বিজেপি'র বিজয়ের পরে ঐসব গুন্ডাদের পতন হয়েছে। এ যেন মোঘল সাম্রাজ্যের পতন! মমতা কি বাংলায় মোঘল সাম্রাজ্য কায়েম করেছিলেন?

'কালে কালে আরো কত কি দেখিব'

> শেখ হাসিনা'র আগমন দেখলাম। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দেখলাম। এরশাদের পতন দেখলাম। খালেদা জিয়ার উত্থান দেখলাম। পতন দেখলাম। তত্বাবধায়ক সরকার দেখলাম, এর বিলুপ্তি দেখলাম। নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস দেখলাম। বিচার বিভাগ, মিডিয়া, শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস দেখলাম। শেখ হাসিনা'র শাসন দেখলাম, ক্ষমতাচ্যুতি দেখলাম। জুলাই ষড়যন্ত্র ও মব ভায়োলেন্স দেখলাম। জামাতের গর্তে থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসা দেখলাম। বিশ্ব-বাটপার ইউনূসের দেশ-বিক্রী দেখলাম। এখন দেখছি তারেক জিয়ার উত্থান। এক জীবনে আর কি চাই? আপাততঃ দু'টি জিনিষ দেখার অপেক্ষা (১) জুলাই জঙ্গীদের শেষ পরিণতি (২) শেখ হাসিনা'র পুনঃ-প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশে জন্ম নিয়ে এ জীবনে কত কিছু দেখলাম। পাকিস্তান ভাঙ্গা দেখলাম। স্বাধীন বাংলাদেশ দেখলাম। বঙ্গবন্ধুকে দেখলাম, তাঁর দেশে ফিরে আসা দেখলাম, তার শাসনামল দেখলাম, তাঁর মৃত্যু দেখলাম। চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে মেজর জিয়ার নির্মম হত্যাকান্ড দেখলাম। সাত্তারকে দেখলাম, বিনা রক্তপাতে এরশাদের ক্ষমতা গ্রহণ দেখলাম। নূর হোসেনের 'স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক' লেখার কারণে পুলিশের গুলীতে হত্যা দেখলাম। শেখ হাসিনা'র আগমন দেখলাম। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন দেখলাম। এরশাদের পতন দেখলাম। খালেদা জিয়ার উত্থান দেখলাম। পতন দেখলাম।

এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

শৈশবের বর্ষা

মাসুদ রানা

আষাঢ় মাস এলেই গ্রামের আকাশ যেন বদলে যেত। সকাল থেকে কালো মেঘ জমে থাকত, দূরে কোথাও বজ্রের গর্জন শোনা যেত। একটু পরেই শুরু হতো ঝুম বৃষ্টি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত শুধু বৃষ্টি আর বৃষ্টি। টিনের চালের উপর বৃষ্টির টুপটাপ শব্দ শুনতে শুনতে মনে হতো প্রকৃতি যেন নিজেই গান গাইছে। চারপাশে পানি জমে যেত, পুকুর-ঘাট উপচে পড়ত, ধানের মাঠ তলিয়ে যেত, নদী-নালা ভরে উঠত। পুরো গ্রাম যেন পানির রাজ্যে পরিণত হতো। বর্ষা এলেই আমাদের শৈশব ফিরে আসত নতুন রূপে।

ছোটবেলায় বর্ষা ছিল আনন্দের আরেক নাম। তখন মোবাইল ছিল না, ইন্টারনেট ছিল না, কিন্তু আনন্দের কোনো অভাবও ছিল না। বর্ষা নামলেই গ্রামের সব বন্ধু একসাথে হয়ে যেতাম। গ্রামের কাঁচা রাস্তায় হাঁটু পানি উঠত। সেই পানিতে হপহপ করে হাঁটতাম, দৌড়াতাম, হাসতাম। কারো শরীরে কাদা লাগলে সবাই মিলে আরও কাদা ছুড়ে দিতাম। মা দূর থেকে চিৎকার করে বলতেন, "এই, আর কত ভিজবি?" কিন্তু সেই ডাক কে শুনত! বৃষ্টির পানির সাথে খেলাই ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় সুখ।

বর্ষা এলেই গ্রামের চারপাশে মাছের সমারোহ দেখা যেত। ছোট ছোট খাল, ডোবা, ধানের জমি-সব জায়গায় দেশি মাছ ভেসে উঠত। টেংরা, কৈ, শিং, মাগুর, পুঁটি, খলসে-কত রকম মাছ! আমরা সবাই মাছ ধরার জন্য ব্যস্ত হয়ে যেতাম। কেউ বরশি নিয়ে বসত, কেউ জাল নিয়ে নামত পানিতে, আবার কেউ খ্যাপলা জাল নিয়ে ছোটাছুটি করত। সন্ধ্যা নামলেই গাড়িটার বা হ্যাজাক লাইট জ্বালিয়ে মাছ ধরতে বের হতাম। পানির উপর আলো পড়লে মাছগুলো চকচক করত। সেই দৃশ্য আজও চোখে ভাসে।

রাতের মাছ ধরার আনন্দ ছিল একেবারে আলাদা। কাদা মাখা পথ পেরিয়ে, হাঁটু পানি ভেঙে আমরা দূরের মাঠে চলে যেতাম। কোথাও কোথাও কোমর পানি থাকত। তবুও ভয় লাগত না। হাতে হ্যাজাক লাইট, কারো হাতে জাল, কারো হাতে বালতি। সবাই মিলে যেন এক উৎসব। একটা বড় মাছ ধরা পড়লেই সবাই চিৎকার করে উঠতাম আনন্দে। বাড়ি ফিরে মাছ দেখিয়ে গর্ব করতাম। মা হয়তো বকতেন, "এত রাতে পানিতে থাকিস কেন?" কিন্তু সেই বকুনির মাঝেও ছিল ভালোবাসা।

বর্ষা মানেই ছিল গোসলের উৎসব। সকাল, দুপুর, বিকাল-কতবার যে গোসল করতাম তার হিসাব নেই। পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে পড়া, গাছের ডাল থেকে পানিতে লাফ দেওয়া, একে অপরকে পানিতে ডুবিয়ে হাসাহাসি করা-এসব ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। বড় বড় পুকুরের পাশে গাছ ছিল আমাদের খেলার জায়গা। কে কত উঁচু থেকে লাফ দিতে পারে, সেটা নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। তয়ে মায়েরা অনেক সময় পুকুরপাড়ে এসে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু আমাদের দুষ্টুমি থামত না।

বর্ষার সময় ফুটবল খেলাও ছিল অন্যরকম মজা। গ্রামের কোনো খালি মাঠে একটু পানি জমলেই আমরা ফুটবল নিয়ে নেমে যেতাম। কাদা মাখা মাঠে পড়ে যাওয়া, পিছলে যাওয়া, আবার উঠে দৌড়ানো-এসব যেন আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দিত। খেলা শেষে সবাইকে দেখে মনে হতো কাদার মানুষ। কিন্তু সেই হাসিগুলো ছিল একদম নির্মল।

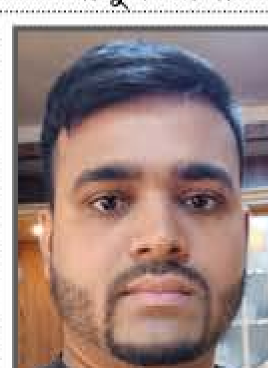

আমাদের গ্রামের ছেলেদের আরেকটি বড় আনন্দ ছিল কলাগাছের ভেলা বানানো। বর্ষার পানিতে কলাগাছ কেটে দড়ি দিয়ে বেঁধে ছোট্ট ভেলা বানাতাম। তারপর সেই ভেলায় চড়ে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়াতাম। কারো ভেলা উল্টে গেলে সবাই হেসে গড়াগড়ি খেতাম। কখনো ছোট টিনের নৌকা বানিয়ে পানিতে ভাসাতাম। ছোট ছোট সেই নৌকাগুলো বৃষ্টির পানিতে ভেসে যেত দূরে। মনে হতো যেন আমাদের স্বপ্নগুলোও সেই নৌকার সাথে ভেসে চলেছে।

বর্ষা এলেই শাপলা তোলার ধুম পড়ে যেত। বিলের মধ্যে সাদা আর লাল শাপলা ফুটে থাকত। আমরা দল বেঁধে পানিতে নেমে শাপলা তুলতাম। কেউ মাথায় শাপলার মালা পরত, কেউ হাতে নিয়ে খেলত। গ্রামের মেয়েরাও শাপলা নিয়ে কত খেলাধুলা করত। শাপলার সেই সৌন্দর্য আজও মনে দাগ কেটে আছে।

বর্ষা শুধু আনন্দই নিয়ে আসত না, গ্রামের মানুষের জীবিকার সাথেও জড়িয়ে ছিল। একদল মানুষ শামুক কুড়াতে ব্যস্ত থাকত। বড় বড় বস্তায় শামুক ভরে বিক্রি করত। কেউ পাট ধোয়ার কাজে নামত। কৃষকরা সারাদিন পানিতে দাঁড়িয়ে পাট ধুতেন। তাদের কষ্টের মাঝেও ছিল এক ধরনের শান্তি। কারণ এই বর্ষাই তাদের জীবনের আশা।

বর্ষার দিনে গ্রামের দৃশ্য ছিল অপূর্ব। দূরে সবুজ ধানের ক্ষেত, তার উপর ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, মাঝেমধ্যে কুয়াশার মতো সাদা পর্দা। নদীর পানি ফুলে উঠত। নৌকায় করে মানুষ এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে যেত। নৌকার বৈঠার শব্দ শুনলে মনটা কেমন শান্ত হয়ে যেত। সন্ধ্যা হলে দূরে কোথাও হ্যাজাক লাইটের আলো জ্বলত। সেই আলো দেখে মনে হতো পুরো গ্রাম যেন এক রহস্যময় সৌন্দর্যে ভরে গেছে।

তখনকার দিনে জীবন ছিল সহজ, কিন্তু আনন্দ ছিল গভীর। এখনকার মতো এত ব্যস্ততা ছিল না। সবাই একসাথে সময় কাটাত। বর্ষা এলেই বন্ধুরা একত্র হতো। কেউ ডাকলেই সবাই ছুটে আসত। আজ সেই বন্ধুরা অনেকেই দূরে চলে গেছে। কেউ শহরে, কেউ প্রবাসে। কিন্তু বর্ষা এলেই তাদের কথা খুব মনে পড়ে। মনে হয়, "বন্ধুরা তোমরা কই?"

এখনও যখন বৃষ্টি নামে, টিনের

এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়

> বর্ষা আমাদের শুধু ভিজিয়ে দিত না, আমাদের মনকেও ভরে দিত ভালোবাসা আর সুখে। আজ আমরা বড় হয়ে গেছি। জীবনের ব্যস্ততা আমাদের ঘিরে রেখেছে। তবুও আষাঢ়ের মেঘ দেখলেই মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। মনে হয় আবার যদি সেই ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারতাম! আবার যদি বন্ধুদের সাথে কাদা মাখা মাঠে ফুটবল খেলতে পারতাম, আবার যদি রাতভর মাছ ধরতে যেতে পারতাম, আবার যদি কলাগাছের ভেলায় চড়ে গ্রামের পানিতে ঘুরে বেড়াতে পারতাম! বর্ষা আজও আসে, বৃষ্টি আজও নামে, নদী আজও ভরে যায়। কিন্তু সেই শৈশব আর ফিরে আসে না। শুধু স্মৃতিগুলো মনের ভেতর বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। সেই স্মৃতিগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, মনে করিয়ে দেয়-একটা সময় ছিল, যখন ছোট ছোট আনন্দেই জীবন ভরে উঠত

দেশে যাওয়ার পথে কম খরচে ওমরাহ করে যেতে পারেন
স্পেশাল ওমরাহ প্যাকেজ $১৫৫০
• ওমরাহ প্যাকেজ
• ওমরাহ ভিসা
• মোয়াল্লেম
• হোটেল ও ট্রান্সপোর্ট
বিশ্বের সকল দেশের ভিসা প্রসেসিং করা হয়
সবচেয়ে কমদামের গ্যারান্টি আমরাই দিচ্ছি
৭৪৯
JFK-Dhaka-JFK Return
আমরা IATA অনুমোদিত
আমরা ARC অনুমোদিত
DELTA AIR LINES
Biman BANGLADESH AIRLINES
AmericanAirlines
ETIHAD AIRWAYS
QATAR AIRWAYS
Emirates
KUWAIT AIRWAYS
Mohammad B Hossain (Belal)
President & CEO
বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ার লাইন্সের স্টক হোল্ডার
বাংলাদেশ থেকে আসার টিকেট সবচেয়ে কম দামে আমাদের কাছেই পাবেন।
আবু তাহের খান ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কাঞ্চন ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জামান রঞ্জু ট্রাভেল কনসালটেন্ট
কে.এম. শহিদ ট্রাভেল কনসালটেন্ট
মাহির ট্রাভেল কনসালটেন্ট
জাহাঙ্গীর ট্রাভেল কনসালটেন্ট
নিলয় ট্রাভেল কনসালটেন্ট
NEW YORK OFFICE
73-05 37th Road, Jackson Heights NY 11372
ATLANTA OFFICE
4229 1st Ave, Suite B, Tucker, GA 30084 Tel: 404-704-7753
DHAKA OFFICE
Floor #03, House #09 Road # 17, Block-E, Banani, Dhaka-1213 +88 01711256872
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

ভূরাজনীতির চক্করে বাংলাদেশ

এম এ আজিজ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র দৃশ্যত গণতান্ত্রিক বিশ্বকে পৃষ্ঠপোষকতা দিত বলে ধারণা করা হয় এবং রাশিয়া ও চীন সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের পক্ষে অবস্থান নিত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন ১৯১৭ সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জড়ান, তখন তিনি কংগ্রেসে দেওয়া ভাষণে বলেছিলেন, 'পৃথিবীকে গণতন্ত্রের জন্য নিরাপদ করে তুলতে হবে।' তার এ আদর্শ অনুযায়ী, স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে বিশ্বের ছোট-বড় সব জাতিকে নিজেদের সরকার ব্যবস্থা বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তবে বাস্তব ক্ষেত্রে, আদর্শগতভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলার পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র সবসময় তাদের নিজেদের ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির এ দ্বিচারিতা ও ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হচ্ছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের হাত ধরে বিশ্বে গণতন্ত্র প্রসারের নীতি শুরু হয়। কিন্তু বাস্তবে কৌশলগত প্রয়োজনে যুক্তরাষ্ট্র অনেক অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরশাসককেও সমর্থন জুগিয়েছে। স্নায়ুযুদ্ধের পুরো সময়জুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তার রোধ করা। এ উদ্দেশ্যে তারা লাতিন আমেরিকা, এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের অনেক একনায়কতান্ত্রিক ও সামরিক সরকারকে সমর্থন দিয়েছে।

১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে কংগ্রেসের চাপে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে মানবাধিকার ও গণতন্ত্রকে কিছুটা বেশি গুরুত্ব দেওয়া শুরু হয়। স্টেট ডিপার্টমেন্টের আনুষ্ঠানিক নীতিতে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার সুরক্ষাকে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বলা হলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে তারা বিশ্বের অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কূটনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তাকেই বেশি প্রাধান্য দিত।

যুক্তরাষ্ট্রসহ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য। প্রায়ই আন্তর্জাতিক যুদ্ধ, সংঘাত বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনায় কোনো স্থায়ী সদস্য নিজের বা মিত্র দেশের স্বার্থ রক্ষায় ভেটো (veto) প্রয়োগ করে থাকে। এর ফলে সংকট নিরসনে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সংকট বা যুদ্ধাবস্থায় নিরাপত্তা পরিষদ কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নিতে পারে না। এ জন্যই এ পাঁচটি রাষ্ট্র পরাশক্তি হিসেবে পরিচিত। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচি নির্ধারণের পদ্ধতিগত বা প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে স্থায়ী সদস্যরা ভেটো দিতে পারে না। যাই হোক, সেই রাষ্ট্রকে পরাশক্তি বলা হয়, যে রাষ্ট্র অত্যন্ত শক্তিশালী ও প্রভাবশালী, যা তার অসামান্য সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক আধিপত্য এবং রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে বা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে একচ্ছত্র বা নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।

বিশ্বের সার্বভৌম ১৯৫টি দেশের মধ্যে প্রায় ১৬০টির বেশি দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

যুক্তরাষ্ট্র অন্তত ১৬০টি দেশ, যার মধ্যে বাংলাদেশও আছে, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়ার পরিবর্তে দেশটি তার বলয়ে টানতে বেশি আগ্রহী। এর কারণ, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বড় ধরনের বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রবাসী আয়সহ অনেক ধরনের সম্পর্কের পাশাপাশি 'নিরাপত্তা সহযোগিতা' আছে, যা মার্কিন জাতীয় স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ মিত্র রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের নানা ধরনের সম্পর্ক রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে ঘিরে ভূরাজনীতি। প্রধানত এ জন্যই যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে বাংলাদেশকে চাপে রেখে চীনের বলয়ের বাইরে রাখতে চায়। এটাই বাংলাদেশের ওপর চীনের অর্থনৈতিক এবং সামরিক প্রভাব ঠেকানোর যুক্তরাষ্ট্রের মূল কৌশল। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি (কৌশল) হলো এ অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য প্রতিহত করা। অন্যদিকে, চীনও যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপোড়েনের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশকে পাশে পেতে চায়।

২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্র্যাটেজি ঘোষণা করে, সেখানে দেখানো হয়েছে, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূমি বিশ্বের ২৫ শতাংশ ও সমুদ্র ৬৫ শতাংশ। এ অঞ্চলের দেশগুলোর জনসংখ্যা বিশ্বের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি, যার ৫৮ শতাংশই তরুণ। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৈশ্বিক অর্থনীতির দুই-তৃতীয়াংশ, জিডিপি ৬০ শতাংশ ও ভোক্তা ৬০ শতাংশ। এই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীন, ভারত, পাকিস্তান, জাপান, কোরিয়াসহ এক ডজনের বেশি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ আছে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, সব মিলিয়ে এ অঞ্চল হয়ে উঠছে বৈশ্বিক রাজনীতির ভরকেন্দ্র এবং আগ্রহের কারণ।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চতুর্থ চুক্তি: এদিকে চুক্তির হিড়িক দেখা যেতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চুক্তি হচ্ছে, মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও সামরিক বিমানগুলো বাংলাদেশের বন্দর ও বিমানঘাঁটি ব্যবহার করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা চুক্তি (যেমন: আকসা-ACSA) চূড়ান্ত হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তির মধ্যে থাকা তিনটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে এরপর ২৪ পৃষ্ঠায়

> আমেরিকার বন্ধু দেশের সংগঠন ইউরোপীয় ইউনিয়নও নাকচ করেছে। বাংলাদেশ ছয় মাসের মধ্যে পর্যালোচনা করতে পারত, কিন্তু বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলই চুক্তির বিষয়ে নীরব। জামায়াতে আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তিকে 'বাস্তবতার আলোকে' দেখতে বলেছেন। আসলে সত্যটা কী, তা পাঠকের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গত ৩০ এপ্রিল কালবেলায় 'মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির ফাঁদে বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রকাশ হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে অন্তর্বর্তী ইউনূস সরকার আমেরিকার সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে চুক্তি করে বাংলাদেশকে চুক্তি করার ফাঁদে ফেলেছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভবিষ্যতে চুক্তির হিড়িক দেখা যেতে পারে

ট্রাম্প শুরু করেন, শেষ করতে পারেন না...

মালিহা লোধি

> আগের মতো মাঝপথে সরে যাওয়া এবার ট্রাম্পের পক্ষে সহজ হবে না। কারণ, এখানে সমাধান বলতে শুধু অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি নয়, স্থায়ী চুক্তি প্রয়োজন। এই ধারাবাহিক অসমাপ্ত উদ্যোগের ফল মারাত্মক। আন্তর্জাতিক স্তরে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মিত্রদেশগুলোর মনে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে- যুক্তরাষ্ট্র কি আদৌ নির্ভরযোগ্য? অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো আরও কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। তারা অপেক্ষা করতে শিখছে। তারা জানে, সময় গেলে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই অন্যদিকে মন দেবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ছে। যখন কোনো দেশ শুরু করা কাজ শেষ করতে পারে না, তখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। আর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো মানে শক্তি হারানো। ট্রাম্পের অসমাপ্ত উদ্যোগগুলোই সেই সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অস্থির ও মতিচ্ছন্ন ব্যক্তিত্ব নিয়ে শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয়, সারা বিশ্বেই বিস্তর আলোচনা হয়েছে। তাঁর স্বভাব, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ধরন, শাসনপদ্ধতি-সবই বহুবার বিশ্লেষণের বিষয় হয়েছে। কিন্তু একটি দিক তুলনামূলকভাবে কম আলোচনায় এসেছে অথচ পররাষ্ট্রনীতি বোঝার জন্য সেটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তা হলো তিনি কাজ শুরু করেন, কিন্তু শেষটা ঠিকমতো করতে পারেন না।

বারবার দেখা গেছে, ট্রাম্প হুট করে কোনো উদ্যোগ নেন, বড় কোনো ঘোষণা দিয়ে বসেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাস্তব রূপ পায় না। মাঝপথে তিনি দিশা বদলে ফেলেন। এর কারণ হতে পারে তাঁর অল্প মনোযোগের স্বভাব, ধারাবাহিকতার অভাব বা ধৈর্যের ঘাটতি। ফলে বহু উদ্যোগই অর্ধেক পথে থেমে যায়।

অনেক সময় ট্রাম্প এমন লক্ষ্য স্থির করেন, যা বাস্তবে অর্জন করা কঠিন। পরে যখন বুঝতে পারেন তা সম্ভব নয়, তখনই অন্যদিকে মন ঘুরিয়ে দেন। সমস্যার সমাধান করার বদলে তখন বিষয়টিকে ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দেন। এক নীতি থেকে আরেক নীতিতে হঠাৎ সরে গিয়ে তিনি অনেক বিষয়ই ঝুলিয়ে রাখেন।

এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরণ গাজা নিয়ে তাঁর শান্তি পরিকল্পনা। সাত মাস আগে তিনি বড় আড়ম্বরে এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু নিজের ঘোষিত কুড়ি দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বদলে তিনি হঠাৎ ইসরায়েলের সঙ্গে মিলে ইরানের বিরুদ্ধে আক্রমণে জড়িয়ে পড়েন। ফলে গাজা পরিকল্পনা কার্যত অনিশ্চয়তায় পড়ে যায়।

হ্যাঁ, যুদ্ধবিরতি হয়েছে বটে, কিন্তু তা বারবার ভেঙে পড়েছে ইসরায়েলি হামলায়। ২০২৫ সালের অক্টোবর থেকে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতির পরও সাত শতাধিক ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। গাজার অর্ধেকের বেশি এলাকা এখন ইসরায়েলের দখলে। এমনকি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু গাজার ৭০ শতাংশ এলাকা দখল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। যখন কোনো দেশ শুরু করা কাজ শেষ করতে পারে না, তখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। আর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো মানে শক্তি হারানো। ট্রাম্পের অসমাপ্ত উদ্যোগগুলোই সেই সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে।

ট্রাম্পের পরিকল্পনায় ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহারের কথা থ াকলেও তা কখনো শুরুই হয়নি। বহু পর্যায়ের যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল, তা প্রথম ধাপের গণ্ডিই পেরোয়নি। আন্তর্জাতিক স্থিতিশীলতা বাহিনী গঠনের কথা থাকলেও তা গড়ে ওঠেনি, মোতায়েন তো দূরের কথা। ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে গঠিত তথাকথিত 'বোর্ড অব পিস' নিয়েও এখন আর বিশেষ কিছু শোনা যায় না।

ট্রাম্প একে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা বলে বর্ণনা করেছিলেন। গাজা পুনর্গঠনের দায়িত্ব তাঁর ওপর ছিল, কিন্তু সেই কাজও শুরু হয়নি; বরং নানা আইনি ও রাজনৈতিক জটিলতায় সংস্থাটি জড়িয়ে পড়েছে-এমন খবরই পাওয়া যাচ্ছে। তহবিলেও অর্থের অভাব। 'নিউ গাজা' গড়ে তোলার যে স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল (যেখানে এই অঞ্চলকে মধ্যপ্রাচ্যের রিভিয়েরা বানানো হবে বলে বলা হয়েছিল), তা এখন সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। এরই মধ্যে গাজার মানুষ ভয়াবহ মানবিক সংকটের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

ট্রাম্পের আর একটি অসমাপ্ত উদ্যোগ হলো ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর চেষ্টা। এ যুদ্ধ এখন চতুর্থ বছরে পড়েছে। যদিও মধ্যপ্রাচ্যের সংকটের আড়ালে তা অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। ট্রাম্প একসময় বলেছিলেন, তিনি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এ যুদ্ধ শেষ করে দিতে পারবেন। প্রথমে তিনি ইউক্রেনকে এমন একটি প্রস্তাব মানতে চাপ দেন, যা রাশিয়ার পক্ষে যায়। তিনি বলেন, ইউক্রেনের হাতে কোনো তাস নেই। কিন্তু কিয়েভ তা মানতে অস্বীকার করলে ২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউক্রেনের মধ্যে কুড়ি দফার একটি শান্তি পরিকল্পনা হয়।

কিন্তু এর পর থেকে ট্রাম্প বারবার ইউক্রেনের নেতৃত্বকে অপমান করেছেন, সামরিক সহায়তা স্থগিত রেখেছেন, নিজের অবস্থান বদলেছেন। যদিও তিনি কিয়েভের সঙ্গে খনিজ সম্পদ নিয়ে চুক্তি করেন। তবু রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার হুমকি দিয়ে তা কার্যকর করেননি। ট্রাম্প কখনো আলোচনা শুরু করেছেন, কখনো থামিয়ে দিয়েছেন। আবার কখনো ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের মাধ্যমে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে সমঝোতার চেষ্টা করেছেন।

২০২৫ সালের আগস্টে আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে তাঁর বৈঠক ঘিরে অনেক আশা তৈরি হয়েছিল। মনে করা হয়েছিল, অন্তত যুদ্ধবিরতি হতে পারে। ট্রাম্প নিজেই সেই প্রত্যাশা বাড়িয়েছিলেন, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। পরে তিনি বলেন, যুদ্ধবিরতি নয়, সরাসরি স্থায়ী শান্তিচুক্তিই বেশি কার্যকর। কিন্তু সেই আলোচনাও এগোয়নি। ফেব্রুয়ারিতে আলোচনা থমকে যায়।

ইউক্রেনের মতে, ট্রাম্প প্রশাসন পুতিনের ওপর চাপ তৈরি করতে আগ্রহী নয়। পরে চীন সফরে যাওয়ার আগে ট্রাম্প আবার বলেন, সমাধান খুব কাছাকাছি। কিন্তু রাশিয়া জানিয়ে দেয়, তেমন কোনো পরিষ্কার পরিকল্পনা নেই। গত মাসে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও স্বীকার করেন, শান্তিপ্রক্রিয়া স্থবির হয়ে গেছে এবং এরপর ২৭ পৃষ্ঠায়

ZILLUR TAX ACCOUNTING & INSURANCE SERVICES
• Tax Filing & Payroll
• IRS Audit Assistance
• Insurance &
• Real Estate Services
Zillur Rahim
EA, CAA, MBA
IRS Enrolled Agent
• OUR SERVICES
Personal Tax Filing
Business Tax Filing
New Business Setup
Home & Business Insurance
Immigration Services
ITIN Number Application
Notary Services
zillurincometaxnyc@gmail.com
www.zillurtaxandinsurance.com
Cell: 646-322-3254
Office: 718-374-3110
88-11 169 Street, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432

IMMIGRATION
ইমিগ্রেশন
TRANSLATION
TAX FILING
Dilli R. Bhatta
Attorney at Law
Shamim Shahed
Certified Paralegal
Legal Investigator
• ইমিগ্রেশন • অ্যাসাইলাম
• অ্যাক্সিডেন্ট • পারসোনাল ইনজুরি
• ডিভোর্স (আনকনটেস্টেড)
631-805-1051
Primavera 37-07 74th Street, Suite #3
Jackson Heights, NY 11372
We Work with
BHATTA LAW & ASSOCIATES

www.careeracademyny.com
CAREER ACADEMY OF NEW YORK
BECOME A CERTIFIED
HOME HEALTH AIDE
TODAY!
HHA, PCA & PCA TO HHA CERTIFICATION COURSE
347-425-3878
CALL NOW
A CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
347-425-3878 careeracademyofny@gmail.com
975 Liberty Avenue, Brooklyn, New York-11208

লোকসংগীত সম্রাট আব্দুল আলিম স্মরণে বিশেষ অনুষ্ঠান সম্পন্ন

আজকাল রিপোর্ট : বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে বাংলার লোকসংগীত সম্রাট আব্দুল আলিমের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে এক আলোচনা সভা এবং শিল্পীর গাওয়া বিখ্যাত গান পরিবেশনের মাধ্যমে উদযাপিত হয়েছে এক স্মরণীয় অনুষ্ঠান। গত ৩১ মে রবিবার জ্যামাইকার ষ্টার কাবাব পার্টি হলে উক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজোক ছিলেন প্রবাসে এই প্রথম এই গুণী শিল্পীর স্মরণে প্রতিষ্ঠিত আব্দুল আলিম স্মৃতি পরিষদ -যুক্তরাষ্ট্র। সংগঠনের কর্মকর্তাদের দাবী মরহুম আব্দুল আলীম বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর গান ও জীবন কর্ম প্রবাসীসহ বাংলাদেশী-আমেরিকান নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 'আব্দুল আলীম স্মৃতি পরিষদ যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা হয়েছে। আর এই পরিষদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হলেন সকলের পরিচিত প্রবাসের একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব বেলাল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক জোহরা আলীম। সভাপতি বেলাল তার নিজস্ব আগ্রহে এই গুণী শিল্পীর শিল্পকর্মকে স্মরণীয় করে সমাজে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষে এই উদ্যোগ নিয়েছেন। ৩১ মে ছিল তার প্রথম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আব্দুল আলিমের কনিষ্ঠ কন্যা জোহরা আলিম এবং জনপ্রিয় শিল্পী দিলরুবা খানের কন্যা শিমুল খান। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রধান শাহ নেওয়াজ ,বিশেষ অতিথি ছিলেনগোল্ডেন এজ হোম কেয়ারের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সঙ্গীত শিল্পী রানো আমেনা নেওয়াজ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আকবর হায়দার কিরণ, নাসির খান পল, মনোয়ারুল ইসলাম ও সংগীত শিল্পী বিপ্লব প্রমুখ। সঞ্চালনায় ছিলেন আহসান হাবিব, তিনি মরমী শিল্পী আব্দুল আলিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তার সংগীত জীবনের হাতে খড়ি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন বাংলা প্রথম চলচিত্র মুখ ও মুখোশ ছবিতে প্রথম প্লে -ব্যাক সিঙ্গার হিসাবে কণ্ঠ দেন, তার পর থেকে এই শিল্পীকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সভাপতি বেলাল বলেন দীর্ঘ দিন থেকেই তিনি এই গুণী শিল্পীকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার চিন্তা ভাবনা করছিলেন, অবশেষে তিনি আব্দুল আলিম স্মৃতি পরিষদ নামে এই সংগঠনটি করতে সক্ষম হয়েছেন। এ ব্যাপারে যারা তাকে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে তিনি ধন্যবাদ জানান। প্রধান অতিথি শাহ নেওয়াজ বেলাল এর এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান, তিনি বলেন শিল্পী আব্দুল আলিমের প্রতি বেলালের এই ভালোবাসা তার উন্নত মন-মানসিকতার বহিঃ প্রকাশ। আমি এই সংগঠনের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি। অন্যান্য অতিথিবৃন্দ সকলেই বেলালের ভূয়সী প্রশংসা করেন। জোহরা আলিম শুরুতে তার পিতার গাওয়া বিখ্যাত গান " মাঝি বাইয়া যাওরে " গানটি পরিবেশন করেন, এর পর তিনি আব্দুল আলিমের গাওয়া অনেকগুলি জনপ্রিয় গান গেয়ে শুনান। শিল্পী শিমুল খান তার মায়ের জনপ্রিয় গান গুলি ছাড়াও আব্দুল আলিমের গাওয়া গান গেয়ে শুনান। শিল্পীদের গাওয়া প্রতিটি গানই উপস্থিত দর্শক-শ্রোতার হৃদয় ছুঁয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সবাই আগ্রহ সহকারে অনুষ্ঠান উপভোগ করেন।

আটলান্টিক সিটি মেয়র মার্টি স্মল সিনিয়রের অভিষেক গালা অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

এসব সংস্থা মূলত যুবসমাজ, প্রবীণ নাগরিক, বহুজাতিক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং শিল্পকলার সঙ্গে যুক্ত। বাংলাদেশ কমিউনিটিও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২২ সালে মেয়রের প্রথম বছরের অভিষেক গালায় ৬১১,০০০ ডলারেরও বেশি অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছিল, যা তরুণদের উন্নয়নমূলক উদ্যোগে ব্যয় করা হয়। এবারের আয়োজনে সেই সাফল্যকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রত্যয় করা হয়েছে, যা আরও বিস্তৃত পরিসরে মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সির সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা, সাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শাহরিয়ার আহমেদ, গিয়াসউদ্দীন পাঠান, মাহবুবুল হক মামুন, আটলান্টিক সিটি বিজনেস এসোসিয়েশন সভাপতি মাহবুবুর রহমান, আটলান্টিক সিটি স্কুল বোর্ডের সদস্য সুব্রত চৌধুরী, জাহিদ হোসেন, মাহমুদ শাহ, আব্দুর রহিম, সৈয়দ শহীদসহ কমিউনিটি এক্টিভিস্টরা উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক গ্লোবাল শর্ট ফিল্ম ফেস্ট ৮ আগস্ট

৩ পৃষ্ঠার পর

আমেরিকার বিভিন্ন দেশ থেকে চলচ্চিত্র জমা পড়েছে। এই বিপুল সাড়ায় মুগ্ধ আয়োজকরা। বিশেষ করে ফিল্মফ্রিওয়ে এই উৎসবকে 'বেস্ট সেলার' হিসেবে ঘোষণা দিয়েছে। উৎসব পরিচালক ও নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা শামীম আল আমিন জানান, আগামী ৮ আগস্ট শনিবার আয়োজনটি চলবে সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত, দুটি আলাদা ভেন্যুতে। উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, সেমিনার, ওয়ার্কশপ এবং চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত জ্যামাইকার কুইন্স লাইব্রেরী সেন্ট্রালের মিলনায়তনে। এরপর বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত দ্বিতীয় ভেন্যু জ্যামাইকা সেন্টার ফর আর্টস এন্ড লার্নিং (জেসিএএল) -এ অনুষ্ঠিত হবে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আলোচনা এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

আয়োজকরা জানান, এবারের উৎসবে মোট ১১টি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেয়া হবে। গত তিন বছরের মধ্যে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র ও ডকুমেন্টারি জমা দেওয়ার সুযোগ থাকছে। একইসঙ্গে শিক্ষার্থী ও নবীন নির্মাতাদের জন্য আলাদা বিভাগ রাখা হয়েছে। অংশগ্রহণকারীরা একাধিক ক্যাটাগরিতে চলচ্চিত্র জমা দিতে পারবেন।

আমেরিকার খ্যাতিমান চলচ্চিত্র নির্মাতা লিয়ার সেভিন এবারের উৎসবের জুরি বোর্ডের প্রধান হিসেবে থাকবেন। তার নেতৃত্বে বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব থাকবেন জুরি বোর্ডে।

শামীম আল আমিন জানান, এই চলচ্চিত্র উৎসবটি প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হবে। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে সমাজ সচেতনতার বার্তা ছড়িয়ে দেয়া, চলচ্চিত্রের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করা, নবীনদের সহায়তা, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে কাজ করতে গড়ে তোলা হয়েছে নিউইয়র্ক ফিল্ম ফাউন্ডেশন। চলচ্চিত্রের পাশাপাশি ফটোগ্রাফি নিয়েও কাজ করার পরিকল্পনা রয়েছে সংগঠনের। এরিমধ্যে চলচ্চিত্র ও ফটোগ্রাফি সংশ্লিষ্ট একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব যুক্ত হয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে।

এবারের উৎসবের আহবায়ক ও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ডা. প্রতাপ দাস। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অংশ নেয়া মানসম্মত চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে সবার মন জয় করবে এই উৎসব। তিনি বলেন, নিউইয়র্কের দর্শকদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক আয়োজন হতে যাচ্ছে। তিনি জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চলচ্চিত্র নির্মাতা ও অতিথি এতে অংশ নেবেন। তিনি সবাইকে উৎসবে অংশগ্রহণ ও উপভোগের আহ্বান জানান।

এখন পর্যন্ত এই উৎসবের পার্টনার হিসেবে থাকছে কুইন্স পাবলিক লাইব্রেরি, ফিল্মফ্রিওয়ে, অভিজ্ঞ সোসাইটি রেহিবিলিটেশন অর্গানাইজেশন (এএসএইচও), ওয়ান ওয়ান অর্গানাইজেশন। ক্রিয়েটিভ পার্টনার থাকছে দ্য সেন্স নিউইয়র্ক। এ ছাড়া স্পন্সর হিসেবে যুক্ত হয়েছে ট্রি মেক কার্মা এবং স্ট্যান্ডার্ড এক্সপ্রেস।

বাংলাদেশ বিজয়ের নায়ক ড. খলিলুর রহমান

১ পৃষ্ঠার পর

বিজয়- হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও নবনির্বাচিত ইউএনজিএ সভাপতি ড. খলিলুর রহমান। তিনি বলেছেন, এই বিজয় দেশের গণতান্ত্রিক অগ্রযাত্রা, কূটনৈতিক সক্ষমতা এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান গ্রহণযোগ্যতার প্রতিফলন।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচন শেষে দেশে ফিরে গতকাল বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ড. খলিলুর রহমান এসব কথা বলেন। এ সময় তিনি বলেন, এ বিজয় বাংলাদেশের বিজয়। এ বিজয় আমাদের অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক উত্তরণের বিজয়। এ বিজয় বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের বিজয়। প্রধানমন্ত্রী যদি দৃঢ়ভাবে, অবিচলভাবে এবং বিরতিহীনভাবে আমাদের সমর্থন না করতেন, তাহলে দীর্ঘ সময়ের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা এত দ্রুত সফলতায় পৌঁছানো সম্ভব হতো না।

এর আগে সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়োজিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির এবং পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ উপস্থিত ছিলেন।

ড. খলিলুর রহমান বলেন, এ সাফল্যের পেছনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিদেশে বাংলাদেশের মিশনসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল কূটনীতিকের সম্মিলিত প্রচেষ্টা রয়েছে। তিনি বলেন, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন দূতাবাসের কর্মকর্তারা নিরলসভাবে কাজ করেছেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টার ভূমিকাও ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা এ বিজয় বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য উৎসর্গ করছি। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বও তিনি অব্যাহত রাখবেন। এ প্রসঙ্গে তিনি স্মরণ করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট কূটনীতিক ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীকে, যিনি ১৯৮৬ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

ড. খলিল বলেন, ৪০ বছর আগে হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। আমি তখন তার ব্যক্তিগত সচিব ছিলাম। সেই সময়ও এটি সম্ভব হয়েছিল। এখন প্রযুক্তির অগ্রগতির কারণে দুই দায়িত্ব একসঙ্গে পালন করা আরও বাস্তবসম্মত ও স্বাভাবিক।

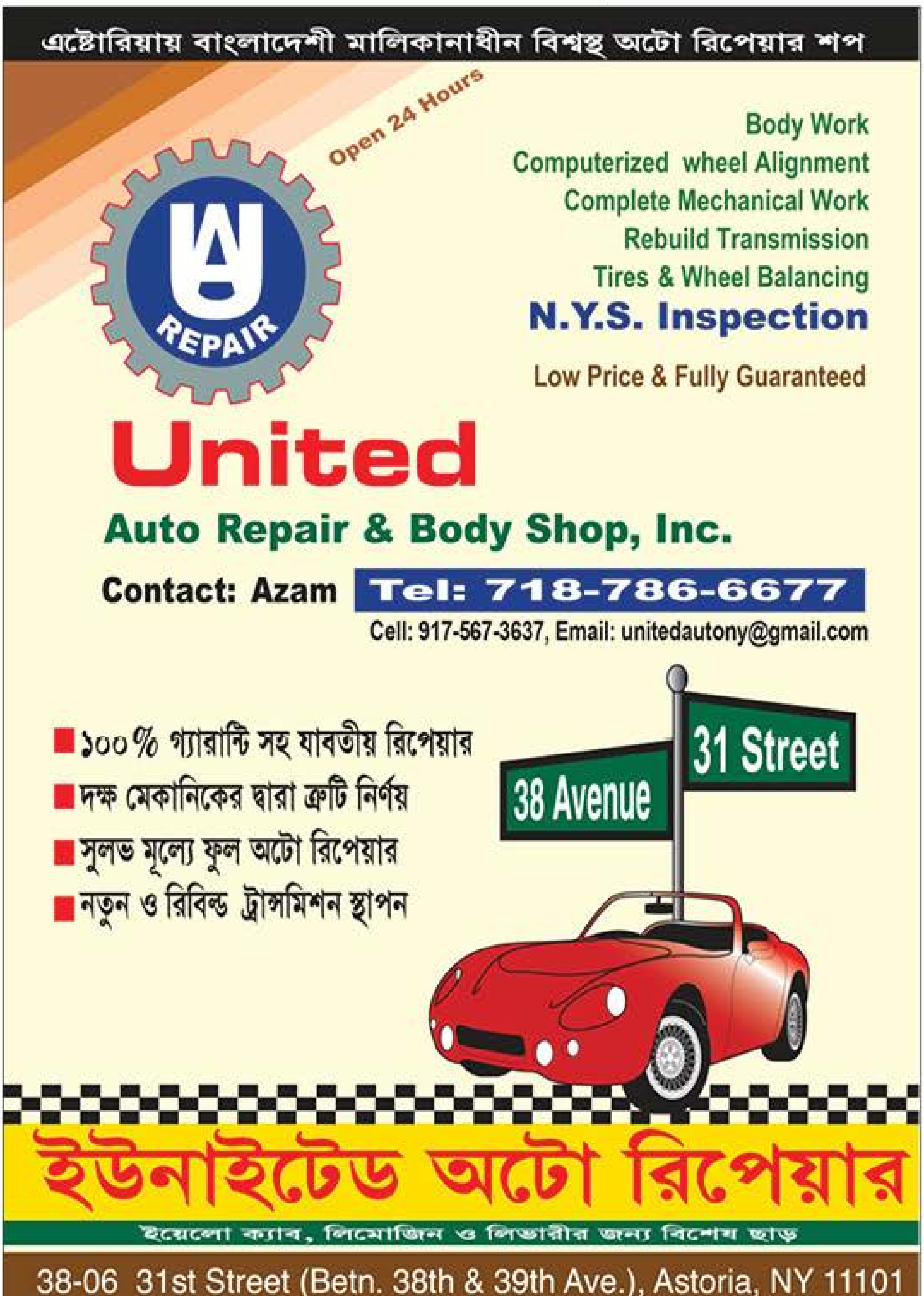

এই সপ্তাহের কবিতা

পাখি ও প্রেরণা

মিজান মালিক

পাখি তুমি পাহারা দিতে ভুলে যেওনা
আমি স্বভাবী মানুষ খুবই অমনোযোগী
পথের বাঁকে কখন যে নিজেকে হারাই
পাখি তুমি পথ দেখিও হয়ে প্রেরণা।

পাখি তুমি কেমন করে হয়ে গেলে
নতুন পথের প্রিয় আবিষ্কার
কেমন করে আমার মতো নির্ঘুম
গহন রজনী তুমিও করছো পার!

কখন কোন বসন্তে তোমাকে নিয়ে
দেখা হবে নদী কিংবা খোলা আকাশ
পাখি তুমি তো স্বাধীন উড়তে পারো
অক্ষম বলে হয়না কিছু আমায় দিয়ে।

কখনো ভাবি তুমি তো নও দু:খী
অথচ আমার দু:খ নিয়েছো মেখে
তোমার ওই লাজুক মনের কোনে
দেখতে কি চাও তুমি আমাকে সুখী?

অপূর্ণ প্রেমের গল্প

মোহাম্মদ মহিবুর রহমান

প্রেম স্বর্গময়, কারো জন্য নরকও হয়
বোঝাপড়াই এখানে আসল বিষয়।
কেউ হারে, কেউ আবার জিতে
প্রেমের ভুবনে হাঁটে পাশাপাশি সাথে।

অপূর্ণ প্রেমের গল্প
নয় সমাজে অল্পস্বল্প।
চারপাশে তাকালেই পড়ে চোখে
নীরব কান্না জমে থাকে বুকে।

দু'জন চলে যায় দুই পথে
কিছু স্মৃতি রয়ে যায় মনোরথে।
বিচ্ছেদে কেউ পায় নতুন জীবন
আবার কেউ খোঁজে নতুন বৃন্দাবন।

সোনার বরণ সাজে

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

দোয়েল পাখি ডাকছে সুরে
ভোরের আলো হাসে,
দীঘির জলে শাপলা শালুক
রঙিন কত ভাসে।

সোনার ধান দুলছে মাঠে
কিষাণ ব্যস্ত কাজে,
সোনার গাঁয় পড়েছে ধুম
সোনার বরণ সাজে।

কিশোর দল ঘুরছে গাঁয়
আনন্দ মনে ঘুরে,
আমের গাছে ছুঁড়ছে ঢিল
যায় তো মন জুড়ে।

গাঁয়ের বধূ কলসি কাঁখে
নোলক নাকে হাসে,
উড়ছে ফড়িং তাধিন ধিন
সবুজ বনে ঘাসে।

সোনার গাঁয় রোদের রঙ
ঝিলিক ঝিলিক করে,
অথই সুখে জেগেছে গাঁও
পড়ছে সাড়া ঘরে।

ফেলে আসা দিন

ইকবাল খান

বুঝি না জীবনে কী কম ভালো ছিলো,
যে পথে হেঁটেছি, সে পথই কি ঠিক ছিলো?
পেছনে তাকালে দেখি-কিছু অর্জন, কিছু অপূর্ণতা,
কিছু মানুষের মুখ, কিছু হারিয়ে যাওয়া সময়।
কত বিকেল অকারণে ফুরিয়ে গেছে অপেক্ষায়,
কত রাত নিঃশব্দে পুড়েছে অনুচ্চারিত ভাবনায়।
যাদের হাত ধরে অনেক দূর যাওয়ার কথা ছিল,
তাদের অনেকেই হারিয়ে গেছে পথের ভিড়ে।
হয়তো অন্য কোনো পথে গেলে আরও সুখ মিলত,
আবার হয়তো আরও গভীর দুঃখ।

মানুষ আসলে জানে না কোন সিদ্ধান্ত তাকে কোথায় নিয়ে যেত:
ভবিষ্যৎ সব সময়ই থাকে বন্ধ দরজার ওপারে।
তাই আজ আর হিসাব মেলাতে বসি না,
লাভ-ক্ষতির খাতা অনেক আগেই বন্ধ করেছি।
শুধু মাঝে মাঝে মনে হয়-জীবন এক দীর্ঘ নদী,
আর আমি তার বুকে ভেসে থাকা এক ক্ষণিক ছায়া।

নিজেদের দোষে নিজেরা নষ্ট

সুজন দাশ

ভাবতে পারি না সবাইকে নিয়ে
নিজের ভাবনা ভাবি,
কারো কল্যাণে আগায় না কভু
নিজেরটা করি দাবি।
অন্যের বেলায় এক চোখ কানা,
নিজের বেলা বুঝি ষোল আনা;
আপন স্বার্থে মজে থেকে খুঁজি
স্বপ্ন লোকের চাবি।

দায়িত্ববোধ টনটনে খুব
নিজের জন্য আছে,
ভেবেও দেখিনা অপরের কথা
ব্যথা কি পাচ্ছে পাছে?
পাখা গজালেই পাখিদের মত,
ডানা মেলে উড়ি ভাবছি না তত;
ফিরে তাকাই না অতীতের পানে
যারা ছিল আগে কাছে।

স্বার্থপরতা মানুষকে আজ
নামাচ্ছে টেনে নিচে,
হারিয়ে যাচ্ছে মানবিকতাও
ভালোত্ব বুঝি মিছে?
রাষ্ট্র সমাজ হোক পরিবার,
সর্বক্ষেত্রে ছায়া পড়ে তার;
দিন দিন তাই মানুষ হিসাবে
পড়ছি সকলে পিছে।

কি করে বলি

মহসিন আলম মুহিন

দেখতে দেখতে এতোটা বসন্ত গেলো চলি,
কি করে বলি।
চেয়ে চেয়ে দেখি কত ছবি আঁকি,
তবুও দাও ফাঁকি।
আশা ভরসার দোলায় দুলতে দুলতে
ভাবি,
কোথায় ভাগ্যের চাবি।
কেমনে তোমারে বলি তুমি বীণা একা,
কখন হবে দেখা?
আকাশে বাতাসে, চিন্তা ভাবনায়, শয়নে স্বপনে,
আছো তুমি দু'নয়নে।
সবখানে শুধু তুমি, তুমি আছো সংগোপনে,
তুমি আছো প্রাণে।

চাঁদ তুমি

তামান্না আক্তার তমা

চাঁদে আজ যেন নিরবতা
রাতের আকাশে কত কথা,,
নিরবতার ভাষা শত হাজার
হৃদয় মাঝে আনন্দ মেথা।।

মায়ায় ঘেরা চাঁদের রূপ
প্রকৃতিও সৌন্দর্য্যে গাঁথা,
সবই বিধাতার সাজানো
তিনিই সবারই সৃষ্টিকর্তা।

আবেগ নিয়ে যায়না চলা
জানি আমি সবই বুঝি,,
তাইতো আমি বাস্তবতায়
চাঁদের মাঝে নিজকে খুঁজি।।

চাঁদের সান্নিধ্যে মন শান্তি
আমি থাকি চুপচাপ,,
আমার ঠোঁটে ফিরে আসে
একচিমটি হাসির ছাপ।।

জীবন যুদ্ধ

মাহনূর রহমান

ব্যস্ত কোলাহলপূর্ণ জগৎ, চলমান শহর
সময় নেই কারোরই দু-চোখ আড়াল করে
অন্য কারোর প্রশংসনীয় মহিমা দেখবার।
নিদ্রা নেই, দম ফেলাবার সময় নেই
সকলেরই মুখে কেবল আকাঙ্ক্ষা বাঁচবার,
বেলা নেই কারোর সুখ-দুঃখের মোহ নিয়ে ভাববার,
সকলেই ব্যাকুল তাদের শ্রেণির পরিবর্তন ঘটাবার
সকলেরই চাওয়া তাদের আপনজনদের
আরামের ভুবন উপহার দেবার।
তবে চাওয়া পাওয়ার খোঁজে চোখে পড়েনা পিছনের কাহিনীর
চোখে পড়েনা সবজি বিক্রেতার দিবারৌদ্রের পরিশ্রম
দেখা মেলেনা মজদুরদের অল্প পরিশ্রমে কঠোর রাত কাটাবার
মনে পড়েনা সেই কর্মঠ ব্যক্তির রাত জেগে গায়ে খাটা মেহনতের
স্বীকৃতি পায়না অল্প বয়সী দায়িত্বশীল কিশোরের বিসর্জনের
বোঝা হয়না পরিবারের বন্ধনে আবদ্ধ ত্যাগের।
যুদ্ধ করে যাচ্ছে প্রতিটি ব্যক্তি,
ধুলোয় মিশে যাচ্ছে এর স্বীকৃতি।
সকল যুদ্ধ রক্তের যুদ্ধ নয়, সকল যুদ্ধ লাল যুদ্ধ নয়
এ যুদ্ধ রৌদ্রভেজা ঘামের।
জীবনের কোনো না কোনো এক মুহূর্ত
প্রতিটি মানুষকে লড়তে শেখায়,
বাঁচবার তাগিদে উঠে দাঁড়াতে শেখায়,
অযৌক্তিকতার ভ্রমে বাস্তবতার পরিচয় করায়,
শিশুসুলভ ভাব থেকে জীবনযুদ্ধের অর্থ বোঝায়।
জীবনযুদ্ধই মানুষকে জীবনের পরিপূর্ণ মনোভাবের উপলব্ধি করায়।

লাল পাহাড়ের দেশ

শাকেরা বেগম শিমু

গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গামাটির উঁচু পাহাড়ে,
লালবালির ঐ বাঁকা মেঠোপথের বাহারে।
আকাশছোঁয়া পাহাড় দেখে জুড়ায় দুটি চোখ,
নীলআকাশ ও বন-পাহাড়ে কি অনাবিল সুখ!

আমার সোনার বাংলাদেশে বন-পাহাড়ের মেলা,
পাহাড়চূড়ার গিরিপথে বুনোহাতীর খেলা।
ছবির মতো সুন্দর ঐ চা বাগানে যদি,
যাওগো তুমি দেখবে অপরূপ পাহাড়ী নদী।
পাহাড় জুড়ে থরে থরে চা বাগানের মেলা,
দেখলে তুমি পেরিয়ে যাবে তোমার সারাবেলা।
পাহাড় ঢালে জুমের ফসল চাষ করে যায় চাষী,
ফসল হলে ফোটে মুখে সফলতার হাসি।

লাল পাহাড়ে ফোটে হাজার বুনোফুলের সারি,
দেখে ভাবী সেথায় যদি হতো আমার বাড়ি!
পাহাড়ি ললনা'রা সাজে সে ফুল গুজে কেশে,
দেখতে যদি চাওগো এসো লাল পাহাড়ের দেশে।

এই সপ্তাহের কবিতা

খেয়ালকবি
সুমন শামসুদ্দিন

মধ্যরাতের ক্ষণিক পরে, রাত্রি যখন তাবনারত,
তর্জনী, মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি আঁকড়ে ধরে
বসে আছে বিমোহিত কবির কলমখানি।

অপ্রযুক্ত সাদা কাগজে
অভিজাত রঙের কালিতে
শব্দবতীর দেহকলা রূপায়নে
অভিনিবিষ্ট কাঞ্চননির্মিত লিখনিখানি।

নিদ্রালাসঙ্গী সহযাত্রী মুক্ত বাতায়ন,
হিমেল বাতাসে নিষিক্ত করে কবির হৃদয়।
কবি ভাসেন কল্পজগতের নীলাভ-বেগুনী স্তরে!
অদূরে আঁধারে বাঁশঝাড় ডাকে ঝিঁঝিঁর সুরে।
কবির কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়- তিনি একা নন!
আছে আরও নিকষিত সুহৃৎ নিশি জাগরণী!

কুহেলী কণিকার অমতসিঞ্চন
কবির কল্পস্বর্গের চারিদিকে
তৈরী করে প্রশান্ত আবহ।
বিমূর্ত থাকেন কবি অলক্ষ্যজগতে!

এমন সময় চমক ভাঙে
মোহনবাগের করুণ ডাকে
খেয়ালকবি ওঠেন গেয়ে-
"কবিতা কি শুধু ওমর খৈয়াম?
অথবা বিরহী যক্ষের নাম?"

জীবন যেমন
শামছুন ফৌজিয়া

আকাশের মতো জীবন আমার
কখনো মেঘ, কখনো বা রোদ্দুর:
ঝড়ের পরেই হাসে আলো,
অনিশ্চিত পথ তবু বহুদূর।

অল্প এ জীবনে যারা পাশে রয়,
ভালোবাসা আর সাহসের টানে
তাদের সাথেই যে কাটে বেলা,
নতুন শুরু প্রতিদিনের গানে।

সহজ করে ভাবলেই তবে,
সহজ হয়ে ধরা দেয়- ধরা:
জীবন যেমনই হোক না কেন,
জীবন আসলে সৌন্দর্যে ভরা।

একজন হাদি
এইচ বি রিতা

নৈশ গগনে স্তব্ধ এখন ক্রন্দসী হাহাকার,
মিশেছে রক্ত পিচঢালা পথে, ঘাতকের উল্লাসে:
হাদি, তোমার চিতা যে নিভেছে অন্ধকার-
জনতা এখন মত্ত হয়েছে ক্ষণিক হুল্ল-ত্রাসে।

উন্মত্ত ভিড় রাজপথে নামে, হ্যাসট্যাগের বাণে,
ডিজিটাল স্রোত বুদবুদ সম মিলায় শূন্যে গিয়ে:
বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে, মূঢ় এ ধরণী জানে
স্মৃতিহীন এই মর্ত্যলোক যে বাঁচে কুয়াশা নিয়ে।

যেমন সেদিন এথেন্সের চকে, হেমলক-পাত্র হাতে,
সত্যের লাগি সক্রেটিসও তো নিয়েছিলেন বিদায়:
বিচার মেলেনি, হেমন্তের সেই কুয়াশাচ্ছন্ন রাতে,
ইতিহাস শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে অন্ধ গোলকধাঁধায়।

তুমি চেয়েছিলে ফ্যাসিবাদের ওই চূর্ণ করিতে রথ,
অথচ আজকে ষড়যন্ত্রের জাল বিছানো চারিপাশে:
ব্রুটাসের মতো সুহৃদেরা আজ চিনেছে নতুন পথ,
সিজারের মতো তুমিও জড়ালে অলীক অপবিন্যাসে।

জনতার মাঠ শূন্য এখন, স্তব্ধ স্লোগান-ধ্বনি,
মস্তিষ্কের কোণে জমেছে ধূলির ধূসর আস্তরণ:
বিস্মৃতি হলো পরম সান্ত্বনা, ওগো বিপ্লবী মণি;
ইতিহাস শুধু মনে রাখে জয়, ভুলে যায় মহাজীবন।

মরীচিকা সম ক্ষণিকের স্রোত, কর্পূরের মতো ওড়ে,
তোমার রক্তে রঞ্জিত মাটি আজো করে হাহাকার:
বিচারহীন এই বন্ধ্যা সময়ে, অন্ধকারের ঘোরে
বিস্মরণের মহোৎসবে সমাজ পেতেছে দরবার।

নারীর জয়গান
শরিফুজ্জামান পল

নারী, তোমাকে সংজ্ঞায়িত করার দুঃসাহস আমার নেই: নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সাহসও করিনি কখনো। শুধু-শুধু তুমি চাও বলেই আমি দুর্গম পথ পাড়ি দিই। তুমি চাও বলেই আমি অশান্ত সাগর হই, তোমার ভালোবাসার আগুনে নিজেকে পোড়াই। থমকে থাকি পাহাড় হয়ে; বসে থাকি চাঁদনি রাতে হুতুমপেঁচা হয়ে তেঁতুলগাছে একা, নীরবে।

দেখতে চাই তোমার আকাশ ছুঁপিসারে, উড়তে চাই ভালোবাসার পঙ্খিরাজ হয়েতুতোমার এলোমেলো, অগোছালো মনের আকাশে, তোমার স্বপ্নের পুরুষ হয়ে।

তুমি আছো বলেই আমি সংসারের রাজা। তুমিই গড়েছো মোদের মহান স্বপ্নের সেতু। তোমার গর্ভেই জন্ম, ভালোবাসা আর প্রাণ। তোমার আঁচলে বাঁচি শিশু হয়ে, তোমার বুকেই ওড়াই যৌবনের পাল। তাই আজীবন গেয়ে যাই-নারী, তোমারই জয়গান!

জীবনের মোমবাতি
ফরিদা ইয়াসমীন

আমি তো দেখি না তারে শুধু এক ক্ষণস্থায়ী আলো,
জীবন যেন এক মোমবাতি, তিমির হরণকারী ভালো।
প্রথমে সে মৃদু হেসে, অল্প আলোয় জানায় আপন গান,
ধীরে ধীরে সুর তোলে - জাগিয়ে তোলে নিভৃত প্রাণ।
তারপর জ্বলে ওঠে প্রদীপ্ত শিখায়, স্বমহিমায় একা,
তারই চারিপাশে এসে জমে শত আলোর পিপাসা।

ছুটে আসে মধুমক্ষিকা দল, আনন্দের সেই কলতানে,
আলোকিত চারিধার ভরে ওঠে জীবনের জয়গানে।
আপনার মাঝে লুকিয়ে যে শক্তি, যে অমিত বল,
তাহারি আঘাতে রুখে দেয় সে ঘোর লাগা অমঙ্গল।

যদি না পারে জাগাতে শক্তি, আপনারে দিতে বলি,
তবে- সে তো আমৃত্যু বয়ে চলা এক ব্যর্থতার অঞ্জলি।
শিখা নেভে অপূর্ণতায়, রয়ে যায় শুধু এক দীর্ঘশ্বাস,
জয়গান ছাড়া এ জীবন এক মরীচিকা-উপন্যাস।

অমল মেঘের কান্না
সোহানা নাজনীন

'পুলিশের ভ্যানে উঠেছ কখনো?'
'কী বলেন, পুলিশের ভ্যান? না না, অ্যাম্বুলেন্সে উঠেছি, কিন্তু পুলিশের ভ্যানে কোনো দিন উঠি নাই।'
'ওঠো নাই! তাহলে আর কী বলব আমি? অভিজ্ঞতা নাই তোমার।'
'আপনি উঠেছেন?'
'হ্যাঁ, উঠতে হয়েছিল আমাকে।'
'কেন?'
'কেন আবার? কেউ কি শখ করে ওই ভ্যানে ওঠে? মামাবাড়ির আবদার নাকি?'

মামাবাড়ির আবদার না হলেও জীবন কখনো এমন অঙ্ক কষে যে, ভাজ্যকে ভাজক দিয়ে ভাগের মাধ্যমে নিঃশেষ করে দেয়। ভাগশেষ বলে কিছুই থাকে না। জীবন এমনই, বলে-কয়ে কিছু আসবে না। না হলে কি আর ওই শীতের রাতে বাড়ির সামনে উঁচু লরিটা এসে দাঁড়ায়! একটা মেরুন শাল পরে চুপচাপ গাড়িতে এসে উঠেছিল বকুল। তার মনে রাজ্যের প্রশ্ন, এক চোখভরা বিস্ময় নিয়ে বসে আছে পুলিশ ভ্যানের ভেতরে। বাবা শীতল পাথরের মতো ভারী মুখ নামিয়ে রেখেছেন। মা খুব আস্তে, দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞাসা করলেন,
'বেঁচে আছে তো?'
ধাতব অস্ত্র কাঁধে ঝুলিয়ে পুলিশ কনস্টেবল উত্তর দিল,
'আছে, এখনো প্রাণ আছে।'

পুলিশের ভ্যান চলছে রাতের অন্ধকার ঠেলে। বকুলের অতি সাধারণ জীবন: এত রাতে কখনো ঢাকা শহরে বের হয়নি সে। ভোজবাজির মতো পাল্টে গেছে যেন সব। রাত বারোটা পার হয়েছে বোধ হয়। তার মানে নতুন এক তারিখ শুরু হয়েছে-আঠারোই ডিসেম্বর। জীবনে প্রথমবারের মতো পুলিশ ভ্যানে বকুলের এক নিদারুণ যাত্রা!

নাগরিক কবি
কুলসুম আক্তার সুমী

স্বনামেই তোমার অতুল কীর্তি,
এপার-ওপার দুপারেই অম্লান!
বেনামেও লিখে গেলে কত কীড়
সিন্দবাদ, চক্ষুষ্মান, লিপিকার, নেপথ্যে,
জনান্তিকে, মৈনাক:
বিপন্ন সময়ে বিপন্ন পরিচয় 'মজলুম আদিব'ড়
অথচ দৃপ্ত আত্মবিশ্বাস...
'দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে।'

নয়া ঔপনিবেশিকতায় নতুন বাস্তবতা,
কণ্ঠরোধ প্রতিরোধ ভাষার লড়াই:
একুশের হাত ধরে উত্থিত জাতীয়তাবাদ,
রাজনৈতিকভাবে কল্পিত সম্প্রদায়...

জনমনে, ঘরে-বাইরে প্রস্ফুটিত গল্পে-কবিতায়।
স্বাধীন রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অসঙ্গতি; হাহাকার
'উদ্ভট উটের পিঠে চলেছে স্বদেশ'।

পঞ্চকবির পর শ্রেষ্ঠত্বের মালা গলে
চলে গেলে, যেমন যায়: যেতে হয় সকলের।
শহর ঢাকা, রাষ্ট্র বাংলাদেশ-
জন্ম ও বিকাশে জড়াজড়ি এক নাম,
এক নাগরিক কবি শামসুর রাহমান।

মনে রেখো
রোকেয়া দীপা

অনেক বছর হলো তোমাকে দেখিনি। ছোট্ট এক ব্রেইন স্ট্রোক মুছে দিতে বসেছে আমার বড় বড় সব স্মৃতি তবুও একবার, শেষবারের মতো দেখতে চাই তোমাকে; যাতে এই অল্প বেঁচে থাকা সময়েও প্রিয় মুখখানি আঁকড়ে রাখতে পারি চিরকাল।

সেই প্রিয় মুখ, সেই মুগ্ধ হাসি আমি ভুলতে চাই না-যা আজও লুকিয়ে আছে মনের গভীর গহ্বরে। কখনো কখনো সেই ভালো লাগা ঝরনার মতো ঝরে পড়ে হৃদয়ের আঙিনায়। ঘুমে, জাগরণে কিংবা নিঃশব্দ রাতে আজও আমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনি... কিছুতেই তোমাকে ভুলতে রাজি নই আমি।

এই অনুভূতি এতটাই মূল্যবান যে তুমি হয়তো কখনো বিশ্বাস করবে না। তবুও শেষবারের মতো একবার তাকাতে চাই তোমার দিকে, যদিও তাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় আমার এই বেদনাদায়ক হৃদয়।

তুমি কি আমাকে শেষবারের মতো একটু ভালোবাসতে পারো? আমি চলে যাওয়ার আগে শুধু একবার বিদায় জানাতে চাই। কারণ তুমিই তো আমার দিনের সূর্য, তুমিই তো আমার বেঁচে থাকার আলো। আমি বলতে চাই-তুমিই আমার সবকিছু। প্রতিজ্ঞা করো, তুমি আমাকে কখনো ভুলবে না।

আমি লিখতে লিখতে কাঁদি না, কারণ জানি-প্রতিটি শব্দই পরম সত্য। আমাদের একসাথে গড়া সেই হাসিমুখ ভুলো না, আমাদের আবেগ ম্লান হতে দিও না। যে সময়গুলোতে তোমাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, সেগুলো কখনো ভুলে যেয়ো না।

তোমাকে ধরে রাখার জন্য আমি সবকিছু করতে রাজি, কিন্তু সময় যে আর আমার নেই! তবুও যাবার আগে চাই-তুমি থেকে যাও আমার পাশে। শেষ পর্যন্ত মনে রেখো, আমি তোমাকে ভালোবাসি। তুমিই আমার সবকিছুর উজ্জ্বলতা। প্রথমবার যখন তোমাকে দেখেছিলাম, সেই মুহূর্ত আমি কোনোদিন ভুলব না-যেদিন আমি তোমার চোখের গভীর কষ্টের প্রেমে পড়েছিলাম।

Mamdani Releases World Cup Promotional Video Featuring Bronx-Born Palestinian Soccer Pioneer Morad Fareed

Ajkal Desk

Mayor Zohran Kwame Mamdani Tuesday released a World Cup promotional video celebrating New York City's place at the center of the 2026 FIFA World Cup.

The video features U.S. Men's National Team star Tim Weah, players from Gotham FC including Midge Purce and Bronx native Morad Fareed — a member of the first Palestinian national team to attempt World Cup qualification — alongside players from Bronx High School of Science, where Mayor Mamdani played soccer as a student.

Filmed at iconic locations across New York City, including the American Museum of Natural History, the video captures what makes this city the soccer capital of the world: kids on Bronx schoolyards, women competing at the highest level of the sport, immigrant communities that have made soccer a part of the city's fabric and a mayor who grew up playing in the city he now serves. "I grew up in this city watching the World Cup with neighbors whose roots stretched across every corner of the globe," said Mayor Mamdani. "That's what makes New York so special: the whole world already belongs here. This summer, we get to share that with everyone. I have never been more proud to be a New Yorker or to serve as mayor of this city."

The video draws from across the Mayor's first months in office, including Soccer Streets programming, the Gotham FC sideline and a Champions League Final watch party at FancyFree in Brooklyn. It also features members of Bronx Science's soccer team and players who represent what New York soccer looks and sounds like today.

Fareed, who was born and raised in the Bronx, was part of a historic moment when Palestine mounted its first-ever campaign to qualify for the 2006 FIFA World Cup™. Weah, another product of New York City, enters the 2026 World Cup as one of the leading figures on the U.S. Men's National Team. Fareed also founded FC Mother, which holds a partnership with the World Cup host committee in Monterrey, Mexico. The Gotham FC players in the video include Midge Purce, Jordynn Dudley, Bruninha, Andrea Kitahata and Sarah Schupansky.

New York City will be a premier host city for the 2026 FIFA World Cup™, with matches taking place at MetLife Stadium and fan programming throughout the five boroughs. The video is available now on Mayor Mamdani's official social media accounts.

NY will send out $200 rebate checks to help pay utility bills

Ajkal Desk

New York Gov. Kathy Hochul announced last week that the state will send out rebate checks of up to $200 to help New Yorkers pay their utility bills.

Hochul stated during an interview with Telemundo 47 that a total of 8.5 million families will benefit from the assistance. She added that this is due to rising utility costs, particularly for heating in the winter and air conditioning in the summer.

"We have a comprehensive package. We've included a taxpayer protection plan in the budget because people are terrified of paying their bills at the end of the month. And one of the bills that keeps going up and up is the utility bill. Winter, heating costs, air conditioning in the summer — all of this puts a huge burden on our families. So we're going to send checks of up to $200 to 8.5 million families earning less than $150,000," Hochul told Telemundo 47.

The energy rebate checks are part of the $1 billion budget allocated for this cause under the "Protecting Our Wallets Energy Rebate" (POWER) program, to provide relief to families.

Ranking the 2028 Republican presidential contenders

Ajkal Desk

Who is going to take on the mantle after President Donald Trump leaves the White House? The Republican Party will soon grapple with that question — if it isn't already. After nearly a decade of Trump dominating and reimagining conservatism, there's little doubt that the next leader of the Republican Party will need to keep MAGA values.

Here is how the early field is taking shape for the 2028 Republican primaries.

Vice President JD Vance: Vance has done little to set himself apart from Trump. He has defended the administration's policies, even when it requires reversing some of his positions. He has taken a leading role in fights with Democrats, including on the government shutdown and attacking critics of Charlie Kirk after the conservative activist was killed, part of a campaign that detractors described as an effort to crack down on free speech.

Marco Rubio: Trump's secretary of state has presided over major international news: the Gaza peace talks, bombing Iran (which initially upset some in Trump's base) and controversial cuts to foreign aid. Rubio isn't top of voters' minds in early polls about 2028, but Trump frequently mentions him as a successor: "Marco's great," Trump said, adding of Vance and Rubio: "I'm not sure if anybody would run against those two. I think if they formed a group, it would be unstoppable."

Donald Trump Jr.: Trump's eldest son has never held public office, but he is an adviser and confidant to his father. He seems to be making the case that he's the rightful heir to MAGA, saying recently of his desire to run: "That calling is there. I think my father has truly changed the Republican Party. I think it's the America First party now, the MAGA party, however you want to look at it."

Ron DeSantis: Florida's socially conservative, fiery Republican governor is also a candidate Republican-leaning voters say they'd consider in a primary, according to YouGov. He ran against Trump in the 2024 primaries and remains a fixture on Fox News and at conservative events. His run as governor of Florida ends in 2027, so he will have to build momentum for a presidential run while out of public office.

Ted Cruz: The senator from Texas was the last major candidate left standing against Trump in the 2016 GOP nominating contest. Cruz has since become all-in on Trump but has also been differentiating himself in small yet notable ways. He criticized the Trump administration's threats to cancel late-night host Jimmy Kimmel over

Continued on page 26

Rumeen Farhana to join protest against 'Bonolota Express' screening halt

Ajkal Desk

Barrister Rumeen Farhana has announced that she will attend a human chain and protest programme in Brahmanbaria today in response to the reported suspension of screenings of the film "Bonolota Express".

In a post shared from her official Facebook account, the lawyer and politician said the demonstration would take place at Shahbazpur Union in Brahmanbaria at 4:15pm today (June 1).

"Today, a human chain and protest programme will be held in Brahmanbaria protesting the closure of screenings of the film 'Bonolota Express'. I will be present there," Rumeen Farhana wrote in the post.

According to the announcement, the programme has been organised to protest the reported halt in the film's exhibition.

Rumeen Farhana is a barrister and politician who previously served as a member of parliament and is currently an elected independent lawmaker from the Brahmanbaria-2 constituency. She has remained an active public voice on legal, political, and social issues in Bangladesh.

Further details regarding the reasons behind the suspension of "Bonolota Express" screenings or the organisers of the protest programme have not yet been officially announced.

Khalilur elected UNGA president

Secures 99 votes against 91 votes of Cyprus candidate Ambassador Andreas S Kakouris

Shah Nawaz

Foreign Minister Khalilur Rahman has been elected the president for the 81st session of the UN General Assembly. He secured 99 votes against 91 votes of Cyprus candidate Ambassador Andreas S Kakouris.

The election was held on Tuesday May 2nd at 10:00 am New York time in the General Assembly Hall of the UN Headquarter. Bangladesh last held the prestigious position in 1986-87, when then Foreign Minister Humayun Rasheed Chowdhury was elected president of the 41st General Assembly. Four decades later, the country reclaimed the post. The 81st session of the UNGA will open on September 8, 2026, with the high-level General Debate commencing on September 22. The result was announced on Tuesday following the formal election held at the UN General Assembly hall at the United Nations headquarters in New York. Out of 193 member states, Khalilur received 99 votes, while his only rival, Andreas, secured 91 votes.

The outgoing president of the 80th session of the UN General Assembly, former German foreign minister Annalena Baerbock, announced the result in the presence of UN Secretary-General António Guterres. Khalilur Rahman was present at the UN headquarters during the announcement of the result. Upon hearing the news of his victory, he was seen expressing gratitude to the Almighty. He later addressed the General Assembly after being elected president.

With this victory, a Bangladeshi representative will once again hold the presidency of the UN General Assembly. In 1986, Bangladesh's former foreign minister Humayun Rasheed Choudhury served as president of the 41st session of the UN General Assembly.

'Landmark victory'

Meanwhile, Bangladesh's Prime Minister Tarique Rahman, Indian External Affairs Minister Subrahmanyam Jaishankar, and China congratulated Khalilur Rahman on his election as president of the 81st session of the UNGA.

According to the Ministry of Foreign Affairs, this landmark victory is a strong testament to the confidence and trust that the international community places in Bangladesh, as well as to the country's growing diplomatic stature and constructive engagement within the multilateral system.

This achievement is not only the election of a Bangladeshi candidate to one of the most distinguished positions within the United Nations; it also constitutes a significant international recognition of Bangladesh's long-standing commitment to multilateral diplomacy, international peace and security, sustainable development, and global cooperation, the ministry said in a press statement.

The successful outcome reflects the convergence of three key factors: the visionary leadership and timely guidance of Prime Minister Tarique Rahman, the coordinated and Continued on page 26

Queens residents sue city's 'worst landlord' over crumbling building

Ajkal Desk

Queens residents brought one of the city's most notorious landlords to court on Monday after they said over 350 violations plaguing their building had gone unaddressed for years. The 41-25 Case Street Tenant Union rallied outside Queens Civil Court on Monday before their first court appearance in their lawsuit against A&E Realty. The tenants, who live in an Elmhurst building that shares the same address, said A&E routinely ignores their requests for repairs for the hundreds of violations the city's Department of Housing Preservation and Development has on record.

Now the tenants are bringing their landlord, who was ranked as the city's worst last year, to court, where they hope a judge will force A&E to repair the building or otherwise face legal consequences. Tenant organizers and their attorneys claim that longstanding unaddressed problems in their building has created dangerous living conditions for everyone who resides in 41-25 Case St., which A&E bought in 2013. Tenants said they've lived with mold, elevator breakdowns, lapses in heat and hot water, rat infestations, crumbling ceilings and many other issues for long periods of time. The building's problems are rarely fixed when reported, the tenants said, and the few times A&E addressed the complaints, the repairs were shoddy and often temporary. Continued on page 26

Tofail Ahmed laid to rest beside his mother in Bhola

Ajkal Desk

Tofail Ahmed, a key figure in the mass uprising of 1969 and an organiser of the Liberation War, was laid to rest in his ancestral village in Bhola Monday.

The veteran Awami League leader was buried in the family graveyard beside his mother Fatema Begum in Koralia village under South Dighaldi union in Bhola's Sadar upazila following a namaz e-janaza after Zuhr prayer, reports our correspondent from the spot. Thousands of grieving residents of Bhola bid a tearful farewell to the former commerce minister.

Earlier, a helicopter carrying his body arrived at the Bhola helipad around 1:30pm today, drawing thousands of people who gathered to catch a final glimpse of the leader widely regarded as Bhola's most prominent political figure. His body was later taken to the Bhola Government High School ground, where a namaza-e-janaza was held. People from all walks of life, irrespective of political affiliation, attended the janaza to pay their last respects. He was given a guard of honour there before the janaza.

Following the namaz-e-janaza in Bhola town, his body was taken to Koralia village under South Dighaldi union, where a final janaza was held. Relatives, villagers and admirers joined the prayer. Many mourners described him as a "leader of the soil and the people" and recalled his Continued on page 26

More than 100 Astoria residents join protest against 31st Street redesign

Ajkal Desk

Over 100 local residents gathered in Astoria Wednesday, May 27, to renew protests against the DOT's planned redesign of 31st Street, which would install parking protected bike lanes along a 2.5-mile stretch of the corridor from Northern Boulevard to 20th Avenue. The DOT has proposed a massive redesign of the corridor, mostly underneath the N/W elevated subway tracks, after identifying 31st Street as one of the most dangerous corridors in Queens, pointing to three deaths and over 500 injuries along the corridor over a five-year period between 2021 and 2025. The plan has not been without controversy, however.

DOT expands redesign plans

Last month, the Mamdani administration launched an expanded proposal for the redesign after Queens Supreme Court Justice Chereé Buggs ordered the DOT to halt original plans for the redesign in December. Buggs sided Continued on page 26

NY INSURANCE
BROKEAGE INC.
NY I
NY INSURANCE BROKERAGE
TLC INSURANCE SPECIALIST
718 476-2025

NY CAR & LIMO
SERVICES INC
NY
CAR & LIMO
SERVICES INC
B02902
BLACK & GREEN CAR BASE
718 727 4444

BEGINNER'S
DRIVING ACADEMY
YOUR DRIVER LICENSE IS OUR RESPONSIBILITY
929 244-7730

DMV EXPRESS
ABC-1234
PLATES
NEW, SURRENDER & TRANSFER
TITLE
NEW & DUPLICATE TITLE REQUEST
REGISTRATION
NEW, REPLACE, RENEWAL & TRANSFER
929-244-7730
EXCELSIOR

KARNAFULLY
TRAVEL INC.

বিশেষ সুবিধা:
মহিলাদের জন্য আলাদা
মহিলা গাইডের
সুব্যবস্থা রয়েছে।

এক্সক্লুসিভ ওমরাহ প্যাকেজ
নভেম্বর ২০২৬

ভ্রমণ তারিখ

জেএফকে - জেদ্দা	মদিনা - জেএফকে	মোট দিন
৪ নভেম্বর	১৪ নভেম্বর	৯ দিন (২টি জুম্মা - মক্কা ও মদিনায়)

প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত:

- বিমান টিকিট (যাতায়াত)
- ভিসা
- ৫-তারকা হোটেল হারাম শরীফের কাছে (ক্লক টাওয়ারে) ভিআইপি নাস্তার ব্যবস্থা।
- লাক্সারি বাসে সম্পূর্ণ স্থল পরিবহন (বিমানবন্দর থেকে বিমানবন্দর)
- গাইডের সাথে উমরাহ পালন
- মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ (গাইড সহ)।
- মক্কা তায়েফ এবং মদিনা ওয়াদি-ই-জ্বিন অতিরিক্ত ভ্রমণ।
- মহিলাদের জন্য আলাদা মহিলা গাইডের সুব্যবস্থা আছে।
- রাওদার পারমিট পেতে সহায়তা করা হয়।

প্রতি রুমে ৪ জন

KARNAFULLY TRAVEL INC.
37-16 73rd St. Suite #201 FR, Jackson Heights, NY 11372
facebook Karnafully Hajj & Umrah service
Office : 718-205-6050
Celll & WhatsUp : 917 691 7721
Celll & WhatsUp : 646 724 5933 (MINU)
karnafullytravel@yahoo.com | www.karnafullytravel.com

MONIR SECURITY TRAINING SCHOOL

37-22 73 Street Suite # 1C
Jackson Heights, NY 11372

347-659-8842

7 DAYS OPEN

আমাদের আছে ঃ

1. 8 Hours Pre-Assingnment Class (for New License)
2. 8 Hours Annual Class (Every Year)
3. 16 Hours OJT Class (for New License)

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ
- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি

Member of

FRANCHISE BROKER ACADEMY

FRANCHISE	L1A VISA
	E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37 16 73rd street, Suite: 402, Jackson Heights, NY 11372.

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

হটলাইন : +১ ৭১৮ ৪৩৩ ৯০০১

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

রেনোভেশন/রিপিয়ার/কনস্ট্রাকশন

আপনি কি বাসা-বাড়ির কাজের জন্য লোক খুঁজছেন? আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি।

আমরা Binghamton এ কাজ করে থাকি

আমাদের কাজসমূহঃ

* গরম পানির ট্যাঙ্ক ইনস্টলেশন/ মেরামত
* যে কোন প্রকার পাম্বিলিংয়ের কাজ/বাথরুম/কিচেন/অন্যান্য
* যে কোন প্রকার টাইলসের কাজ/নতুন ইনস্টলেশন/রিপ্লেস/ রেনোভেশন
* নতুন বাথরুম ইনস্টলেশন/রিপিয়ার
* কার্পেটিং/নতুন রুম/এক্সটেনশন
* ড্রাই ওয়াল/পেইন্ট/রি-পেইন্ট
* ব্যাকইয়ার্ড/ডক/বারান্দা/ছাদ
* উড ফ্লোর/পলিশ/নতুন ইনস্টলেশন/ক্লিনিং
* অয়েল হিটিং সিস্টেম পুরনোটি রিপ্লেস এবং নতুন থার্মাল ইনস্টলেশন।

Free ইস্টিমেট করা হয়ে থাকে

যোগাযোগঃ

WOVENA CONSTRUCTION INC

172-11, 93 Ave, Jamaica, NY 114333

Phone: 347-822-9052, 716-828-6677

wovenatexusa@gmail.com

নিষিদ্ধ দল যখন 'টক অব দ্য কান্ট্রি'

৫ পৃষ্ঠার পর

নিশ্চয়ই স্পষ্ট বার্তা আছে।
বাংলায় আদর্শিক নামধারীর পাশাপাশি আবেগের জোরেও যে সংগঠন টিকে যায়, তার নজির ১৯৯১ সালের জাতীয় পার্টি। অধৈর্যভাবে ক্ষমতা দখলকারী জেনারেলকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর একই নাগরিক সমাজ তাঁকে তিন মাসের মাথায় পাঁচ আসনে জিতিয়েছিল পার্লামেন্টে।
নব্য ক্ষমতাচ্যুত দলটি আবেগ কিংবা আদর্শ-কোন জোরে ভরসা করতে চাইছে, সেটা স্পষ্ট নয়। আদর্শিক শক্তি তৈরি হয় সামাজিক চাহিদা ধারণ করতে পারার মধ্য দিয়ে বা কোনো বিশ্বাসযোগ্য উন্নত সমাজ-কল্পনা হাজির করার ভেতর দিয়ে। সে রকম কোনো রাজনৈতিক পণ্য কি আছে তাদের হাতে এ মুহূর্তে?
বড় কোনো বিপর্যয়ের পরও কোনো দলের বিকাশ ঘটতে পারে, যদি সমাজের প্রত্যাশা ও প্রয়োজনকে ধারণ করে নব-উদ্যোগে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। যদি তরুণ-তরুণীদের দলভুক্ত করার মতো চুম্বকতুল্য আদর্শিক আকর্ষণ ক্ষমতা তার ভোমাগারে থাকে। চব্বিশে ক্ষমতাচ্যুত দলটি গত দুই বছরে বরং নবীনদের আকর্ষণ করার মতো সে রকম কোনো বক্তব্য হাজির করতে পেরেছে কি? তাদের শাসনামলের যেসব ঘটনায় জনগণ বিক্ষুব্ধ ছিল, তার কোনো যৌক্তিক উত্তর দিয়ে জনসন্তুষ্টি আদায় করতে পেরেছে কি তারা?
২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারির দাসখতে করা একটা বাণিজ্যচুক্তি অবশ্য তাদের একটা ষড়যন্ত্রতত্ত্বের কথা বলায় ন্যায্য সুবিধা করে দিয়েছে। তা ছাড়া গত ২৩ থেকে ২৪ সালের ব্যর্থতা ও বিশৃঙ্খলতার যাবতীয় কিছুও তাদের জন্য ভালো রাজনৈতিক পণ্য বটে। 'সংস্কার' না করেও চালিয়ে যাওয়ার হিম্মত আরেক দিকে ফেরার হিম্মত বাড়াতে পারে বৈকি। এই দুই ভঙ্গির মাঝ দিয়ে এগোচ্ছে বাংলাদেশ।
পেছনের ইতিহাসও আছে 'ফেরা'র আলাপে। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে ফিরতে চাওয়াদের বড় হিস্যা আছে। সেটা প্রত্যাবর্তনের জন্য যথেষ্ট ভালো সামাজিক পুঁজি হিসেবে অন্তত আছে কি না, সে নিয়ে অনেকে সন্দিহান।
৫৫ বছর আগের গৌরব অতিরিক্ত বেচাকেনার ভেতর দিয়ে যথেষ্ট অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছে নিশ্চয়ই। মাঠপর্যায়ে সমাজকথা এ-ও বলে, যেকোনো কারণেই হোক, জেন-জিদের মধ্যে একাত্তরের আবেদন বেশ কম, যা ক্ষমতাচ্যুতদের জন্য একটা ভারী বিরূপ আবহাওয়ার বার্তা দেয়। মোটকথা, ঐতিহ্য-আবেগ-আদর্শ-আক্রোশ-লুকোচুরি মিলে মিশ্র এক পরিস্থিতি ওই দিকে।
চলতি পথে হোঁচট খেয়ে ধরাশায়ী হলে পুনরায় হাঁটার আগে পতনের কারণ শনাক্ত করাও আবশ্যক এবং সেটা করতে হবে মাটির দিকে তাকিয়ে, বিজ্ঞানসম্মতভাবে, নির্মোহ মনে। প্রিয় জুতাটা পতনের কারণ হওয়ার পরও পথিক যদি দূরবর্তী কারও কুনজরকে তাঁর দুর্ভোগের কারণ হিসেবে ভাবেন, তবে মুশকিল।
চব্বিশের আগের দেড় দশকে শিক্ষাঙ্গনে, প্রশাসনে, অর্থনীতির জগতে, বিদেশনীতিতে, বাকস্বাধীনতার পরিসরে, জিহ্বার ব্যবহারে জনতার অসন্তুষ্টি ও ক্ষোভের কোনো কারণ ঘটেছিল কি না, সেই সময়ের শাসকদের তার রিপোর্ট কার্ড সংগ্রহের কথা বলছেন অনেকে। কেবল সমর্থকদের মতামতের ভিত্তিতে এ রকম রিপোর্ট কার্ড তৈরি হলে গোলকধাঁধা থেকে মুক্তি পাওয়া দুরূহ। কিন্তু নির্মোহ সোশ্যাল অডিট করার নৈতিক জোর বা মানসিক তাড়না কি সেই শাসকদের মধ্যে আছে? তার কোনো ইঙ্গিত কি পেল বাংলাদেশ?
তবে এ-ও সত্য, বাঙালি বিস্মৃতিপ্রবণ জাতি বলে কথিত আছে। অন্তত রাজনীতি ধর্মের মতো নয় তার কাছে। অতীত ও বর্তমানকে মূল্যায়নের নিজস্ব গতিশীল ধরন আছে তার। যে 'হক সাহেব' তাদের প্রাণপ্রিয় ছিল, তাঁকে ১৯৪৬ সালে বর্জন করে মুসলিম লীগকে বুকে টেনে নেয় এ অঞ্চল। আবার আট বছর পর একই লীগকে এমনভাবে বর্জন করে যে ওই দল চিরতরে হারিয়ে যায় বঙ্গের জমিন থেকে। এ রকম উভয় সময়ে নতুন শক্তি ও আহ্বান এসে পুরোনোকে সরিয়েছে। প্রশ্ন হলো, 'লাল জুলাই' শেষে সমাজে পছন্দ-অপছন্দের পাটাতন ওই আদলে মোটাদাগে বদলাল কি না?
ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন-এর কথা বলেছিল শাসক দল: চব্বিশ থেকে দক্ষিণপন্থার জোয়ার স্পষ্ট। জনগণের বড় একাংশের পছন্দের ভেতর দিয়েই যদি সেটা ঘটে, দেশ-বিদেশের রাজনীতি তাকে নিজ নিজ প্রয়োজন ও স্বার্থে স্বীকৃতি দেবে, কাছে পেতে চাইবে, ব্যবহার করবে। গণতন্ত্রের নামে কূটনীতি যদি 'সমাজের অস্তিত্ব' ১৮০ ডিগ্রি পাল্টে দিয়ে থাকে, তাহলে অপরিশোধিত পুরোনো শক্তি কোনো শূন্যতা পূরণ করতে আসবে? কোনো শূন্যতা তাকে ডাকছে?
আবার এ-ও সত্য, দক্ষিণপন্থার উত্থান নিশ্চিতভাবে সমাজে উদারনৈতিক শক্তির রাজনৈতিক চাহিদা তৈরি করবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় যেভাবে সিনেমার সামান্য একটা প্রদর্শনী বন্ধ করতে কয়েক গাড়ি পুলিশ পাঠাতে হলো, তাতে স্পষ্ট, বিএনপি উদারনৈতিক রাজনীতির স্বত্ব পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে না। মধ্যবিত্তের বড় একটা অংশের জন্য এ অবস্থা অস্বস্তি ও হতাশার। আয়তনে ছোট হলেও মতামত গঠনে তাদের প্রভাবশালী একটা ভূমিকা থাকে এ দেশে। তারা এখন রাজনৈতিক-সাংগঠনিক শূন্যতা অনুভব করছে কি না, সেটা অনুসন্ধানের জন্য একটা ভালো বিষয়।
চব্বিশের ক্ষমতাচ্যুতরা যে এ রকম শূন্যতা পূরণ করবে, তেমন নিশ্চিত অভয়ও ইতিহাসের মহাফেজখানায় নেই। বরং তাদের উত্থানচেষ্টা ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে এবং আশপাশে থাকা শক্তিসমূহকে কাছাকাছি নিয়ে আসার দুশ্চিন্তা তৈরি করে। সংঘাতের আবহও তৈরি হবে তাতে। ক্ষমতাচ্যুত দল বা তার যেকোনো নেতা-নেত্রীর ফেরার প্রশ্ন সংগত কারণে সংঘাতের শঙ্কাও বটে। বাংলাদেশের দিকে নেতিবাচক আন্তর্জাতিক মনোযোগও বাড়বে তাতে।
আসন্ন এই সংঘাত বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দ্বন্দ্ব হয়ে উঠবে কি না, সেটাও ভাবাচ্ছে দেশ-বিদেশের বিনিয়োগকারীদের। শান্তিকামীরা সেসব ভেবে এখনো হাত গুটিয়ে আছে।
এই রকম রাজনৈতিক পরিবেশে এ মুহূর্তের শাসক দল কতটা চালকের আসনে থাকতে পারবে, সেটা অনুমান করা এ মুহূর্তে দুরূহ। পরাজিতদের ফেরার আলাপ ও উত্তেজনা শাসকদের জন্য ফাঁদও হতে পারে, আবার এটা বারবার বাঘের গল্প শোনানো সেই রাখাল বালকের মতোও হতে পারে।
অর্থনীতির পুনর্গঠন বিলম্বিত হলে, বাজেটে করের বোঝা ভারী হলে, জ্বালানির দফায় দফায় দাম বাড়ায় মূল্যস্ফীতি অসহনীয় হয়ে উঠলে, বেকারত্ব বাড়ার পুরোনো ধারা না কমলে মানুষের মনোভাব পাল্টেও যেতে পারে। বড় প্রত্যাশা মানে বড় ঝুঁকি। '৩৬ জুলাই' বড় ঝুঁকি তৈরি করে রেখেছে এখনকার শাসকদের জন্য। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির সে রকম ব্যবধান বাড়তে থাকলে ক্ষমতাচ্যুতদের তরফ থেকে তার সুযোগ না নেওয়ার কারণ নেই।
এ দেশের মানুষ এখানকার পলিমাটির বৈশিষ্ট্যের মতো। পলিমাটি নদী, বন্যা বা বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে সহজেই এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বয়ে যায় এবং নতুন ভূমি বা প্লাবনভূমি তৈরি করে। পলিকণায় আঠালো ভাব কম থাকে, এ কারণে বায়ু বা পানির স্রোতে সহজে ক্ষয়ে যায়। আবার ইউরিয়া ও সারজাতীয় অতিরিক্ত ব্যবহারে এ মাটিতে অম্লত্বও বেড়েছে। এখানকার রাজনীতি অনেকটা ভূমির মতোই।
অম্লতা কমাতে ভূমি ব্যবহারকারীদের পুনর্ভাবনা দরকার। 'অম্লতা' মাটির মতোই সমাজের অণুজীব মারে, ভারী ধাতু বাড়ায়। বিএনপি তার ৩১দফার নির্বাচনী ইশতেহারের শুরুতেই বলেছিল 'ট্রুথ অ্যান্ড হিলিং কমিশন' গঠন করবে। অর্থাৎ রাজনীতির জমিনে সমন্বিতভাবে অম্লতা নিরসনের অঙ্গীকার ছিল তাদের। তারেক রহমানের মধ্যপন্থার প্রয়োজনীয় এক উপলব্ধি ছিল সেটা। শাসক দল কি এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগোবে এখন?
অর্থনীতির স্বার্থে রাজনৈতিক সংঘাত এড়ানোর উপায়গুলো খুঁজে দেখা দরকার এবং সেটা সংঘাতের আলামত শুরুর আগে হলেই ভালো। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতাকেই ট্রমামুক্ত থেকে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় উত্তরণ জরুরি বাংলাদেশের।
কিন্তু বেসরকারি একটা সংস্থার হিসাব উদ্ধৃত করে বিভিন্ন মিডিয়া বলছে, মে মাসেও অজ্ঞাতনামা লাশ উদ্ধার হয়েছে ৫৩টি এবং বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসে মারা গেছে ৩২ জন। ট্রমার তাড়া থেকে বাংলাদেশের কি তবে রেহাই নেই? বাংলাদেশ কি বারবার পুরোনো বন্দোবস্তেই ফিরবে?
'নতুন' দের ভালো পারফরম্যান্স ছাড়া 'পুরোনো' দের ফেরা বন্ধের উপায় কী! নাগরিকদের দিক থেকে এ মুহূর্তে অসহায়ত্ব বেশ অভিনব। দেশে নাকি বিরোধী দলও নেই! দফায় দফায় জ্বালানির দাম বাড়ছে, অথচ চারদিক সুনসান। এ এক অভিনব দুরবস্থা।
আলতাফ পারভেজ: গবেষক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক।

দেশ বাঁচাও কৃষক বাঁচাও

৬ পৃষ্ঠার পর

পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে কৃষকদের কে তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য দিতে হবে। যাতে করে তারা তাদের উৎপাদিত পণ্যগুলো বিক্রি করে তাদের জীবন জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। কৃষি প্রধান দেশ হিসেবে কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো সবার দায়িত্ব। আমরা কি সেই দায়িত্ব পালন করছি? উত্তর জানা নেই। সেই বস্তুটি আরো কপালে অনেক কৃষক তাদের খরচ ও উৎপাদন এর কথা চিন্তা করে ফসল উৎপাদন থেকে ছিটকে পড়ছে।
অনেক আবাদি জমি পতিত রয়েছে অনেকেই চাষ করে না দুখিয়ে হাহাকার করছে। জমির দিকে তাকানো যায় না এই সব জমিতে এক সময় কতো ফসল হয়েছে যে মাটিতে সোনাফলতো আজ তা পতিত পরিত্যক্ত হয়ে গেছে। এই সব জমিতে আগে ত্রিশ মনের বেশি ধান হতো প্রতি বিঘা জমিতে। চাষ করে যে ফসল হয় তাতে কৃষকরা লাভবান হয় না। যে সকল জমিতে কম ফলন হয় তাতে খরচ ও উৎপাদন সমান সমান হয়। তাই তারা ফসল উৎপাদনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। অনেকে আবার জমি বিক্রি করে অন্য কোথাও চলে গেছে কিংবা বেকার হয়ে পড়েছে।
দেশে বেকারত্বের সংখ্যা বাড়ছে। যাদের হাতে টাকা আছে তারা অল্প দামে জমি কিনে বেশি দামে বিক্রি করে রাতারাতি বড়লোক বনে যাচ্ছে। আর ভূমি দস্যুরা সেই সুযোগে কৃষকদের কে ঠকিয়ে কম দামে জমি কিনে অট্টালিকা করে বাড়ি নির্মাণ করতে শুরু করেছে।
কিংবা বেশি জমি একত্রে কিনে আবাসিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। যদি কৃষক উৎপাদন বিমুখ হয় এবং জমি ভূমি দস্যুর কাছে বিক্রি করে দেয়। তা হলে আস্তে আস্তে দেশে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিবে কৃষক কৃষির প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলবেন। এর কথা শুনে আমি বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করছি এবং আরো কয়েক জন কৃষক এর সাথে কথা বলেছি। সবাই একই কথা বলেছে।
তাই আমি বর্তমান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব যদি সরকার দেশের কৃষকদের কথা চিন্তা করে যেমন খাল খনন করতেছে তেমনি ভাবে কৃষকদের কথা চিন্তা করে যেন তাদের উৎপাদিত ধানের খরচ ও বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে। বিশেষ করে ধানের চাষ এর খরচ ও উৎপাদন করতে যে খরচ হয় কৃষকেরা যেন তার সঠিক মূল্য পায়। তাদের উৎপাদন খরচ ও বিক্রয় করার পর যেন সমান কিংবা কম মূল্য না হয়। সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি রাখতে হবে কৃষক তাদের জমিতে ধান চাষ করতে যে খরচ করে বিক্রি করার সময় যেন তার থেকে অধিক মূল্যে বিক্রি করতে পারে। যাতে করে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় এবং আরো উৎপাদনে উৎসাহিত হয়। যখন ফসল উত্তোলন করা হয় ঐ সময় ধানের দাম সাত/আটশত টাকা মন থাকে। ঐ সময় টা সরকার চাইলে আরো বেশি দামে ক্রয় করতে পারে।
তাতে কৃষকরা লাভবান হবে। কৃষকদের উৎপাদিত ফসল উৎপাদন পর্যন্ত খরচ হিসেব করে বাছির করে তাদের উৎপাদিত ফসলের মূল্য নির্ধারণ করে যদি সরকার প্রতিটি ফসলের উৎপাদন খরচ হিসেব করে বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে তাহলে কৃষক এবং ক্রেতা উভয়ই লাভবান হবে। যদি বিক্রেতা সঠিক দাম পায় এবং সরকার মনিটরিং করে তাহলে ক্রেতা ও ন্যায্য দামে কিনতে পারবে। এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা তাদের প্রতারণার মাধ্যমে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারবে না। যদি বাঁচে কৃষক তবেই স্বনির্ভর বাংলাদেশ।
সর্বোপরি বলতে চাই দেশ বাঁচাও কৃষক বাঁচাও।

বিদেশ সফরের ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর লাল দাগ: 'ডোবার পাশেই সমাধান'

৫ পৃষ্ঠার পর

মশা নিধন শেখার জন্য ফ্লোরিডা সফর বাতিলের ঘটনাটি তাই কেবল একটি সফর প্রত্যাখ্যানের গল্প নয়। এটি প্রশাসনিক সংস্কৃতি, দায়িত্ববোধ এবং বাস্তবমুখী শাসনব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে ভাবার একটি উপলক্ষ। শেষ পর্যন্ত জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একটিই-মশা কমেছে কি না, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এসেছে কি না। কারণ নাগরিকের বিচার সফরের গল্প দিয়ে নয়, ফলাফলের ভিত্তিতেই হয়।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

বাংলাদেশের উন্মেষ-ইতিহাসের অন্যতম সারথীর প্রস্থান

৭ পৃষ্ঠার পর

মুজিব।'
এরপর লাখো কণ্ঠে ধ্বনিত হলো 'বঙ্গবন্ধু' নাম। ইতিহাসের গতিপথ সেদিন যেন স্থির হয়েছিল। তোফায়েল আহমেদ পরবর্তী জীবনে বলেছিলেন, '২৩ ফেব্রুয়ারি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়ার দিন। একটা ছাত্রের জীবনে এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কি হতে পারে?' সত্যিই তাই। ইতিহাসের মহানায়কের অভিষেক, আর তার ঘোষক- এই ভূমিকাটি তাকে অমর করে রাখবে বাংলার প্রতিটি আন্দোলনের ইতিহাসে।
১৯৬৯ সালেই তোফায়েল আহমেদ ছাত্রলীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭০ সালের ৭ জুন আনুষ্ঠানিকভাবে আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে তিনি ভোলার দৌলত খাঁন-তজুমদ্দিন-মনপুরা আসন থেকে মাত্র ২৭ বছর বয়সে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর এলো বাঙালির জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়- মহান মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা শুরু হলে তোফায়েল আহমেদ প্রতিরোধের অংশ হয়ে ওঠেন। তিনি ছিলেন মুজিব বাহিনীর অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চার প্রধানের একজন। তার অধীনে ছিল পশ্চিমাঞ্চলের দায়িত্ব। তরুণ বয়সেই একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। অস্ত্র হাতে নয়, কৌশল আর সংগঠনের মাধ্যমে লড়েছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের প্রতিটি বাঁকে জড়িয়ে থাকবে তার অবদানের কথা।
দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের কাজ শুরু হয়। ১৯৭২ সালের ১৪ জানুয়ারি তোফায়েল আহমেদ প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক সচিব নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ছায়াসঙ্গী হয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়ায় জোট নিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৭৪ সালে লাহোরে ওআইসি শীর্ষ সম্মেলন, ১৯৭৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন- এমন নানা আন্তর্জাতিক সফরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গেছেন।
এ ছাড়া সাবেক যুগোস্লাভিয়া, ইরাক, জ্যামাইকায় অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ শীর্ষ সম্মেলনেও তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গী ছিলেন। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারী নিযুক্ত হন। তরুণ তোফায়েল তখন রাষ্ট্রের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কালরাতে সপরিবারে নিহত হন বঙ্গবন্ধু। একাত্তরের পরাজিত শক্তরা ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড ঘটায়। তোফায়েল আহমেদের জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। সেই বছরের ৬ সেপ্টেম্বর তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। টানা ৩৩ মাস কারাগারে কাটান। ১৯৭৯ সালে কুষ্টিয়া কারাগারে বন্দী থাকা অবস্থায়ও দলের প্রতি আনুগত্য অটুট রাখেন, নির্বাচিত হন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক।
কারামুক্তির পর শুরু হয় সংগ্রামের নতুন অধ্যায়। আওয়ামী লীগকে পুনর্গঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৮৬, ১৯৯১ এবং ১৯৯৬ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পরপর তিনবার ভোলার নিজের প্রিয় আসন (পরে ভোলা-১) থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৯৬ সালের ২৩ জুন শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। দেশের শিল্পায়ন ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে তার নেওয়া নীতিমালা আজও সুফল বয়ে চলেছে।
পরবর্তী সময়ে ২০০৮, ২০১৪, ২০১৮ এবং ২০২৪ সালের নির্বাচনেও টানা জয়লাভ করেন। নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ জাতীয় সংসদের সদস্য ছিলেন। ২০১৩ সালের ১৮ নভেম্বর নির্বাচনকালীন সরকারের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন, পরে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সামলান। ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে জয়ের পরও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়েই ছিলেন। প্রবীণ বয়সেও দলের সংকটে নীতিনির্ধারক ভূমিকা রেখেছেন। সর্বমোট ৯ বার জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। রাজনৈতিক জীবনে কারাভোগ করতে হয়েছে অসংখ্যবার, কিন্তু কখনো স্বৈরাচারের কাছে মাথা নত করেননি, দলের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি।
তোফায়েল আহমেদের জীবন মানেই বাংলাদেশের রাজনীতির দশকের পর দশকের ইতিহাস। তিনি দেখেছেন ভাষা আন্দোলন পরবর্তী অস্থিরতা, পঞ্চাশের দশকের শেষভাগে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন, ছয় দফার ভিত্তিতে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের উত্থান। নিজে নেতৃত্ব দিয়েছেন ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে। প্রত্যক্ষ করেছেন বঙ্গবন্ধুর জাদুকরি নেতৃত্বে একটি জাতির স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জনের সংগ্রাম। যুদ্ধ করেছেন মুক্তিযুদ্ধে। যন্ত্র মেনেছেন পঁচাত্তরের হত্যাকাণ্ডের বেদনায়, কিন্তু ভেঙে পড়েননি। এরপর এরশাদ-বিরোধী আন্দোলন, নব্বইয়ের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম, একুশ শতকের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন- সবখানেই তার উপস্থিতি ছিল নীরব অভিভাবকের মতো। দলের কঠিন সময়ে ছায়ার মতো পাশে থেকেছেন বঙ্গবন্ধুকন্যার। আবার প্রয়োজনে সমালোচনাও করেছেন, নীতি-আদর্শের প্রশ্নে আপস করেননি কখনো, সমালোচনা করে হাসিনার রোষানলে পড়ে নিষ্ক্রিয় এবং অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছেন দলে।
ব্যক্তি তোফায়েল আহমেদ ছিলেন সাদামাটা, নিরহংকার। ক্ষমতার শীর্ষে থেকেও সাধারণ জীবনযাপন করেছেন। স্ত্রী আনোয়ারা বেগম ও একমাত্র কন্যা ডা. তাসলিমা আহমেদ জামান মুন্নীকে ঘিরে ছিল তার সংসার। কন্যা চিকিৎসক, সমাজসেবায় যুক্ত। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কখনো বিতর্কে জড়াননি। সাক্ষাৎকারে স্মৃতিকাতর হয়ে উঠতেন, বলতেন সেই উত্তাল দিনগুলোর কথা, রেসকোর্স ময়দানের লাখো মানুষের ঢল, বঙ্গবন্ধুর কাছে ছুটে যাওয়া, মুক্তিযুদ্ধের রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। ইতিহাসের নানা চরিত্রকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তবু নিজে কখনো আত্মপ্রচারে বিশ্বাসী ছিলেন না। বরং পর্দার আড়ালেই থাকতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। তবে দলের প্রয়োজনে যখনই ডাক পড়েছে, ছুটে গেছেন। ভোলার মানুষের কাছে তিনি ছিলেন 'তোফায়েল ভাই'- একনিষ্ঠ অভিভাবক, যাকে যেকোনো সমস্যায় পাশে পাওয়া যায়।
তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে বাংলাদেশের রাজনীতির একটি বিশাল শূন্যতা তৈরি হলো। ৮২ বছরের পথ চলায় তিনি যা অর্জন করেছেন, তা বিশাল মহিরুহসম। ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারির রেসকোর্স ময়দানের সেই বিকাল, লাখো কণ্ঠের 'বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি- সেই ছবির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়ানো তরুণটি চিরতরে মিশে গেলেন মহাকালে। কিন্তু তার কাজ, আদর্শ, সংগ্রাম বাঙালিকে চিরদিন অনুপ্রাণিত করবে।
রাজনীতির উত্থান-পতন, পাওয়া-না পাওয়ার হিসেবের ঊর্ধ্বে উঠে তোফায়েল আহমেদ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন একজন ইতিহাস-পুরুষ হিসেবে। বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনের সমাপ্তি ঘটল। ওপারে ভালো থাকবেন তোফায়েল ভাই। আপনার হাতে ঘোষিত 'বঙ্গবন্ধু' নামটি যতদিন বাংলা ভাষা, বাংলাদেশ এবং বাঙালি টিকে থাকবে, ততদিন অম্লান থাকবে। আর আপনার নামটিও জড়িয়ে থাকবে সেই ইতিহাসের প্রতিটি পরতে পরতে। ইতিহাসের মহানায়ক, বিদায়।

ভূরাজনীতির চক্করে বাংলাদেশ

১২ পৃষ্ঠার পর

'অ্যাকুইজিশন অ্যান্ড ক্রস-সার্ভিসিং অ্যাগ্রিমেন্ট' (ACSA) এবং 'জেনারেল সিকিউরিটি অব মিলিটারি ইনফরমেশন অ্যাগ্রিমেন্ট' (GSOMIA) চুক্তি দুটি স্বাক্ষরের পর মার্কিন নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরে তাদের অপারেশনাল সক্ষমতা ও কৌশলগত অবস্থান জোরদার করতে পারবে। এর আগে ১৪ মে ২০২৬ তারিখে জ্বালানি খাতে কৌশলগত সহযোগিতার লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষরিত হয়। ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন জ্বালানি বিভাগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানিমন্ত্রী ক্রিস রাইট এ এমওইউ স্বাক্ষর করেন। এই এমওইউতে উল্লেখযোগ্য দিকগুলো হলো: এলএনজি, এলপিজি, তেলসহ অন্যান্য জ্বালানি পণ্য প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির পথ সুগম হবে। এর আওতায় আগামী ১৫ বছরে প্রায় ১৫ বিলিয়ন ডলারের জ্বালানি পণ্য কেনার সম্ভাবনা রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর জ্বালানিনির্ভরতা কমিয়ে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ এমওইউ বা শেষ পর্যন্ত চুক্তিটি ভূমিকা রাখবে। এ ছাড়া তেল, গ্যাস, ভূতাপীয় শক্তি এবং বায়ো এনার্জি খাতে যৌথ গবেষণা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের সুযোগ তৈরি হবে। জ্বালানির পাশাপাশি লুইজিয়ানা-ভিত্তিক আর্জেন্ট এলএনজির সঙ্গে ২০ বছর মেয়াদে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস আমদানির আরেকটি প্রাথমিক চুক্তিও সম্পন্ন হয়েছে।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে শুল্ক হ্রাস, অশুল্ক বাধা অপসারণ, ডিজিটাল বাণিজ্য, শ্রম অধিকার, পরিবেশ সুরক্ষা, জাতীয় নিরাপত্তা সহযোগিতাসহ বিস্তৃত বিষয়ের ওপর 'আনডিসক্লোজড' (গোপন) চুক্তি স্বাক্ষর করে। ২০২৬ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে 'বাণিজ্য চুক্তি' স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির বিষয়গুলোর ওপর যুক্তরাষ্ট্রের সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ বলে দেয়, এ চুক্তির মূল লক্ষ্য ছিল ট্রাম্প প্রশাসনের অনুগ্রহ পাওয়ার আশায় বাংলাদেশকে সরাসরি মার্কিন প্রভাব বলয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া। অবশ্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বলেছেন, "যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো ধরনের গোপন চুক্তি বা চুক্তির আওতায় জ্বালানি আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতি নেওয়ার দাবি 'সম্পূর্ণ মিথ্যা'। বিদ্যমান সব চুক্তিই প্রকাশ করা হয়েছে।"
সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও এ চুক্তিটি সম্পর্কে অন্তর্বর্তী সরকার জাতিকে অবহিত করার প্রয়োজন মনে করেনি। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। ১৫ মে ওয়াশিংটন ডিসিতে চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। সাশ্রয়ী মূল্যে যুক্তরাষ্ট্র থেকে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি) এবং অন্যান্য জ্বালানি পণ্য আমদানির পথ সুগম করা। মধ্যপ্রাচ্যের ওপর জ্বালানি নির্ভরতা কমিয়ে বাংলাদেশের জ্বালানি উৎসে বৈচিত্র্য আনা এবং দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
তেল, গ্যাস, জিওথার্মাল এবং বায়োএনার্জি খাতে গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে দুই দেশ যৌথভাবে কাজ করবে। প্রতি বছর ৩৫০ কোটি ডলারের বিভিন্ন ধরনের পণ্য কিনতে হবে। সামরিক সরঞ্জামাদি কেনার পরিমাণ বাড়াতে হবে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে সঙ্গে করা বাণিজ্য চুক্তিতে উল্লিখিত চারটি বিষয়ের ওপর চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকার। জাতীয় সংসদেও এ চারটি চুক্তির ওপর সরকারি বা বিরোধী দল কোনো আলোচনাই উত্থাপন করেনি।
অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, চুক্তির আংশিক বাস্তবায়ন হওয়া মানেই পুরো চুক্তি বাস্তবায়ন হওয়ার পথে। প্রশ্ন হচ্ছে, আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট ট্রাম্পের অতিরিক্ত কর আরোপ করা নাকচ করে দিয়েছেন। আমেরিকার বন্ধু দেশের সংগঠন ইউরোপীয় ইউনিয়নও নাকচ করেছে। বাংলাদেশ ছয় মাসের মধ্যে পর্যালোচনা করতে পারত, কিন্তু বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলই চুক্তির বিষয়ে নীরব। জামায়াতে আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তিকে 'বাস্তবতার আলোকে' দেখতে বলেছেন।
আসলে সত্যটা কী, তা পাঠকের বিচার-বিশ্লেষণের জন্য চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো গত ৩০ এপ্রিল কলকাতায় 'মার্কিন বাণিজ্য চুক্তির ফাঁদে বাংলাদেশ' শিরোনামে প্রকাশ হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র তিন দিন আগে অন্তর্বর্তী ইউনূস সরকার আমেরিকার সঙ্গে অনেক বিষয় নিয়ে চুক্তি করে বাংলাদেশকে চুক্তি করার ফাঁদে ফেলেছে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভবিষ্যতে চুক্তির ভিত্তিক দেখা যেতে পারে।
লেখক: সাংবাদিক ও কলামিস্ট।

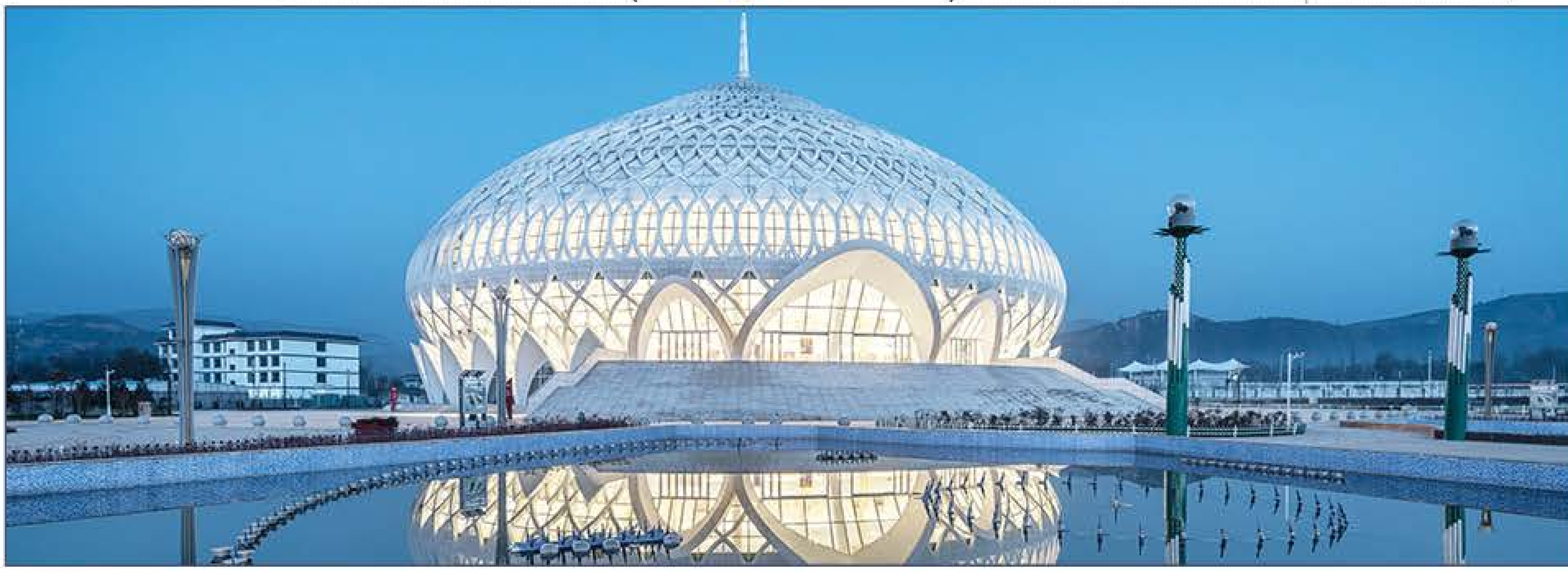

নেক আমলের কল্যাণ ও বরকত

শায়খ ড. আবদুল বারি বিন ইওয়াজ আস-সুবাইতি

আল্লাহ যখন কোনো বান্দাকে তাওফিক দেন, তখন তিনি তার মনে নেক আমলের ভালোবাসা জাগিয়ে দেন ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাকে এ কাজে দৃঢ় রাখেন।

যার অন্তরে নেক আমলের প্রতি ভালোবাসা থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়। তার জীবন শান্তি ও প্রশান্তিতে ভরে ওঠে। এই নেক আমল মুমিন বান্দার রসদ- এটা ঈমানের ফল ও আল্লাহর সন্তুষ্টির নিদর্শন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদের তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।' (সুরা নাহল : ৯৭)

আল্লাহর বড় অনুগ্রহ হলো, তিনি নেক আমলের ধারণাকে অনেক বিস্তৃত করেছেন।তিনি একে শুধু বাহ্যিক বা ব্যক্তিগত ইবাদতের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং এতে অন্তরের আমল, একক ও সম্মিলিত আমল সবই অন্তর্ভুক্ত। যেমন- নামাজ, জাকাত, রোজা, হজ, কোরআন তেলাওয়াত, আল্লাহর জিকির, পিতা-মাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা, ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে নিষেধ, এতিমের দায়িত্ব নেওয়া, অজ্ঞকে শিক্ষা দেওয়া, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করা ও মানুষের প্রয়োজন পূরণ করা।

আদি ইবনু হাতিম (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 'তোমরা জাহান্নাম থেকে আত্মরক্ষা করো এক টুকরা খেজুর সদকা করে হলেও।' (বোখারি : ১৪১৭)

নেক আমলের বরকত শুধু আখেরাতে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়াতেও এর সুফল পাওয়া যায়। আল্লাহ বান্দার অন্তরে শান্তি দেন, তার মনে প্রশান্তি দান করেন, তাকে মানুষের মধ্যে প্রিয় করে তোলেন, তার রিজিক, বয়স ও এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

নবীজির (সা.) রওজা জিয়ারত ও আদব

মাসরুর আহমাদ

হিজরতের পর রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় প্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। এই মসজিদে তিনি নামাজ পড়তেন এবং সাহাবিদের ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। রাসুল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তাকে মসজিদে নববির পাশে আয়েশা (রা.)-এর ঘরে দাফন করা হয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর দাফন কোথায় হবে এ নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। কেউ বলেন, মসজিদে নববির মিম্বরের কাছে দাফন করা হোক, কেউ বলেন, জান্নাতুল বাকিতে দাফন করা হোক। পরিশেষে আবু বকর সিদ্দিক (রা.) বলেন, 'আমি রাসুলকে (সা.) বলতে শুনেছি, নবীরা যেখানে মৃত্যুবরণ করেন তাকে সেখানেই দাফন করা হয়। (অন্য কোথাও দাফন করা হয় না)।

এ মীমাংসার পর রাসুল (সা.) আয়েশা (রা.)-এর ঘরের যে বিছানায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেখানেই দাফনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবু তালহা (রা.) নবীজির দেহ মোবারক উঠিয়ে একপাশে রাখলেন। তারপর সে স্থানে কবর খনন করা হলো। (আর রাহিকুল মাখতুম : ৮৪০)

রাসুল (সা.) এর কবরকে রওজা মোবারক বলা হয়। হজ ও উমরার সফরে মুসলমানেরা মদিনায় মসজিদে নববির পাশে অবস্থিত রওজা শরিফে গিয়ে জিয়ারত করেন। রাসুল (সা.) এর হাদিসেও তার রওজা জিয়ারতের এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

কাবাঘরে হামলার কালো অধ্যায়

আবদুল্লাহ আল মুবাশ্বির

১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাস। কাবা শরিফের প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০ হাজার মুসল্লির সমাগম হলো। ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সুবাইলের ইমামতিতে মাত্র ফজরের নামাজ শেষ হলো। সালাম ফেরানোর পরপরই শুরু হলো চারদিক থেকে মুহুর্মুহু গোলাগুলির শব্দ। হজ করতে আসা বিভিন্ন আরবি-অনারবি মুসল্লি ভয়ে ছোটাছুটি শুরু করল। তিন শতাধিক সশস্ত্র সন্ত্রাসী পাহারায় নিয়োজিত পুলিশদের হত্যা করল। তারা কাবার প্রধান প্রবেশদ্বারগুলো বন্ধ করে মুসল্লিদের দিকে অস্ত্র তাক করল। অন্য একটা দল কাবার ভূগর্ভস্থ থেকে বেরিয়ে আকাশে গুলি ছুড়তে লাগল। সম্পূর্ণ ঘটনা যেন চোখের পলকেই ঘটে গেল। সামনের কাতার থেকে একজন বেশ আক্রমণাত্মক হয়ে উঠল। কাবার ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সুবাইলের কাছ থেকে মাইক কেড়ে নিল। মাইক হাতে লোকটি সৌদি সরকারের দুঃশাসন ও দুর্নীতির বিবরণ দিতে লাগল।

দুঃশাসনের ফিরিস্তি ও ইমাম মাহদি দাবি : মুসল্লিরা স্তম্ভিত।

মাইক হাতে নিল জুহাইমান আল-ওতাইবি। সে এক সময় সৌদি ন্যাশনাল গার্ডে চাকরি করত। সে এ পুরো আক্রমণের নেতা। সৌদি সরকারের দুঃশাসনের ফিরিস্তি ও পৃথিবীজুড়ে অন্যায় ও পাপকর্মের বিবরণ দিয়ে জুহাইমান উপস্থিত ৫০ হাজার মুসল্লিকে বোঝাতে চাইল, একটা পরিবর্তন আবশ্যক। লম্বা একটা সময় এভাবে বক্তৃতা চলতে থাকল। হঠাৎ মুসল্লিদের হতবিহ্বল করে জুহাইমান বলল, 'একমাত্র ইমাম মাহদির কাছেই আছে পরিত্রাণের উপায়। তিনি আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন।' এরপর সে বলা শুরু করল, রাসুল (সা.) ইমাম মাহদির আগমন সম্পর্কে কী কী বলে গেছেন। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে ঘটনার আকস্মিকতা কাটার আগেই সে আরেকজন লোককে দাঁড়াতে বলল। সেই ব্যক্তি দাঁড়াল। ধীরগতিতে এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

চিন্তামুক্ত থাকার দোয়া

ফাহিম হাসান

মনকে চিন্তামুক্ত রাখতে অনেকেই অনেক ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। এজন্য উপযোগী টিপসগুলো মেনে চলা উচিত। একইসঙ্গে আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে তার কাছে দোয়া করা উচিত। এখানে একটি দোয়া তুলে ধরা হলো, যার মাধ্যমে আল্লাহতায়ালা দুশ্চিন্তা দূর করতে সাহায্য করবেন। বাংলা উচ্চারণ : হাসবিয়াল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়া, আলাইহি তাওয়াক্কালতু, ওয়া হুওয়া রাব্বুল আরশিল আজিম। বাংলা অর্থ : আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো উপাসক নেই, তার প্রতি ভরসা করেছি, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

দোয়ার ফজিলত

আবু দারদা (রা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-বিকাল সাতবার সত্য দিলে (অর্থাৎ আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রেখে) এই দোয়া পড়বে, অথবা ফজিলতের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া এমনিই দোয়াটি পড়বে, আল্লাহতায়ালা তাকে (দুনিয়া আখিরাতের) সব ধরনের চিন্তা থেকে হেফাজত করবেন। (আবু দাউদ)।

আল্লাহর ওপর ভরসা

বিপদআপদ এবং যেকোনো মুহূর্তে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখা উচিত। পবিত্র এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

নামাজের সময় সূচি

Prayer Times For New York City — জুন ২০২৬

তারিখ	ফজর	সূর্য	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
05	3:48	5:26	12:55	4:54	8:24	10:02
06	3:47	5:25	12:55	4:54	8:24	10:03
07	3:47	5:25	12:55	4:55	8:25	10:03
08	3:46	5:25	12:55	4:55	8:26	10:04
09	3:46	5:25	12:55	4:55	8:26	10:05
10	3:46	5:24	12:56	4:55	8:27	10:06
11	3:45	5:24	12:56	4:56	8:27	10:06

source: salahtimes.com

Ranking the 2028 Republican presidential contenders

Continued from page 18

protected speech as "dangerous as hell." He has warned against Trump's tariffs and recently said he can't support one of the president's controversial picks for ambassador.

Trump himself? Trump has said he'd "love to" run for a third term. He can't, though, because a president cannot serve more than two terms. "The Constitution is very clear about that," said Josh Chafetz, a constitutional law expert at Georgetown University. Even if he wanted to start a constitutional crisis to stay in power, Trump may not have the backing of some of his most loyal supporters in Congress. "It's pretty clear," Trump told reporters after talking privately with House Speaker Mike Johnson (R-Louisiana) about this. "I'm not allowed to run." Plus, his 2024 win made him the oldest person elected president, and he will be 82 in 2028. But Trump's musings about another term aren't something to entirely discount as he pushes to amass presidential power in a way no modern president has.

Kristi L. Noem: Trump considered Noem for vice president when she was governor of South Dakota. She now leads the Department of Homeland Security, where she is responsible for carrying out his mass deportation agenda. It has become one of Trump's best-known — and controversial — policies, and Noem has owned it: She has toured the desolate Salvadoran megaprison where his administration shipped alleged Venezuelan gang members without due process. "If you're here illegally, you're next," she has said. She may be best known nationally for writing about how she fatally shot the family dog.

Robert F. Kennedy Jr.: Trump's controversial health secretary has roiled American public health, with former surgeons general who served in administrations of both parties warning he's a danger, some of the nation's premier public health experts resigning in protest of his vaccine-skeptic policies and Republican senators questioning his commitment to keeping vaccines easy to get. Kennedy and his supporters say that is by design. And the former Democratic (and independent) presidential candidate is influencing the Republican Party and its leaders; Trump now regularly shares unfounded vaccine skepticism.

Tulsi Gabbard: Like Kennedy, the director of national intelligence also ran for president as a Democrat. Trump has long been skeptical of the intelligence community after it determined Russia tried to help him win in 2016, and Gabbard, who oversees the nation's intelligence agencies, purged — and, her critics say, undermined — the community she leads. This summer, she announced she had uncovered a "treasonous conspiracy" led by former president Barack Obama to harm Trump's first term, an allegation that lacks concrete evidence and seemed designed to help distract from MAGA uproar about Jeffrey Epstein.

Spencer Cox or another not-quite-MAGA candidate: Utah's governor is the least likely potential candidate on this list to get traction because he approaches Republican politics differently than Trump does. "We just need every single person in this country to think about where we are and where we want to be," he said after Kirk was killed in his state. Republican strategists expect someone like Cox — or perhaps former U.N. ambassador Nikki Haley or even former vice president Mike Pence — to run for president as an alternative to Trumpism.

Tofail Ahmed laid to rest beside his mother in Bhola

Continued from page 19

lifelong dedication to the development of Bhola. Several attendees were seen in tears as they paid their final respects. Security personnel, along with activists from various political organisations, were seen stationed at different points during the funeral proceedings.

Tofail Ahmed passed away at around 3:30pm on Monday while undergoing treatment at Square Hospital in Dhaka. His first funeral prayer was held after Maghrib prayers at Takwa Mosque in Dhanmondi, attended by leaders of different political parties, former ministers, distinguished citizens and members of the public.

Khalilur elected UNGA president

Continued from page 19

intensive diplomatic efforts undertaken by Bangladesh within a limited timeframe, and the extensive experience, professional excellence, and international standing of Khalilur Rahman. At the time the BNP-led government assumed office, less than three months remained before the election, it said.

"Despite the limited preparation period, Prime Minister Tarique Rahman took a firm and decisive position in support of Bangladesh's candidacy. By nominating Foreign Minister Dr. Khalilur Rahman, he expressed strong confidence that Bangladesh would emerge victorious through focused diplomatic engagement and strategic outreach to Member States."

In this context, the prime minister recalled Bangladesh's successful election to a non-permanent seat on the United Nations Security Council in 1978.

নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারন সভা ১০ জুন

৬৪ পৃষ্ঠার পর

আশা রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যা ৭টায় শুরু হওয়া এ সভায় সংগঠনের সদস্য, শুভানুধ্যায়ী ও কমিউনিটি নেতৃবৃন্দকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। সভায় আসন্ন বাংলাদেশ সোসাইটি নির্বাচনে সংগঠনের ভূমিকা ও করণীয়, সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম ও কমিটি সংক্রান্ত বিষয় এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ ইনক-এর সভাপতি রাকেশ তালুকদার এবং সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ এক বিবৃতিতে সকল সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

পুশইন ঠেকিয়ে দিল বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষীরা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

মহেশপুরের সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের একটি প্রিজনভ্যানে করে ৩০-৩৫ ব্যক্তিকে সীমান্ত গেট খুলে বাংলাদেশে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করা হয়। বিজিবি টহলদল ও স্থানীয় জনসাধারণের তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের মুখে বিএসএফ উক্ত ব্যক্তিদের পুনরায় ভ্যানে তুলে অন্যত্র সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

বিজিবির খুলনা ব্যাটালিয়নের (২১ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ যশোরের গোগা ও রুদ্রপুর সীমান্ত এলাকায় কয়েকজন নারী-পুরুষকে পুশইনের উদ্দেশ্যে সীমান্তের কাছে অবস্থান করতে দেখা যায়। বিজিবির প্রতিরোধমূলক তৎপরতার ফলে বিএসএফ তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়।

জয়পুরহাট ব্যাটালিয়নের (২০ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ কয়া ও বাবুলেনপুর সীমান্তের বিপরীতে ভারতের অভ্যন্তরে প্রায় ১০ ব্যক্তিকে একত্রিত করে পুশইনের প্রস্তুতির তথ্য পাওয়া যায়। পুশইন প্রতিরোধে বিজিবির তাৎক্ষণিক সতর্কতামূলক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করার ফলে বিএসএফের পুশইন অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এছাড়াও চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৫৩ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ সীমান্তের বিপরীতে ১৪৯ ও ৭১ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ ক্যাম্পের নিকটবর্তী তিনটি হোল্ডিং সেন্টারের তালিকা থেকে বাদ পড়া চারজন মুসলিম নাগরিককে বাংলাদেশে পুশইনের উদ্দেশ্যে রাখা হয়েছে বলে গোয়েন্দা ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সূত্রে জানা যায়। বিজিবি সেখানে কঠোর অবস্থান ও গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করেছে।

ঠাকুরগাঁও ব্যাটালিয়নের (৫০ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ হরিপুর সীমান্তের বিপরীতে ৮৭ ব্যাটালিয়ন বিএসএফের কাকরমনি ক্যাম্পের টহলদল দুজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে নিজেদের হেফাজতে রেখেছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে।

এদিকে পঞ্চগড়ের ব্যাটালিয়নের (১৮ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ রওশনপুর সীমান্তে বিএসএফ এক ব্যক্তিকে পুশইন করা হলে স্থানীয় জনগণ তাকে আটক করে বিজিবিকে অবহিত করে। পরবর্তীতে বিজিবি ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাকে ভারতের অভ্যন্তরে ফেরত পাঠায়।

মহানন্দা ব্যাটালিয়নের (৫৯ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ চাঁপাইনবাবগঞ্জের সোনামসজিদ সীমান্তের বিপরীতে ভারতের মালদা জেলার ইংলিশ বাজার থানাধীন চন্দনপার্ক নামক স্থানে ভারতীয় পুলিশের স্থাপিত একটি হোল্ডিং সেন্টারে আটক ২২ জনকে পুশইনের লক্ষ্যে বিএসএফের কাছে হস্তান্তরের তথ্য পাওয়া যায়। বিজিবি সেখানে কড়া নজরদারি অব্যাহত রেখেছে।

সিলেট ব্যাটালিয়নের (৪৮ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ উৎমাছড়া সীমান্ত এলাকায় সন্দেহভাজন দুই ব্যক্তিকে স্থানীয় জনগণ আটক করে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে। যাচাই-বাছাই শেষে তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসেবে শনাক্ত করার পর প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ভারতে পুশব্যাক করা হয়েছে।

এ ছাড়া নেত্রকোনা ব্যাটালিয়নের (৩১ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ কড়ইগড়া সীমান্তের বিপরীতে ভারতের আসাম রাজ্যের মহেন্দ্রগঞ্জ থানাধীন বালিশী গীতগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১৫-২০ ব্যক্তিকে বাংলাদেশে পুশইনের উদ্দেশ্যে একত্রিত করে রাখা হয়েছে বলে তথ্য পাওয়া গেছে। সীমান্তের একটি অংশে প্রাকৃতিক কারণে কাঁটাতারের বেড়া না থাকায় ওই এলাকা দিয়ে পুশইনের সম্ভাবনা বিবেচনায় বিজিবি সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে।

বিজিবি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানাচ্ছে সীমান্ত দিয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না। আন্তর্জাতিক সীমান্ত ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান আইন এবং দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার পরিপন্থী যেকোনো পুশইন প্রচেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। সীমান্তে বিজিবির গোয়েন্দা নজরদারি, টহল ও অপারেশনাল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। দেশের সার্বভৌমত্ব ও সীমান্ত নিরাপত্তা রক্ষায় বিজিবি সর্বদা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছে।

More than 100 Astoria residents join protest against 31st Street redesign

Continued from page 19

with a number of local businesses and residents who said the plan would present a hazard for pedestrians and motorists while also reducing access to local businesses and inhibiting emergency service response times.

In its initial proposal, the DOT called for curbside protected bike lanes along a mile-long stretch of 31st Street from 36th Avenue to Newtown Avenue. The agency's expanded and updated proposal calling for a much larger redesign, stretching from Northern Boulevard to 20th Avenue, a distance of roughly 2.5 miles.

Queens Community Board 1 voted overwhelmingly in favor of recommending the new redesign following a packed and impassioned monthly meeting in April, backing proposals for curbside protected bike lanes, painted pedestrian islands to shorten pedestrian crossings, hardened daylighting and reorganized travel lanes. The DOT also asserted last month that it has addressed the issues that Buggs raised in her initial ruling.

Opponents continue to raise concerns

Opponents of the plan, however, gathered in a parking lot near the intersection of 31st Street and Ditmars Boulevard Wednesday to rail against the redesign.

The rally, organized by the 31st Street Business Association, argued that the planned redesign "won't work," arguing that 31st Street is one of the most congested streets in the neighborhood and that the plan would siphon vehicular traffic to smaller, surrounding streets. Attendees also argued that 31st Street is too dangerous for bike lanes.

George Delis, a former district manager for CB1, told the crowd that the redesign "makes no sense whatsoever." Delis pointed to part of the planned redesign aiming to convert a section of the street between 20th Avenue and Ditmars Boulevard into a north-bound one-way corridor, which the DOT says would reduce turning conflicts at three major intersections.

"Where are the trucks going to go? If you live on 29th Street, if you live on 33rd Street, they're going to be going down your street," Delis said. "It's a stupid plan.

"I'm not against bike lanes, but there are places where they belong and places where they don't belong. Putting a bike lane down 31st Street, which is the most congested street in our community, doesn't make sense." *(Source –Astoria post, By Shane O'Brien)*

Queens residents sue city's 'worst landlord' over crumbling building

Continued from page 19

Amber Gill, a tenant leader for the building, said a mold infestation in her apartment has repeatedly left both her and her family severely ill, and caused her son to regularly miss school due to sickness. Gill said she is immunocompromised, and ended up in the ICU last November after the mold infestation made her septic.

Despite reporting the issue to her landlord, Gill said they never sent anyone to fix the mold or the other problems in her apartment.

The resident also had to pay over $3,000 out of her own pocket to fix a gas stove after it was broken for 32 days, she said.

"The conditions in our apartments have affected far more than our comfort, they have affected our wealth, finance and daily lives," Gill said on Monday. "The only thing I received was broken promises from A&E that 'we will fix it tomorrow.' I am here to tell you, tomorrow never came."

Other tenants reported experiencing similar issues, including having no hot water during a two-week snow storm that occurred last winter.

In July 2025, tenants sent a list of apartment and common area repairs that required urgent attention, but said they never got a response.

Bianca Zarate-MacPherson, a senior staff attorney with the Tenant Rights Coalition of Legal Services NYC's Queens office who represents the tenants, said the lawsuit was brought forward after years of reporting violations failed to produce meaningful improvements. "The tenants have done their due diligence," Zarate-MacPherson told the Eagle. "They have reached out to A&E management personally, nothing happened. They called 311, had hundreds of violations placed in their building, nothing happened. They sent a demand letter to management with the list of conditions, and still with that, nothing happened." "The next course of action is to take the landlord to court for these repairs," Zarate-MacPherson added.

During the rally, tenants were joined by Queens Assemblymember Jessica González-Rojas, who said A&E's neglect is a common source of problems for buildings across Queens. "In my district, we have countless cases of A&E's abuse, over and over again," González-Rojas said. "This is not just one building, this is about whether working class New Yorkers, immigrant families, seniors and long-time residents can remain in the communities they help build and trust that the laws will protect them."

During the hearing, attorneys representing both the tenants and A&E acknowledged the building had at one point accumulated over 600 violations in a single year. Many of those were resolved or addressed in some way before the hearing on Monday, but by the time the lawsuit was filed, the building still had 372 open violations with HPD.

As of Monday, June 1, the 41-25 Case St. building had 362 open violations.

Speaking before Queens Judge Shorab Ibrahim on Monday, Zarate-MacPherson and other Legal Services NYC attorneys requested the court force A&E to take serious action to address the building's poor conditions.

Ibraham adjourned the case until Wednesday, June 3, but indicated during the hearing he was strongly inclined to grant the tenants' request.

A&E said that it's made many improvements to the building over the years.

"We have invested $4.5 million into 41-25 Case Street to improve living conditions for residents and deliver the quality of housing they need and deserve," a spokesperson for the landlord said. "This is a significant investment that has made a meaningful difference in the form of electrical upgrades, window replacements, new boilers, and the closure of 2,000 work orders. Our progress shows why relying solely on the raw amount of HPD violations does not tell the full story, as many violations are duplicates or unable to be addressed if residents do not grant access to their homes for necessary repairs, to say nothing of the many currently closed pending inspection."

"Most importantly, it demonstrates our commitment to the building and its community, and we welcome the opportunity to work directly with residents to address each concern they may have rather than through litigation," they added.

The landlord of 41-25 Case St., Margaret Brunn, is an A&E executive who was ranked as the city's worst landlord in 2025 by New York City Public Advocate Jumaane Williams.

Brunn is also the landlord of 43-09 47th Ave., a Sunnyside building that suffered a major fire that left 14 people injured and 250 people displaced on Dec. 20, 2023. Last February, residents of the Sunnyside building and Queens elected officials called on A&E to pay $6 million to repair the building, an amount that A&E claimed hasn't been paid because of issues with their insurance company.

In January 2026, A&E agreed to pay $2.1 million in a settlement with HPD for violations accumulated in 14 buildings across three boroughs. Roughly 750 tenants live in the buildings, and reportedly dealt with bed bugs, fire hazards, broken elevators and many other issues. Among the buildings included in the settlement was the A&E-owned apartment building at 35-64 84th St. in Jackson Heights.

When Mayor Zohran Mamdani announced the settlement back in January, he said it would be the first of many legal actions the city would take to address A&E's history of violations.

"For years, A&E has operated with callous disregard for those residing in its properties, racking up over 140,000 total violations," Mamdani said at the time. "This is not just a failure to serve those to whom it holds an obligation, it is a cruelty to over tens of thousands of New Yorkers." *(Source- Queens Daily Eagle)*

ট্রাম্প শুরু করেন, শেষ করতে পারেন না...

১২ পৃষ্ঠার পর

অনন্তকাল ধরে নিষ্ফল বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র আগ্রহী নয়।

এ পরিস্থিতিতে ইউক্রেন যুদ্ধ চলছেই। দুই পক্ষই আলোচনায় আস্থা হারিয়েছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি ট্রাম্পের ওপর থেকে আস্থা হারিয়েছেন বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে দ্রুত ও সহজে যুদ্ধ শেষ করার যে প্রতিশ্রুতি ট্রাম্প দিয়েছিলেন, তা অপূর্ণই রয়ে গেছে।

এখন বিশ্বের নজর ইরান যুদ্ধের দিকে। প্রশ্ন উঠছে-ট্রাম্প কি এ সংঘাতের শেষ টানতে পারবেন, নাকি এখানেও দীর্ঘস্থায়ী অচলাবস্থা তৈরি হবে? আপাতত পরিস্থিতি 'না যুদ্ধ, না শান্তি' অবস্থায় আটকে আছে। এ অবস্থায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক খরচ বাড়তেই থাকবে। আগের মতো মাঝপথে সরে যাওয়া এবার ট্রাম্পের পক্ষে সহজ হবে না। কারণ, এখানে সমাধান বলতে শুধু অস্থায়ী যুদ্ধবিরতি নয়, স্থায়ী চুক্তি প্রয়োজন।

এই ধারাবাহিক অসমাপ্ত উদ্যোগের ফল মারাত্মক। আন্তর্জাতিক স্তরে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মিত্রদেশগুলোর মনে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে-যুক্তরাষ্ট্র কি আদৌ নির্ভরযোগ্য? অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো আরও কঠোর অবস্থান নিচ্ছে। তারা অপেক্ষা করতে শিখছে। তারা জানে, সময় গেলে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই অন্যদিকে মন দেবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যখন কোনো দেশ শুরু করা কাজ শেষ করতে পারে না, তখন তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে যায়। আর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশ্বাসযোগ্যতা হারানো মানে শক্তি হারানো। ট্রাম্পের অসমাপ্ত উদ্যোগগুলোই সেই সংকটকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে।

মালিহা লোধি: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘে পাকিস্তানের সাবেক রাষ্ট্রদূত। ডন থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত।

আফসোস ও প্রত্যাশা!

১০ পৃষ্ঠার পর

কর্তৃত্ববাদী সরকার দেখলাম, এর বিলুপ্তি দেখলাম। নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংস দেখলাম। বিচার বিভাগ, মিডিয়া, শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংস দেখলাম। শেখ হাসিনা'র শাসন দেখলাম, ক্ষমতাচ্যুতি দেখলাম। জুলাই ষড়যন্ত্র ও মব আয়োজন দেখলাম। জামায়াতের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষমতার কাছাকাছি চলে আসা দেখলাম। বিশ্ব-বাটপার ইউনূসের দেশ-বিক্রি দেখলাম। এখন দেখছি তারেক জিয়ার উত্থান। এক জীবনে আর কি চাই? আপাততঃ দু'টি জিনিষ দেখার অপেক্ষা (১) জুলাই জঙ্গীদের শেষ পরিণতি (২) শেখ হাসিনা'র পুনঃ-প্রত্যাবর্তন।

ভারত খারাপ, চীন ভাল: পাকিস্তানে কোন কম্যুনিষ্ট নেই, নেই বাম আন্দোলন। চীনে কোন ইসলামিষ্ট নেই, নেই কোন ইসলামিক জঙ্গী তৎপরতা। কারণ কি? কারণ হচ্ছে, 'মাইরের ওপর ওষুধ নেই'। বাংলাদেশে সামাজিক সম্প্রীতি বলতে কিছু নেই, আছে শুধু বৈষম্য আর বৈরিতা। চরম ধর্মীয় বিভেদ থাকা সত্ত্বেও এগুলো কোন ইস্যুই নয়? কারণ হচ্ছে, দেশটি কট্টর সাম্প্রদায়িক, সমাজটা সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্পে ভরপুর। অন্যদিকে ভারতে আপনি কম্যুনিষ্ট পাবেন, বাম আন্দোলন পাবেন; ইসলামিষ্ট পাবেন, পাকিস্তানপন্থী সন্ত্রাসী পাবেন, ভারত ভাঙ্গার কথাবার্তা শুনবেন। সামাজিক মৈত্রীভাবে-বৈষম্যও আছে; সাম্প্রদায়িকতা আছে- ব্যাপক অসাম্প্রদায়িকতা গোষ্ঠী ও চেতনা আছে!! একদল মুসলমানের বিপক্ষে আছে, বিশাল একটি জনগোষ্ঠী মুসলমানের পক্ষে দাঁড়িয়ে কথা বলে। অথচ ভারত ভালো না। বাঁশ দিলেও পাকিস্তান ভাল, চীন ভালো।

(লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। এর জন্য সম্পাদক দায়ী নহে)

বিজয়ের প্রত্যাশায় মোল্লা সানী

১ পৃষ্ঠার পর

নিশানায় আরা অংশের। এরমধ্যে প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ ব্লাক আফ্রিকান আমেরিকান। আর এই ৫৪ ভাগের দাবিদার ৪ জন প্রার্থীই ব্লাক কমিউনিটির। ধারণা করা হচ্ছে এই ভোট ৪ ভাগে বিভক্ত হবে। বাকী ৪৬ ভাগ ভোটের বড় একটি অংশ ছিনিয়ে নিতে পারেন মোহাম্মদ মোল্লাহ। এর ১৭ ভাগ হিসপানিক ও ১৩ ভাগ দক্ষিণ এশীয়।

বাংলাদেশি মোহাম্মদ মোল্লাহ'র বিরুদ্ধে লড়ছেন নাথানিয়েল হেজিথা। তিনি কংগ্রেসম্যান গ্রেগ মিক্সের ডেপুটি চীফ অব স্টাফ। কংগ্রেসম্যান তার স্টাফকে বিজয়ী করতে প্রাণপন লড়াই করছেন। লাটোয়া পিট্রান্ড স্টেট সিনেটর জেমস সান্ডার্স জুনিয়রের ডিস্ট্রিক্ট ম্যানেজার। পল নিকলস একজন এটর্নি। কুইন জনসন একজন শিক্ষাবিদ। তিনি রোজডেল হাইটিং এ বাস করেন। মেজোরিটি ব্লাক ভোট সেখান থেকে তিনি পাবার প্রত্যাশা করছেন। ভিউনিনিয়া মরিসনকে সমর্থন দিচ্ছেন কুইন্স বারো প্রেসিডেন্ট ডোনাভান রিচার্ডস। জে মোল্লাহ সানী একজন বিজনেসম্যান। কমিউনিটি একটিভিস্ট। তিনি বাংলাদেশ সোসাইটি, জেবিবিএ, জ্যামাইকা ফ্রেন্ডস সোসাইটি, নরসিংদি জেলা সমিতি, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটি, ক্রুজের বাক্স, স্পোর্টস কাউন্সিল ও লায়ন্স ক্লাবে সার্ভ করেছেন।

কমিউনিটির পরিচিত মুখ সানী আজকালকে বলেন, এই এলাকায় বাংলাদেশি ৫ হাজার ভোটার সহ দক্ষিণ এশীয় প্রায় ১৫ হাজার ভোটার রয়েছেন। আমার বিশ্বাস এই ভোটের বড় একটি অংশ ভোট কেন্দ্রে এলে আমাদের জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল। অন্যান্য কমিউনিটির ভোট পাবার জন্য আমরা ডোর টু ডোর নক করছি। টেলিফোন করা হচ্ছে ভোটারদের। পোস্টারিং ও মেইলিং প্রক্রিয়া চলছে। আমি ও আমার টীম ইতোমধ্যে প্রায় ৫ হাজার ভোটারের কাছে ব্যক্তিগতভাবে রিচ করেছেন। আমাদের কমিউনিটি ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে এলে খুশির বার্তা আনবে ইনশাল্লাহ। তাদের ভোট কেন্দ্রে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

শৈশবের বর্ষা

১০ পৃষ্ঠার পর

চালের উপর শব্দ হয়, তখন ছোটবেলার সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে কাদা মাখা পথ, মাছ ধরার নেশা, ভেলার উপর ঘোরাঘুরি, পুকুরে ঝাঁপ দেওয়া, আর মা-বাবার বকুনি। সেই দিনগুলো হয়তো আর ফিরে আসবে না, কিন্তু স্মৃতিগুলো আজও হৃদয়ের ভেতর বেঁচে আছে।

শৈশবের বর্ষা ছিল আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অধ্যায়। সেখানে ছিল না কোনো কৃত্রিমতা, ছিল না কোনো স্বার্থ। ছিল শুধু আনন্দ, বন্ধুত্ব আর প্রকৃতির সাথে মিশে থাকার এক অপূর্ব অনুভূতি। বর্ষা আমাদের শুধু ভিজিয়ে দিত না, আমাদের মনকেও ভরে দিত ভালোবাসা আর সুখে।

আজ আমরা বড় হয়ে গেছি। জীবনের ব্যস্ততা আমাদের ঘিরে রেখেছে। তবুও আষাঢ়ের মেঘ দেখলেই মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়। মনে হয় আবার যদি সেই ছোটবেলায় ফিরে যেতে পারতাম! আবার যদি বন্ধুদের সাথে কাদা মাখা মাঠে ফুটবল খেলতে পারতাম, আবার যদি রাতভর মাছ ধরতে যেতে পারতাম, আবার যদি কলাগাছের ভেলায় চড়ে গ্রামের পানিতে ঘুরে বেড়াতে পারতাম! বর্ষা আজও আসে, বৃষ্টি আজও নামে, নদী আজও ভরে যায়। কিন্তু সেই শৈশব আর ফিরে আসে না। শুধু স্মৃতিগুলো মনের ভেতর বৃষ্টির মতো ঝরে পড়ে। সেই স্মৃতিগুলোই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, মনে করিয়ে দেয়-একটা সময় ছিল, যখন ছোট ছোট আনন্দেই জীবন ভরে উঠত।

ভারতীয় হাইকমিশন নতুন ইতিহাসের ইঙ্গিত দিলো

৬ পৃষ্ঠার পর

ভূরাজনীতি দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য আঞ্চলিক শক্তির প্রতিযোগিতার মধ্যে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক শক্তিগুলোর সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ভারতের জন্যও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ফলে জিয়াউর রহমানকে স্মরণ করার মধ্যে কূটনৈতিক বাস্তবতার একটি মাত্রাও অস্বীকার করা যায় না। তবে এটিকে কেবল কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে ভুল হবে। কারণ, ইতিহাসের প্রশ্নে রাজনৈতিক পরিপক্বতা হলো এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে বিভিন্ন অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হয়। পৃথিবীর অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই আজ সেই পথে এগিয়েছে। তারা ইতিহাসকে দলীয় সম্পত্তি হিসেবে নয়, জাতীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচনা করে।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও সময় এসেছে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আরও বিস্তৃত ও অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে দেখার। এতে কারও মর্যাদা কমবে না; বরং ইতিহাস আরও সমৃদ্ধ হবে। জাতি হিসেবে আমাদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। কারণ, একটি পরিণত জাতি তার ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়কে ভয় পায় না; বরং সেগুলোকে গ্রহণ করার সক্ষমতা অর্জন করে।

ভারতীয় হাইকমিশনের এই বার্তা হয়তো নতুন কোনো আলোচনার জন্ম দেবে। কেউ এটিকে ইতিবাচক হিসেবে দেখবেন, কেউ সমালোচনা করবেন। কিন্তু একটি বিষয় স্পষ্ট এই বার্তা আবারও মনে করিয়ে দিয়েছে যে, ১৯৭১ কেবল অতীতের একটি বছর নয়। এটি বাংলাদেশের রাষ্ট্রসত্তার ভিত্তি, জাতীয় চেতনার উৎস এবং রাজনৈতিক বৈধতার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড।

আর সেই কারণেই ১৯৭১-এর ইতিহাস নিয়ে প্রতিটি মন্তব্য, প্রতিটি স্বীকৃতি এবং প্রতিটি ব্যাখ্যা আজও গভীর রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

ইতিহাসের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এটিই যে জাতি তার অতীতকে যত বিস্তৃতভাবে বুঝতে পারে, তার ভবিষ্যৎ তত বেশি সুদৃঢ় হয়। ভারতের এই সাম্প্রতিক স্বীকৃতি সেই উপলব্ধিকে নতুন করে সামনে নিয়ে এসেছে। প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ কি এই সুযোগে ইতিহাসকে দলীয় বিতর্কের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে রূপান্তরিত করতে পারবে? উত্তরটি ভবিষ্যতের হাতেই রয়ে গেল।

লেখক: সুইজারল্যান্ডভিত্তিক বেসরকারি ব্যাংকিং আর্থিক অপরাধ বিশেষজ্ঞ কলামিস্ট ও কবি।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।
Cell: 718-864-8882
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine
Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com
718-526-0700

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট
Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

We Do Implant

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.
We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.
Dental Office
Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700
Mon-Tue-Thu-Fri (2Pm to 7 Pm)
Wednesday (12 Pm to 5 Pm) Saturday (12pm to 5 Pm)

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

HALAL

HELLO! BANGLADESH

30-05

RESTAURANT

718-392-4071

এস্টোরিয়া'র প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকায় অবস্থিত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশে পরিবার পরিজন নিয়ে ফ্রেশ এবং সম্পূর্ণ দেশীয় স্বাদের রকমারি হালাল খাবারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

* গ্রাহকের সন্তুষ্টি ও সেবা প্রদানই আমাদের প্রধান লক্ষ্য।
* সকল অনুষ্ঠানের ক্যাটারিং অর্ডার নেয়া হয়।
* সুন্দর ও মনোরম পার্টি হলে আজই আপনার বুকিং কনফার্ম করুন।

حلال HALAL

30 -05 36th Ave , Astoria
NY 11106
Tell : 718 -392 -4071

For Catering and Party Hall Booking
Please Call :
Masum : 347 -678 -4774
Tanzil : 646 -938 -8069

চার্চ এভিনিউতে আড্ডা খানা'র যাত্রা শুরু

আজকাল রিপোর্ট : নিউ ইয়র্কে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বাংলাদেশিদের বসবাস আর সে সাথে পাল্লাদিয়ে বাড়ছে ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রতিষ্ঠান। তারই ধারা-বাহিকতায় গত ১ লা জুন সোমবার ব্রুকলিনের ৯৩ চার্চ এভিনিউতে উদ্বোধন হলো "আড্ডা খানা " নামে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায় এবং দেশীয় স্বাদের খাবার-দাবারের একটি রেস্টুরেন্ট। শাহজাহান এবং ইয়াসিন আরাফাত (রাফি) নামের দুই তরুণ উদ্যোক্তা হলেন এই রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী। সোমবার দুপুরে জোহর নামাজের পর স্থানীয় দারুল জান্নাহ মসজিদের ইমাম আশরাফউদ্দিন এর দোয়া ও মোনাজাত এবং প্রচুর সংখক প্রবাসী বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে উক্ত রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যে মালিকদের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছার পাশা-পাশি সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা এবং সর্বদা ক্রেতাদের সন্তুষ্টি , খাবারের উন্নত মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ ছাড়াও সপ্তাহে ৭ দিনই এবং ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করা হয়েছে।

ব্রুকলীনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এভিনিউর প্রান কেন্দ্রে সম্পুর্ন দেশীয় স্বাধের স্বুসাধু ও মুখরোচক খাবারের একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান

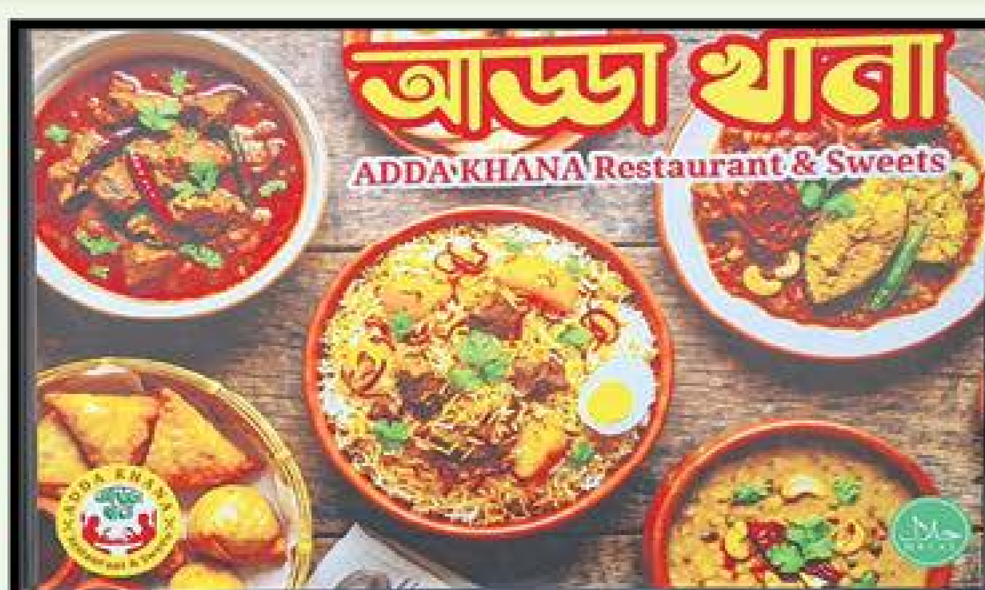

* 24 HOURS OPEN

* WE DO CATERING FOR ALL OCCASION

CALL :347-706-6505

93 CHURCH AVENUE, BROOKLYN. NY 11218

Grand Opening
UNITED STATES
POSTAL SERVICE ®
Approved Postal Provider ®
AT
Parkchester Family Pharmacy
1445 Unionport Road
Bronx, NY 10462
BUS: 347-851-2688
FAX: 347-851-2694
Date: June 5th, 2026
Friday at 7 p.m.
You are cordially invited to grace this occasion.
Elected Officials Will Bless This Occasion.
MAILBOX SERVICES
FAXING
SCANNING
COPIES
SHREDDING
PASSPORT PHOTOS
NOTARY SERVICES
VIRTUAL MAIL SERVICES
POSTAGE
LAMINATING

GOLDEN AGE HOME CARE

GOLDEN A
HOME CA

PCA HOME CARE সেবা
আমাদের স

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনে

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-
Cell: 646-591-83
Email: shah@gold

আমাদের নিজস্ব PCA ও HHA ট্রেনিং

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Ave
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. O
170-18A Hillside
Jamaica, NY 1
Ph: 718-530-1
Fax: 917-396-4

Email: info@goldenagehomecare.c

AGE
ARE
HHA/PCA SERVICE
SKILLED NURSING
নিতে চান?
াথে যোগাযোগ করুন
প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
আপনাকে HOME CARE
নর সেবা প্রদান করবো
7852
96 Text: 646-591-8396
denagehomecare.com
ং স্কুল আছে
We Hire And Train HHA/PCA Certificate Holder AIDES
FFICE
e Ave
432
820
115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave
Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870
Fax: 917-396-4115
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট সহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
om | www.goldenagehomecare.com

সামার সেল! সামার সেল!
Mybestfly
New York, United States
Dhaka, Bangladesh
Nov 21
Return Date
Search Flight
DISCOUNT
Plan your next flight
Emirates
Scan Me
এই সামারে বিমান, এমিরেটস, কাতার, টার্কিশ এবং
সৌদি এয়ারলাইন্স এর ফ্লাইট বুকিংয়ে পাচ্ছেন বিশেষ ছাড়
ভিজিট করুন আমাদের ওয়েবসাইট
www.mybestfly.com
Emirates
QATAR AIRWAYS القطرية
TURKISH AIRLINES
السعودية SAUDIA
Biman BANGLADESH AIRLINES
এছাড়াও আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বের সকল দেশের ইন্টারন্যাশনাল
এবং ডোমেস্টিক ফ্লাইট বুক করতে পারবেন
BOOK ONLINE
mybestfly.com
CALL TO BOOK
718-406-9745
Global Tours & Travel
USA Office
37-12 75th St,
2nd floor Suite # 206.
Jackson Heights, NY-11372, USA
Dhaka Office
78/E (3rd Floor),
Purana Paltan Line,
Bijoynagar, Dhaka-1000

I Hillside Honda
Utshob Group
Select DEALER SERVICE
Bangladesh Festival
KIDS ZONE | HALAL FOOD | BOUTIQUE | JEWELRY & LIFESTYLE
PROTIK HASAN
NAZU AKHAND
RESMI MIRZA
PARVEZ SAZZAD
TRINIA HASAN
DJ RAHAT
SUJAN ARIF
KAMRUZZAMAN BAKUL
POWERED BY
AASHA HOME CARE
(PCA and HHA Services)
GOLDEN AGE
HOME CARE
PLATINUM SPONSOR
GOLD SPONSOR
ZAMZAM
MEDIA PARTNER
আজকাল
ঠিকানা
DATE: JUNE 07, 2026, TIME: 10 AM – 09 PM
VENUE: ARCHIE SPIGNER PARK, MERRICK BLVD, QUEENS, NY
FOR QUERIES: SYED BANNA +19297733695, INQUIRY.PULSEWAVE@GMAIL.COM
EVENT BY
PULSE WAVE

নেক আমলের কল্যাণ ও বরকত

২৫ পৃষ্ঠার পর

সন্তানদের মধ্যে বরকত দান করেন। দুনিয়ার দুশ্চিন্তা থেকে তাকে রক্ষা করেন, ফিতনার সময় দৃঢ় রাখেন ও সুন্দর পরিণতি দান করেন। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে দয়াময় আল্লাহ অবশ্যই তাদের জন্যে ভালোবাসা সৃষ্টি করবেন।' (সুরা মরিয়ম : ৯৬)। ইবাদতের ঋতুগুলো আমাদের পেছনে পড়ে গেছে।

যে এগুলোতে নেক আমলে সফল হয়েছে, সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে ও আল্লাহর ইবাদতে দৃঢ় থাকে। কারণ, একজন মুমিন কখনও আল্লাহর ইবাদত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না এবং তাঁর সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা কখনও ক্লান্তিকর মনে করে না। আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, 'আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, যা নিয়মিত করা হয়- যদিও তা অল্পই হয়।' (বোখারি : ৬৪৬৪)। তাই যে ব্যক্তি রোজা রেখেছে, নামাজে দাঁড়িয়েছে, দান করেছে, অন্তরে খুশু এনেছে- সে যা শুরু করেছে তা থেকে যেন পিছিয়ে না যায়, যা অর্জন করেছে, তা যেন নষ্ট না করে। কেননা, সে জানে না কোন আমল তার জীবনের শেষ আমল হবে। নেক আমল মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না; বরং এর প্রভাব থেকে যায়।

গ্রিনকার্ডের কঠোরতা থেকে পিছু হটলেন ট্রাম্প

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সরকারের ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় নির্ভরশীল, তাদের ক্ষেত্রেই এটি বিবেচনা করা হতে পারে। বাকিরা আগের মতোই যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকে আবেদন করতে পারবেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৫ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই অভিবাসন নীতি নিয়ে অত্যন্ত কড়া অবস্থানে রয়েছেন। গত দেড় বছরে বহু অনথিভুক্ত অভিবাসী ও মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসাধারীকে ডিপোর্ট বা নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। এই বাস্তবতায় প্রথম বিজ্ঞপ্তিকে ট্রাম্পের আরও একটি কঠোর পদক্ষেপ মনে করা হলেও বর্তমানের এই অবস্থান পরিবর্তনকেইউ-টার্ন হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা।

অভিবাসন আইনজীবীরা অবশ্য প্রবাসীদের এখনই আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। তারা জানিয়েছেন, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যেহেতু সংশ্লিষ্ট অভিবাসন কর্মকর্তার ওপরই নির্ভর করছে, তাই আবেদন-প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনীয় সব আইনি নথিপত্র সঠিকভাবে উপস্থাপন করা জরুরি।

বিশ্বের যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য
একমাত্র আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যের নিশ্চয়তা।
আমরা ওমরার প্যাকেজ করে থাকি
আমাদের প্যাকেজ বিবরণ
ওমরা ভিসা
এয়ার টিকেট
১ দিন মক্কায় ট্যুর
১ দিন মদিনা ট্যুর
মক্কা থেকে মদিনা গাড়িতে
এয়ারপোর্ট থেকে হোটেল
(4 Star Hotel with Breakfast.)
মদিনার হোটেল থেকে এয়ারপোর্ট ড্রপ অফ
(একজন বাংলাদেশী মোয়াল্লেম মক্কা ও মদিনা)
* হজের পর পরই ওমরাহ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ
* শুধুমাত্র গ্রুপ প্যাকেজের জন্য প্রযোজ্য।
NAFS TRAVEL INC.
SANU SHEAK (SANA)
Cell: 347-537-7657
Email: nafstravel@gmail.com
www.nafstravel.com
NAFS TRAVEL
37-59 74th Street, Jackson Heights, NY 11372
(Inside Mollika electronics next to CITI Bank)

চিন্তামুক্ত থাকার দোয়া

২৫ পৃষ্ঠার পর

কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয়, যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং তাঁর আয়াত তাদের কাছে তেলাওয়াত করা হয়, তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরেই নির্ভর করে।' (সুরা আনফাল : ২)। অন্য আয়াতে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'যারা ঈমান আনে ও তাদের প্রতিপালকেরই ওপর নির্ভর করে।' (সুরা নাহল : ৯৯)। আল্লাহতায়ালা আরও বলেন, 'যারা ধৈর্য ধারণ করে এবং তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।' (সুরা নাহল : ৪২)।

আল্লাহই যথেষ্ট

আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনিই বান্দার জন্য যথেষ্ট হয়ে যান, বান্দার আর কিছুর প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, 'যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্য বের হওয়ার পথ বের করে দেন এবং তাকে এমন স্থান থেকে জীবিকা দেন যা সে ভাবতেও পারে না। আর যে আল্লাহর ওপর ভরসা করে তিনি তার জন্য যথেষ্ট হন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার কাজ চূড়ান্তকারী। অবশ্যই আল্লাহ প্রত্যেক কাজের জন্য একটা পরিমাণ ঠিক করে রেখেছেন।' (সুরা তালাক : ২-৩)।

জ্যাকসন হাইটস সোসাইটির আত্মপ্রকাশ

৬৪ পৃষ্ঠার পর

ডিপি জসিম, জাহাঙ্গীর শহিদ সোহরাওয়ার্দি, জাহাঙ্গীর আলম, মাকসুদুল হক চৌধুরী, খোরশেদ আলম, এমান চৌধুরী, সাইদুর রহমান, গোলাম ফারুক শাহিন, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন,মীর মশিউর রহমান, মোস্তফা হোসেন মুকুল, সাইফুল ইসলাম লিটন, আনোয়ার হোসেন, বদরুল হক আজাদ, মোস্তাক আহমেদ, আবুল কালাম, মোতাহার হোসেন, নাসিম আহমেদ, জাবেদ উদ্দীন, আব্দুল করিম ও শাকিল উদ্দীন।

একইদিন ৭৩ স্ট্রিটের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর ব্যানারে জিয়াউর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালিত হয়। শাকিল মিয়া ও আলম নবীর নেতৃত্বাধীন এ সংগঠনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এটর্নি মঈন চৌধুরী, আব্দুল আজিজ,গিয়াস উদ্দীন, সারোয়ার খান বাবু,কামরুজ্জামান কামরুল ও দেওয়ান মনির। উল্লেখ্য জ্যাকসন হাইটস এর ব্যবসায়ীদের নিয়ে আরও ২ টি সংগঠন রয়েছে।

হাউজে যুদ্ধবিরোধী ভোট

৬৪ পৃষ্ঠার পর

সময়ে এই ভোট আনা হয়েছে। তার ভাষায়, আলোচনার অগ্রগতি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টরা অবগত থাকা সত্ত্বেও এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বুধবার প্রতিনিধি পরিষদে অনুষ্ঠিত ভোটে রিপাবলিকান দলের চার সদস্য ডেমোক্রেটদের সঙ্গে যোগ দিয়ে প্রস্তাবটির পক্ষে অবস্থান নেন। ফলে ২১৫-২০৮ ভোটে এটি পাস হয়। এখন বিলটি সিনেটে পাঠানো হবে।

এই ঘটনায় ডেমোক্র্যাটদেরও কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন ট্রাম্প। তিনি অভিযোগ করেন, রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তার আরেকটি সাফল্য দেখতে চায় না এবং দেশের ব্যর্থতা দেখতেই বেশি আগ্রহী।

একই সঙ্গে নিজের দলের চার সদস্যের সমালোচনা করে ট্রাম্প বলেন, তারা সস্তা জনপ্রিয়তার জন্য এমন অবস্থান নিয়েছেন এবং এ জন্য তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। তিন মাস আগে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই প্রথম রিপাবলিকান-নিয়ন্ত্রিত প্রতিনিধি পরিষদ ট্রাম্প প্রশাসনকে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান গুটিয়ে নিতে চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এমন পদক্ষেপ নিলো। তবে বিলটি শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্টের আপত্তির মুখে পড়তে পারে।

গত ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে কংগ্রেসের অনুমোদন ছাড়াই ইসরায়েলের সঙ্গে সমন্বয় করে ইরানে হামলা চালানোর মাধ্যমে ট্রাম্প সংবিধান লঙ্ঘন করেছেন বলে অভিযোগ করে আসছেন ডেমোক্র্যাটরা।

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়ার পাওয়ার্স অ্যাক্ট অনুযায়ী, কোনও সংঘাতে সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়োজিত করার পর প্রেসিডেন্টকে ৬০ দিনের মধ্যে কংগ্রেসের অনুমোদন নিতে হয়। ডেমোক্র্যাটদের দাবি, সেই সময়সীমা ইতোমধ্যেই অতিক্রম করেছে এবং ট্রাম্প এখন আইন লঙ্ঘন করেই যুদ্ধ পরিচালনা করছেন।

কাবাঘরে হামলার কালো অধ্যায়

২৫ পৃষ্ঠার পর

রোকন ও মাকামের মধ্যবর্তী স্থানে এসে অবস্থান করল। এ দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাহতানি। সে ছিল তথাকথিত ইমাম মাহদি। সে আসলে কুরাইশ বংশের কাহতান গোত্রের অধিবাসী ছিল।

ভেতরের খবর ছিল অজানা : সাধারণত প্রতি নামাজের পরই হেরেম শরিফে জানাজা হয়। জানাজার জন্য সেদিন জুহাইমানের সহযোগীরা হেরেম শরিফে প্রবেশ করিয়েছিল বেশ কয়েকটি কফিন; যার কোনোটিতেই লাশ ছিল না। কফিন ভর্তি ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। তখন আবার কাবা শরিফের নির্মাণকাজ চলছিল। এর সুযোগ নিয়ে জুহাইমান কিছু পিকআপ ট্রাকে আরও কিছু আগ্নেয়াস্ত্র কাবার ভূগর্ভস্থ অংশে আগের দিন চালান করল। তখন মসজিদ সম্প্রসারণ কাজের দায়িত্বে ছিল বিন লাদেনের গ্রুপ। বিন লাদেন গ্রুপের একজন এ ঘটনা দেখে ফোন করে বাইরে জানিয়ে দিল। এরপরই সন্ত্রাসীরা কেটে দিল টেলিফোন তার। কিন্তু বিশ্ব জেনে গেল, কাবায় কিছু একটা হচ্ছে। উল্লেখ্য, এই সেই ধনী বিন লাদেন গ্রুপ, যার প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ বিন লাদেন। তার পুত্রই ওসামা বিন লাদেন। তবে বিন লাদেন গ্রুপের সঙ্গে আল-কায়দার কোনো সম্পর্ক ছিল না। এখনও সুনামের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে এ মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি। সন্ত্রাসীরা মসজিদের ওপরে 'ডিফেন্সিভ পজিশনে' চলে গেল। তারা মিনারে মিনারে স্নাইপার রাখল। বাকি সবাই মাটির নিচে আশ্রয় নিল। বাইরের কেউ জানত না, ভেতরে কতজন জিম্মি। কেউ জানত না, ভেতরে কী হচ্ছে, কেমন অস্ত্রশস্ত্র; এরা কারা, কী চায়, কী করবে!

সম্মিলিতভাবে নতুন কৌশলের ছক : সৌদি বাদশা ফাহাদ তখন তিউনিসিয়াতে মিটিংয়ে ছিলেন। আর ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান প্রিন্স আবদুল্লাহ ছিলেন মরক্কোতে। তাই কিং খালিদ এ মিশনের দায়িত্ব দিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স সুলতানের ওপর। সঙ্গে ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স নায়েফ। প্রাথমিকভাবে একশ পুলিশ মসজিদ পুনরুদ্ধার করতে চেষ্টা করল। কিন্তু এতে প্রচুর পুলিশ সন্ত্রাসীদের গুলিতে প্রাণ হারাল। ভেতরে জিম্মিকারীরা সংখ্যায় প্রচুর অনুমান করে পুলিশের সঙ্গে সৌদি আর্মি আর ন্যাশনাল গার্ড যোগ দিল। মিনারে সুবিধাজনক অবস্থানে থাকা সন্ত্রাসীদের সঙ্গে যৌথ বাহিনী পারল না। প্রচুর সৈনিক স্নাইপারের গুলিতে নিহত হলো। জরুরি মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সৌদি সরকার তৎকালীন মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চৌকশ পাকিস্তানি আর্মি স্পেশাল ফোর্সের সাহায্য চাইল। পাকিস্তান আর্মি এসে সম্মিলিতভাবে নতুন কৌশলের ছক কষল।

রাজপরিবারের ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি : রাতের মধ্যে পুরো মক্কা খালি করে ফেলা হলো। শূন্য হলো মক্কা নগরী। এ পর্যায়ে এসে পুলিশ, আর্মির যৌথ মিলিটারি ফোর্সকে ধর্মীয় বাধার সম্মুখীন হতে হলো। বাইরে যতটুকু খবর গেছে, তা থেকে ফতোয়া কমিটি দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিল, এটি কি আসলেই রাসুল (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে মিলে যাচ্ছে নাকি বানোয়াট? অনেক কিছুই মিলছে, আবার মিলছেও না। তাছাড়া হেরেম শরিফে রক্তপাতের আদেশ কি দেওয়া উচিত হবে? ইত্যাদি। উল্লেখ্য, মানুষ তো অনেক দূর সাধারণ অবস্থায় মক্কাতে গাছও উপড়ে ফেলা যায় না, পশুর প্রাণ নিধনও হারাম। ফতোয়া কমিটির প্রধান আবদুল্লাহ ইবনে বাজ সংশয়ে পড়ে গেলেন। পুরো কাবা শরিফের নিয়ন্ত্রণ তখন জুহাইমানের হাতে। সে কাবা শরিফের সব কটি টেলিফোন লাইন কেটে দিল। কাবার মিনারের ওপর তার বাহিনীর লোক নিয়োজিত করল; যাতে কেউ সামনে এলেই তাকে হত্যা করা যায়। তারপর মাইকে রাজপরিবারের ক্ষমতা তার কাছে হস্তান্তরের দাবি জানানো হলো।

সৌদি ইতিহাসে ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন : সৌদি ইতিহাসে এই প্রথম সরকার এমন ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হলো। কাবা শরিফে কি ঘটছে তা তাদের কাছে ঘোলাটে। যখন বুঝল, সন্ত্রাসীরা কাবা শরিফ দখল করে নিয়েছে, তখন তারা ঠিক করতে পারল না- তাদের কী করা উচিত। কারণ, কাবা শরিফে সব প্রকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও হত্যা নিষিদ্ধ। সৌদি সরকার আগেই ফতোয়া কমিটির প্রধান আবদুল আজিজ বিন বাজের কাছে ফতোয়া চাইল। আবদুল আজিজ অন্য স্কলারদের সঙ্গে পরামর্শ করে ফতোয়া দিলেন, এ পরিস্থিতিতে কাবা শরিফ সন্ত্রাসীদের থেকে পুনরুদ্ধার করতে সৌদি সরকার পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারবে। সৌদি সরকার তাৎক্ষণিক সেনাবাহিনী ও সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের সৈন্য পাঠাল। কিন্তু সমস্যা বাধল অন্য জায়গায়। কাবার মিনারে মিনারে ওৎ পেতে থাকা জুহাইমান বাহিনী গুলি করে সহজেই সৈন্যদের হত্যা করতে লাগল। কাবা শরিফের প্রাঙ্গণে প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল। সংকটের মধ্য দিয়ে তিনদিন কেটে গেল। কাবার ইমাম সাহেব জুহাইমান ও কথিত ইমাম মাহদির আচরণে বুঝলেন, পুরো ঘটনা উগ্র ও বিপথগামী গোষ্ঠীর কাজ। তিনি মুক্তদের সঙ্গে কৌশলে বেরিয়ে গেলেন।

সৌদি কর্তৃপক্ষকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করলেন। হেরেম শরিফে ঢোকার চেষ্টা করল যৌথ বাহিনী। অভিযানের আগে সৌদি কর্তৃপক্ষ জুহাইমান ও কথিত ইমাম মাহদিকে আত্মসমর্পণ করার আহ্বান জানাল। কিন্তু জুহাইমান অনমনীয়। সে মাইকে তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করতে লাগল। তার দাবি-দাওয়ার মধ্যে ছিল নারীদের যেকোনো রকমের শিক্ষা থেকে বিরত রাখা, সৌদি আরবের সব টেলিভিশন বাজেয়াপ্ত করা ও সৌদি আরব থেকে সব অমুসলিম বিতাড়িত করা। সৌদি সরকার দাবি মানতে অস্বীকৃতি জানাল।

পেশাদারিত্বের স্বার্থে কমান্ডোদের ইসলাম গ্রহণ : এভাবে কেটে গেল কয়েকদিন। রক্তারক্তি এড়ানোর জন্য সিদ্ধান্ত হলো, অবরোধের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের ভাতে মারা হবে। কিন্তু বোঝা গেল, তারা প্রচুর খেজুর নিয়ে ঢুকেছে, আর জমজম কূপ থাকায় পানিরও সমস্যা নেই। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত বাতিল করে সৌদি সরকার বাধ্য হয়ে ফ্রান্সের কাছে কমান্ডো সহযোগিতা চাইল। ফ্রান্স সরকার সঙ্গে সঙ্গে তিনজন কমান্ডো পাঠাল। যারা প্রত্যেকে ৩০০ সন্ত্রাসীকে প্রতিরোধে সক্ষম। এতে দেখা দিল আরেক বিপত্তি। ফ্রান্স থেকে আসা কমান্ডো ছিল অমুসলিম। ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী কোনো অমুসলিম হেরেম শরিফে প্রবেশ করতে পারে না। বিষয়টি জানানোর পর পেশাদারিত্বের স্বার্থে কমান্ডোরা ইসলাম গ্রহণ করে অপারেশনে অংশ নিল। তিন কমান্ডোর নেতৃত্বে সৌদি সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানি স্পেশাল ফোর্স কয়েকবার আত্মরক্ষিত সুড়ঙ্গ দিয়ে মিশনের চেষ্টা করল। তারা কাউকে নিশানা করতে ব্যর্থ হলো।

Personal Injuries & Death Claims
Car Accidents and Medical Mal Practice
Divorce, Family Matters and Domestic Violence
Real Estate and Business Closing
Foreclosure proceedings
Bankruptcy
All Civil Matters
Wills, Trust and Estate Planning
All Criminal Matters
All Immigration Matters
MD Golam Mostofa, ESQ.
NY State Attorney
LL. B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh.
Barrister-At-Law, London.
Attorney-At-Law, NY.
Address:
Queens: 148-45 Hillside Ave
Jamaica, NY 11435
Phone# 718-487-4873, Cell: 917-285-6247(Text) Email: abmostofa1@gmail.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি

ZAM ZAM
TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

এয়ার টিকেটিং

হজ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

HOTEL
হোটেল বুকিং

ভিসা প্রোসেসিং

ওমরাহ্ প্যাকেজ
সার্ভিস প্রোভাইডার

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?

- বিশেষজ্ঞ দল
- যাচাইকৃত ভিসা চেকলিস্ট
- প্রিমিয়াম সহায়তা
- নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US
in a Partnership with

إثراء الخير
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ

السعودية SAUDIA | QATAR AIRWAYS القطرية | Emirates | TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

Marriage Media

পাত্র-পাত্রী

খুজছেন সন্ধান দাতা

আপনি বিয়ে করে আমেরিকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চান?

সকল ধর্ম, সকল বর্ণের ইমিগ্রান্ট/ননইমিগ্রান্ট, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, ফার্মাসিষ্ট, নার্স, ফেডারেল জব, প্রাইভেট জব, ব্যবসায়ী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ছাত্র/ছাত্রী, ডিভোর্স, বিধবা ও (বয়স্ক) পাত্র-পাত্রী।

৫০টি স্টেটের বাঙ্গালি পরিবারের সাথে যোগাযোগ।
সাফল্যতার সাথে অগ্রগতি।

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছু হয় না আমি উছিলা মাত্র।

খান ভাই

646-637-7590

Email: khanma663@gmail.com

গাজায় ইসরায়েলের আরও সামরিক ঘাঁটি

৬২ পৃষ্ঠার পর

বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে ২০২৫ সালের অক্টোবরের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার পরে এই ঘাঁটিগুলির মধ্যে আটটি সম্পূর্ণরূপে নির্মিত হয়েছিল, যার মধ্যে একটি সাইট এখনও সক্রিয় নির্মাণের অধীনে রয়েছে। এই ভৌত পরিধি ইসরায়েলের নেতৃত্বের ক্রমবর্ধমান প্রকাশ্য আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে।

সাম্প্রতিক এক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু স্ট্রিপের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ স্থায়ীভাবে দখল করার নির্দেশনা নিশ্চিত করেছেন।

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ফিলিস্তিনি ডাক্তারসহ দুজন নিহত হয়েছেন। ইসরায়েলি বাহিনী হলুদ রেখাতে ফিরে এসেছে। যা স্ট্রিপের প্রায় ৬০ শতাংশ অঞ্চল নিয়ে গঠিত বাফার এবং সামরিক অঞ্চলগুলিকে বোঝায়।

তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের শোক

৬২ পৃষ্ঠার পর

নেতৃত্ব একটি প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং আমাদের স্বাধীনতার পথকে সুগম করেছিল। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে তিনি একজন অন্যতম সংগঠক হিসেবে অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। প্রতিকূলতার মুখে অবিচল থেকে তিনি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর আদর্শ, গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা এবং ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অটল অঙ্গীকার তাঁকে শুধু একজন রাজনীতিবিদ নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এক অবিচল প্রহরী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর অবদান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পথপ্রদর্শক হয়ে থাকবে। জাতীয় জীবনের এই সংকটময় সময়ে, যখন স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি পুনরায় প্রভাব বিস্তার করছে, তখন তাঁর প্রয়াণ আমাদের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অনুপস্থিতি গভীরভাবে অনুভূত হবে, তবে তাঁর আদর্শ ও সংগ্রাম আমাদের অনুপ্রেরণা জোগাতে থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং তার সকল অঙ্গসংগঠনের সদস্যবৃন্দ তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

জ্যাকসন হাইটসবাসীর উদ্যোগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াকে স্মরণ

৬২ পৃষ্ঠার পর

বিতরণ ও জায়নামাজ বিতরণ করা হয়েছে। জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন রেস্টুরেন্টের সামনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মোনাজাত পরিচালনা করেন অনুষ্ঠানের সদস্য সচিব আমানত হোসেন আমান। মোনাজাতে জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণকারী দেশের সকল জাতীয় নেতাদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করা হয়।

দোয়ার আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতা গিয়াস আহমেদ, এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান এম আজীজ, বীর মুক্তিযোদ্ধা মীর মশিউর রহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিক আলাউদ্দিন কুলু, জসিম ভুইয়া, গিয়াস উদ্দিন, আবু সাঈদ আহমেদ, গোলাম ফারুক শাহীন, আমিনুল ইসলাম স্বপন, সৈয়দা মাহমুদা শিরিন, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ফাহাদ সোলায়মান, জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সভাপতি শাকিল মিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নবী, অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী সারোয়ার খান বাবু, আহ্বায়ক দেওয়ান মনির, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক এনামুল ইসলাম নাঈম সহ আরো অনেকে।

অনুষ্ঠানে বক্তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে একজন সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বের অন্যতম নন্দিত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উল্লেখ এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন। পাশাপাশি জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর সর্বজনীন উদ্যোগের প্রশংসা করেন।

যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ ভারতীয় ট্রাকচালক আটক

৬২ পৃষ্ঠার পর

করেন বর্ডার পেট্রোল এজেন্টরা। এই অভিযানের লক্ষ্য ছিল বাণিজ্যিক যানবাহন পরিচালনাকারী অবৈধ ব্যক্তিদের শনাক্ত করে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। অভিযানের আওতায় মোট ৫২ জনকে আটক করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ৩৬ জনকে সেমি-ট্রাক চালানো অবস্থায় পাওয়া যায়।

আটক ট্রাকচালকদের মধ্যে ৩০ জনই ভারতীয় নাগরিক। বাকিরা মেক্সিকো, এল সালভাদর ও রাশিয়ার অধিবাসী। তল্লাশিকালে দেখা যায়, তাদের অনেকের কাছে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও আর্জিনিয়ার মতো রাজ্যের বাণিজ্যিক ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকলেও কারও কারও কোনো ধরনের লাইসেন্সই ছিল না। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চালকের কাছে ওয়ার্ক পারমিট থাকলেও সেগুলোর মেয়াদ আগেই শেষ হয়ে গেছে। মূলত সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের শাসনামলে তারা এই অনুমতি পেয়েছিলেন। ফেডারেল আইন অনুযায়ী তাদের সবার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ইউমা সেক্টরের ভারপ্রাপ্ত চিফ পেট্রোল এজেন্ট জাস্টিন কসল বলেন, অপারেশন চেকমেট জননিরাপত্তার জন্য গুরুতর ঝুঁকি সৃষ্টিকারী অবৈধ চালকদের হাত থেকে সড়ক ও সম্প্রদায়কে সুরক্ষিত রাখার অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে। তিনি আরও জানান, মারাত্মক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে এবং সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে ফেডারেল এজেন্টরা প্রতিনিয়ত টহল দিচ্ছেন।

উল্লেখ্য, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের অধীনে পরিবহন বিভাগ অযোগ্য বিদেশি চালকদের বাণিজ্যিক ট্রাক ও বাস চালানোর লাইসেন্স পাওয়া বন্ধে কঠোর আদেশ জারি করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্যিক যানবাহন চালানোর সময় বেশ কিছু মারাত্মক দুর্ঘটনার অভিযোগে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ট্রাকচালকদের গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করার ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। সেই প্রেক্ষাপটে এই বিশেষ অভিযান পরিচালনা করল মার্কিন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী।

হ্যান্ডস অন

ফিজিক্যাল থেরাপি রিহাবিলেইশন

এ. ভূঁইয়া

এলআইসি. ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট

আপনি কি নিম্নে উল্লেখিত যে কোন ব্যথায় ভুগছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন।
আমাদের আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা।

* পিঠ ব্যথা
* গাড় ব্যথা
* বাহু ব্যথা
* কব্জি ব্যথা
* হাঁটু ব্যথা
* পায়ের পাতা ব্যথা
* পায়ের আঙ্গুল ব্যথা

ক্লিনিক খোলা থাকার সময়
সোমবার থেকে শুক্রবার
সকাল ১০.০০-সন্ধ্যা-৭টা
শনিবার
সকাল ১০.০০-বিকাল-৪টা
রবিবার বন্ধ

আমরা প্রায় সব ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি

আমরা ইংলিশ, স্প্যানিশ, হিন্দি, বাংলা ও আরবীতে কথা বলি

75-17 41 Ave. Elmhurst, NY 11373
(Corner of 76th St & Broadway

170-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel : 917-832-7824, Cell : 718-696-7002
Fax : 917-832-6100

হোমিও চিকিৎসা

জ্যাকসন হাইটস এর বাংলাদেশ প্লাজার নীচ তলায়

ডাঃ এফ হক
হোমিওপ্যাথিক কনসালট্যান্ট
DI. Hom (USA)
(Diploma in Homeopathy)

ব্যথা, পাইলস, গ্যাস্টিক, কিডনি ও প্রস্রাবের সমস্যা, যৌন ও চর্মরোগ সহ সব ধরনের জটিল রোগ।

হোমিও ভিটামিন সেলিং সেন্টার

Homeo & Vitamin Selling Center

এপয়েন্টমেন্ট এর জন্য কল করুন

347-596-3111, 347-485-8020

জ্যাকসন হাইটস অফিসঃ (বাংলাদেশ প্লাজা) (দুপুর ২টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৩৭-১৫ ৭৩ স্ট্রিট (Lower Level), জ্যাকসন হাইটস, নিউ ইয়র্ক।
ব্রুকলিন অফিসঃ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত)
৪৭৫ ম্যাকডোনালস্ এভিনিউ, (৩য় তলা), ব্রুকলিন, নিউ ইয়র্ক।

MINA BAZAR

71-10 35th Ave

মিনা বাজার

SUPERMARKET & FRESH ZABIHA HALAL MEAT • FISH • FRUITS & VEGETABLES

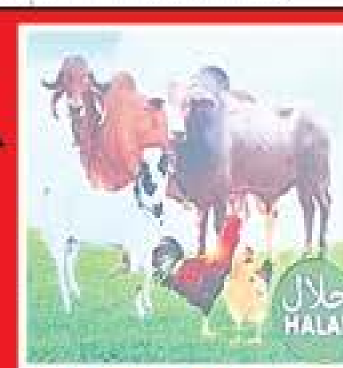

718-639-6462

জ্যাকসন হাইটস'র ৩৫ এভিনিউতে ফ্রেশ মাছ -মাংস এবং তাজা শাক-সবজি ও ফল-মূল সহ নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সমাহার নিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত !

* সুলভ মূল্য ও সততাই আমাদের বৈশিষ্ট
* সর্বদা টাটকা ও ফ্রেশ পণ্য সরবরাহ করা হয়
* ছোট -বড় সব ধরণের দেশীয় মাছ পাওয়া যায়

আমরা কোরবানীর অর্ডার নিচ্ছি

মিনা বাজার সুপার মার্কেট

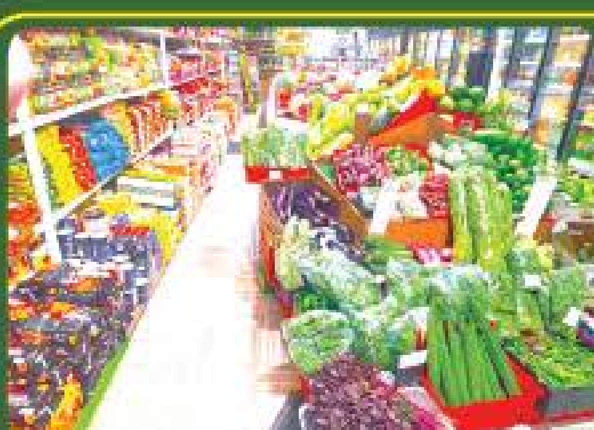

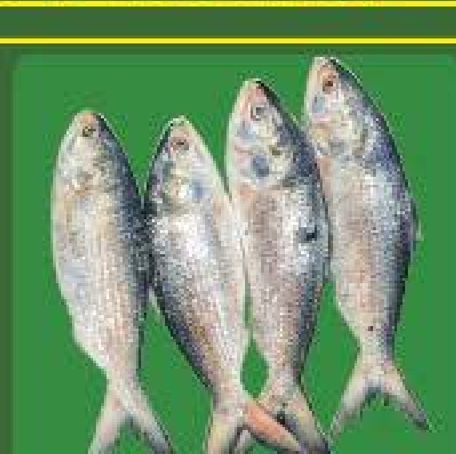

MINA BAZAR SUPER MARKET

71-10 35TH AVENUE, JACKSON HEIGHTS

718-639-6462

নবীজির (সা.) রওজা জিয়ারত ও আদব

২৫ পৃষ্ঠার পর

কথা বর্ণিত হয়েছে।
ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'যে আমার মৃত্যুর পর আমার (রওজা) জিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করল।' (দারাকুতনি : ২৬৯৪)
নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে আমার রওজা জিয়ারত করল, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেল। (মুসলিম)
নবীজি (সা.) বলেছেন, 'যে হজ্ব করল কিন্তু আমার রওজা জিয়ারত করলো না; সে আমার প্রতি জুলুম করল।' (তিরমিজি)
রাসুল (সা.) এর রওজা জিয়ারতের বেশ কিছু আদব রয়েছে। এখানে আদবগুলো তুলে ধরা হলো-
রাসুল (সা.) এর রওজা জিয়ারতের আগে মন থেকে সব জাগতিক চিন্তা দূর করতে হবে।
রাসুল (সা.) এর রওজা জিয়ারতের আগে এবং জিয়ারতের সময় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাকে স্মরণ করতে হবে। তিনি ইসলামের জন্য এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য যেসব কষ্ট সহ্য করেছেন তা স্মরণ করুন।
রওজা জিয়ারতের সময় রাসুল (সা.)-এর প্রতি অন্তরে পূর্ণ ভালোবাসা রাখতে হবে। রাসুল (সা.)-কে সবকিছুর ঊর্ধ্বে ভালোবাসাই একজন মুসলমানের জন্য প্রকৃত মুমিন হওয়ার একমাত্র উপায়।
জিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পর থেকেই বেশি বেশি দুরুদ পাঠ করতে হবে।
রওজা জিয়ারতে বের হওয়ার আগ অবশ্যই শরীর পবিত্র করতে হবে এবং পবিত্র কাপড় পরিধান করতে হবে।
রওজার আশেপাশে এমন কোনো আচরণ প্রকাশ করা যাবে না, যা নবী (সা.)-এর মর্যাদা পরিপন্থী।
নবী (সা.)-কে অনুচ্চ আওয়াজে সালাম দিতে হবে। কোনোভাবেই আওয়াজ উঁচু করবে না।
রওজার দিকে ফিরে দাঁড়াতে হবে, তবে সামান্য দূরত্ব বজায় রাখবে।
যে কক্ষে নবী (সা.) শুয়ে আছেন, সেটি এবং তার মিম্বর ইত্যাদি স্পর্শ করা, তাতে চুমু খাওয়া ও তাওয়াফ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লাহর কাছে যেভাবে কোনো কিছু চাওয়া হয়, সেভাবে নবী (সা.)-এর কাছে চাওয়া যাবে না। কোনো চাওয়ার থাকলে মহান আল্লাহর কাছেই চাইবে।

জ্যামাইকাবাসীর উদ্যোগে জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালন

৬২ পৃষ্ঠার পর

ব্যতিক্রমী এই অনুষ্ঠানে বিশেষ দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর খতিব ও ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ। দোয়া মুনাজাতে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং দেশ ও জাতির কল্যান কামনা করা হয়। এ সময় বড় পর্দার মাধ্যমে শহীদ জিয়ার সংক্ষিপ্ত জীবনী সম্প্রচার করা হয়। অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কমিউনিটি নেতা ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও মোহাম্মদ কাশেম। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপি'র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য আবদুল লতিফ সম্রাট ও গিয়াস আহমেদ, ডা. ওয়াদুদ ভুঁইয়া, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ওয়াজেদ এ খান, বিশিষ্ট রাজনীতিক জসিম ভুঁইয়া, ফয়েজ চৌধুরী, আশা হোম কেয়ারের কর্ণধার আকাশ রহমান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট আনিসুল কবীর জালীর, ফারুক হোসেন মজুমদার, অনুষ্ঠান আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক কোহেল চৌধুরী, চেয়ারম্যান আল আমীন সুমন, সদস্য সচিব ফারুক হোসেন রনি, প্রধান সমন্বয়কারী মোহাম্মদ খলকুর রহমান।
অনুষ্ঠানে বক্তারা শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তারা তাঁকে একজন সৎ, দেশপ্রেমিক ও বিশ্বের অন্যতম নন্দিত রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে উল্লেখ করেন। বক্তারা বলেন, যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জিয়াউর রহমান মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবেন। অনুষ্ঠানে দেশী-বিদেশী সর্বস্তরের মানুষের মাঝে তবারক বিতরণ করা হয়। তারা লাইন দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করেন এবং স্থানীয় একটি মিলনায়তনে বসে খাবার গ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে জেএমসি'র সাবেক সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা আব্দুল নন্নুর, জিপি জসিম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
জ্যামাইকাবাসী আয়োজিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণ অনুষ্ঠান সফল করতে আরো যারা বিশেষ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে রয়েছেন- আয়োজক কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক যথাক্রমে আশরাফুজ্জামান আশরাফ, মোহাম্মদ আই খান সুলতান, এনএম ফরমান হোসেন, আমিরুল ইসলাম আমির, মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, রিপন মিয়া ও আলম সরকার, কো চেয়ারম্যান আকিব হোসেন ও মনিরুল ইসলাম মনির, যুগ্ম সদস্য সচিব যথাক্রমে সাইফুল ইসলাম রিয়াদ, মুন্সী জুলফিকার উদ্দিন রুবায়েত, জাকির হোসেন সরদার ও ওয়াহিদ উজ্জল, সমন্বয়কারী যথাক্রমে ইঞ্জিনিয়ার মাইনুদ্দীন মিয়াজী, মিজানুল রহমান রুবেল, খালেকুল ইসলাম রুবেল ও মোস্তাক আহমেদ।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
kw LANDMARK II
KELLERWILLIAMS. REALTY
লাইসেন্স বিহীন কোন ব্যক্তির সহযোগিতায় বাড়ি ক্রয়, বিক্রয় করে প্রতারিত হবেন না, আমরা বিনামূল্যে বাড়ি সংক্রান্ত যেকোন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি।

বিঃদ্রঃ আপনি যদি রিয়েল এস্টেট জব করতে চান আপনাকে ১০০% সহযোগিতা করা হবে।
Md. Alamgir Hossain
Associate Broker
75-35 31st Ave, Suite 202
East Elmhurst, NY 11370
Cell : 347-774-6432
Office : 347-846-1200
Email: mdahossain@kw.com
মোঃ আলমগীর হোসেন
লাইসেন্স এসোসিয়েট ব্রোকার
যোগাযোগ:৩৪৭-৭৭৪-৬৪৩২

REAL ESTATE, DIVORCE, IMMIGRATION & SMALL BUSINESS

বাড়ি ঘর বা ব্যবসা কেনা/বেচা, তালাকের মামলা,
ইমিগ্রেশন, দুর্ঘটনা বা পিছলে পড়া, এবং যাবতীয়
অন্যান্য আইনগত সহায়তার জন্য, অভিজ্ঞ কার্যোপযোগী
বাংলাদেশী এটর্নির সাথে যুগাযুগ করুন
নিউ ইয়র্কের লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ এটর্নি
Hasan Malik, Esq.
718-433-9243
37-13 74TH ST, FLOOR 2
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
ATTORNEY ADVERTISING

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে প্রবাসিদের নিম্নবর্ণিত সার্ভিস গুলি সাফল্যের সাথে সেবা দিয়ে আসছে
TRANS GLOBAL REAL ESTATE & GLOBAL TAX AND FINANCIAL SERVICES
রিয়েল স্টেট ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস

FLORIDA- ফ্লোরিডায়
জমি ও বাড়ীর মালিক হওয়ার অপূর্ব সুযোগ
Please Call: 929-391-6274
For further inquiry
Jackson Height Office:
37-18-74th Street, 2nd Floor,
Jackson Height, NY 11372
Phone: 718-779-7600
Jamaica, Hollis Office:
184-02 Hillside Ave, 1st Floor,
Jamaica, NY 11432
Phone: 718-779-7600

TAX Services
ট্যাক্স সার্ভিসেস
25 YEARS EXPERIENCED
Please Call:
718 581 6081
347 392 4312
718 779 7600
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
TAX FILING, FAST REFUND
REASONABLE FEES!

REAL ESTATE Services
রিয়েল স্টেট সার্ভিসেস
Global Tax and Financial Services
Year round Tax, Immigration, Real Estate & Multi Services

Cell: 718-581-6081, 718-779-7600
Email: rahmangfs@yahoo.com
Maksudur Rahman
I.R.S Registered Tax Preparer
Jamaica Hollis Office
Jackson Heights Office

আপনি জানেন কি?
পরীক্ষা ও আবেদন ফি ছাড়া আমেরিকার নাগরিকত্ব লাভের সুযোগ রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ইমিগ্রেশন ফরম ও আবেদন ফি ছাড়া আবেদন করার সুযোগ আছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

KARNAFULLY TRAVEL INC.
(Approved Travel Agent)

IATA arc Approved

দীর্ঘ দেড় যুগের বেশী
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

কর্ণফুলি ট্রাভেল

আই এন সি.

Airlines Partners : ALL MAJOR AIRLINES Including Local Domestic Tickets

সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত
উমরাহ্ ট্রাভেল এজেন্ট

প্যাকেজঃ হজ্ব ভিসা ও উমরাহ্ ভিসা

আমাদের সুবিধা

নিজস্ব অফিস থেকে সরাসরি ARC এর মাধ্যমে যেকোন এয়ারলাইন্স এর টিকেট ইস্যু করে থাকি। অফিস সপ্তাহে ৭ দিন খোলা সকাল ১০:০০টা - রাত ১০:০০টা। তুলনামূলকভাবে বছরের যেকোনো সময় অত্যন্ত কমমূল্যে টিকেট প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়।

উমরাহ ভিসা আমাদের অফিস থেকে সরাসরি প্রসেস করা হয়। নিজস্ব হোটেলের মাধ্যমে প্রতি বছর দুই থেকে আড়াই হাজার ওমরা হাজীদের যাবতীয় সেবা দিয়ে থাকি।

718 205 6050, 718 205 6055, 917 691 7721

371673 Street. Suite 201 FR. Jackson Heights NY 11372

E-mail : karnafullytravel@yahoo.com, msalim@karnafullytravel.com

Web: www.karnafullytravel.com

জ্যাকসন হাইটস, উডসাইড এ নিরিবিলি পরিবেশে

বাংলাদেশী ডাক্তার

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Internal Medicine

Geriatric Medicine

শামীম আহমেদ এম, ডি

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

35-30 , 64th Street, Woodside NY 11377 (Subway E, F, R, N, V, G, 7)

TEL: 718-205-6561

Starling Car Service LLC

Best Choice for your trip

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

- 24 Hours Service
- Experienced & Professional Driver
- Affordable Price
- Airport Service
- Long Distance - Short Distance Hourly Service
- Special Occasions Service
- Wheelchair Available
- Corporate Transporation

Please Contact:
Md. Kamroul Hasan
President & CEO
718-612-8825

2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx
NY 10462
Tel: 718-612-8825
914-294-1845
Email: starlingcarservice@gmail.com

We arrange
Base Letter & Base Affiliate

Amader Service.com

Your Trusted Service Partner

আমাদের সেবাসমূহ

ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট
১. ইভেন্ট ডেকোরেশন
২. ফুড সাপ্লাই
৩. ফটোগ্রাফী
৪. ভিডিওগ্রাফী

হোম সার্ভিস
১. ফার্নিচার সেটআপ
২. ইলেক্ট্রিক্যাল
৩. প্লাম্বিং
৪. রিপিয়ারিং (কনস্ট্রাকশন)
৫. সার্ভিলেন্স ক্যামেরা

অফিস এ্যাডভাইজারী
১. ভিসা প্রসেসিং
২. পাসপোর্ট রিনুয়াল
৩. যেকোন ধরণের ইমিগ্রেশন ফরম
৪. ডিএমভি সার্ভিস
৫. ইবিটি, ফুড ষ্ট্যাম্প, রেন্টাল এসিস্ট্যান্ট
৬. হোম কেয়ার

এছাড়াও আমরা বাংলাদেশে বাড়ি, প্লট, জমি ক্রয়-বিক্রয় করে থাকি এবং আপনার বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট এর দায়িত্ব নিয়ে থাকি।

Get all services you need in one place from professional expart, at home!

এ্যাপসটি ডাউনলোড করে আপনার মোবাইল থেকে সরাসরি অর্ডার করুন।

GET IT ON Google Play | GET IT ON App Store

CONTACT

+1 917 519 1151, +1 929 569 9350, +1 347 659 8410
www.amaderservice.com

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

তারেক রহমানকে নিয়ে গভীর ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত!

১ পৃষ্ঠার পর

বাস্তবতায় জামায়াত নেতা হিসাবে সরাসরি দেশের নেতৃত্ব বা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব নয়।
আদালত বিবেচনায় শফিকুর রহমান তারেক রহমানের থেকে ১০ বছরের বড়। যে কোনও মানুষের যে কোনও সময়ে মৃত্যু আসতে পারে। কিন্তু সাধারণ হিসাবে মানুষ ধারণা করে বয়স্কদের মৃত্যু আগে হয়। ফলে জামায়াত নেতার এই ধরনের বক্তব্য স্বাভাবিক মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করে বলা হয়নি। জিয়াউর রহমান শহীদ হয়েছেন দেশী-বিদেশী শত্রুদের নিশানায়।
এদিকে, বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের বিশেষ যোগাযোগ ব্যবস্থা তথা লাল টেলিফোনের তার চুরির ঘটনাটি সাম্প্রতিক সময়ে দেশের প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য তৈরী করেছে। ৪ জুন ২০২৬ তারিখে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেরোরিজম এবং ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট সংবাদ সম্মেলন করে এই চুরির রহস্য উদঘাটন এবং জড়িতদের খবর নিশ্চিত করেছে।
মে মাসের শেষের দিকে সরকারি ছুটির পর ১ জুন সোমবার সচিবালয় খোলার পর কর্মকর্তারা দেখতে পায়নি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অত্যন্ত সংবেদনশীল লাল টেলিফোনগুলো অচল হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানী লিমিটেডের (বিটিসিএল) কারিগরি দল প্রায় সাত ঘণ্টা টানা চেষ্টা চালিয়ে ওইদিন বিকেলে সংযোগটি পুনরায় সচল করে। তদন্তে দেখা যায়, সচিবালয়ের পুরনো ভবনের ছাদে কপার ক্যাবল তথা তামার তার কেটে নিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ এবং সুরক্ষিত স্থানে এ ধরনের চুরির ঘটনা কেবল একটি সাধারণ ঘটনা নয়। এসব ঘটনা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ঝুঁকির সৃষ্টি করে।

'হাদি' মন্তব্যে মমতার বিরুদ্ধে মামলা

১ পৃষ্ঠার পর

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিস্ফোরক মন্তব্যের জেরে এবার তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতাসহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। শিলিগুড়ি সাইবার ক্রাইম থানায় মমতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ দায়ের করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের আইনজীবী রিংকু চ্যাটার্জি সিং।

অভিযোগকারীর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে জনমনে ঘৃণা তৈরির অপচেষ্টা করেছেন। এ ছাড়া বাংলাদেশের একটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় ভারত সরকার ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে জড়িয়ে তার মন্তব্য আন্তর্জাতিক স্তরে দেশের সম্মান ক্ষুণ্ন করেছে এবং তার মন্তব্যের কারণে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে। এই মন্তব্য দুই দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বড় হুমকি বলেও অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।
তাই মমতার বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১৫২, ১৫৩, ১৫৩ (এ), ১৯১, ১৯২, ১৯৬, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩-সহ একাধিক ধারায় এই অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) ধারা ১৫২ হলো ভারতের নতুন ফৌজদারি আইন, যা ভারতের সার্বভৌমত্ব, একতা এবং অখণ্ডতাকে বিপন্নকারী বা ক্ষুন্নকারী কার্যকলাপকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করে।
ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৫৩ ধারা অনুযায়ী, ভারত সরকারের সঙ্গে শান্তিতে থাকা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, যুদ্ধ করার চেষ্টা করা বা যুদ্ধে সহায়তা করা একটি গুরুতর অপরাধ। এ ছাড়া বিএনএস ১৫৩ (এ) ধারা অনুযায়ী, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা বা বিদ্বেষ ছড়ানো এবং সম্প্রীতি নষ্ট করার অপরাধে মমতার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে।
আইনজীবী রিংকু চ্যাটার্জি সিং বলেন, অবিলম্বে মমতার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন। তিনি আরও জানিয়েছেন, আগামী ৮ জুন আদালত খুললেই সাবেক মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তিনি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির দাবিতে মামলা করবেন।
প্রসঙ্গত, বিধানসভার নির্বাচনে পরাজয়ের প্রায় এক মাস পর ২ জুন (মঙ্গলবার) প্রথম রাজনৈতিক কর্মসূচিতেই ওসমান হাদি হত্যা প্রসঙ্গ টেনে এনে বিস্ফোরক দাবি করেন মমতা। রাজনৈতিক সভা থেকে মমতা দাবি করেন, বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ওসমান হাদির হত্যাকারীদের রাজ্য পুলিশের এসটিএফ গ্রেপ্তার করার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোন পান তিনি। তাকে বলা হয়, এই বিষয়টি যেন বাইরে না জানানো হয়।
মমতা আরও দাবি করে বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে একটা বড় খুনিকে রাজ্য পুলিশের এসটিএফ গ্রেপ্তার করেছিল, যা নিয়ে বাংলাদেশে অনেক আন্দোলন হয়। অন্য দেশের কথা আমি বলছি না, আমার অধিকারও নেই বলার। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাইছি তা হলো, ওই হত্যাকারীরা মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। বাংলায় আসার পর আমাদের এসটিএফ তাদের ধরে। এটা তাদের কৃতিত্ব। কিন্তু তারপর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজে আমাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন, আপনি রাজ্য পুলিশকে জানিয়ে দিন এটা যেন বাইরে না যায়, কারণ এটা দেশের ব্যাপার।'
অমিত শাহকে প্রশ্ন ছুড়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'কাকে দিয়ে খুন করিয়েছিলেন? কার কার নাম বেরিয়েছিল? আজকের সরকার পরিবর্তন হলেও আমি সবটাই জানি। আমার স্বভাবটাই একটা কথার কথার। এতদিন আমি বলিনি, কিন্তু আজকে অত্যাচার শেষ সীমায় পৌঁছে বলে আমাকে মুখ খুলতে হয়েছে। আমি সেই নামটা বলতে চাইছি না, বললে বাংলাদেশ উত্তাল হয়ে যাবে। আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, দেশের স্বার্থে ওই নাম আমি বলব না।'

'নিউইয়র্ক মাথা নত করে না' -মেয়র মামদানির হুশিয়ারি

১ পৃষ্ঠার পর

স্বরাষ্ট্র নিরাপত্তা বিভাগের (ডিএইচএস) প্রধান মার্কওয়েইন মুলিন 'স্যাংকচুয়ারি সিটি'গুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পর নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানি সরাসরি পাল্টা জবাব দিয়েছেন। এমএসএনবিসির 'দ্য উইকেন্ড: প্রাইম টাইম' অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মামদানি বলেন, "আমাদের আইন ও মূল্যবোধ কোনো দর-কষাকষির বিষয় নয়। আমরা ভয়ভীতি বা হুমকির কাছে নতি স্বীকার করব না। নিউইয়র্ক একটি স্যাংকচুয়ারি সিটি এবং এ নিয়ে আমরা গর্বিত।"
তিনি বলেন, "নিউইয়র্কবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্যই এই নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে আমরা গর্বিত যে, এই শহরের ৩০ লাখেরও বেশি বাসিন্দা অভিবাসী। আমিও তাদের একজন।"
সম্প্রতি নিউ জার্সির ডেলানি হল অভিবাসন আটক কেন্দ্রকে ঘিরে বিক্ষোভের পর বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় আসে। আটক অভিবাসীদের অনশন, মানবিক পরিস্থিতির অবনতি এবং নানা অভিযোগের প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রটির বাইরে প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নিউ জার্সির ডেমোক্র্যাট সিনেটর অ্যান্ডি কিম ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে আইন কর্মকর্তাদের ব্যবহৃত পেপার স্প্রের কারণে আহত হন বলে জানা যায়। তিনি দাবি করেন, আটক বহু অভিবাসী ও অনশনকারীর সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন। এরই মধ্যে ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ডিএইচএস প্রধান মার্কওয়েইন মুলিন বলেন, হোয়াইট হাউসের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর বিভাগ এমন পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে, যাতে ফেডারেল অভিবাসন আইন বাস্তবায়নে সহযোগিতা না করা স্যাংকচুয়ারি শহরগুলোর বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট প্রক্রিয়াকরণ সীমিত বা বন্ধ করা যেতে পারে। মুলিনের এই মন্তব্যের জবাবে মামদানি বলেন, "আমরা এই ধরনের ভয়ভীতি বা চাপের কাছে মাথা নত করব না। নিউইয়র্কের মানুষকে নিষ্ঠুর নীতির হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে না।"
সাক্ষাৎকারে তিনি আরও অভিযোগ করেন, আইস বর্তমানে নিউইয়র্কসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে কার্যত জবাবদিহিতাহীনভাবে অভিযান পরিচালনা করছে। তাঁর মতে, অনেক অভিবাসী জানেন না কোন পরিস্থিতিতে তারা ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন। মামদানি বলেন, "আমি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সঙ্গে একাধিকবার সাক্ষাৎ করেছি। আমাদের আলোচনার বিস্তারিত প্রকাশ করতে চাই না। তবে আমি স্পষ্টভাবে তাঁকে জানিয়েছি, আইসের অনেক কর্মকাণ্ড নিষ্ঠুর ও অমানবিক। এসব পদক্ষেপ জননিরাপত্তার স্বার্থও রক্ষা করে না।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশাসন ও নিউইয়র্ক সিটির বিরোধ আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে স্যাংকচুয়ারি সিটি নীতি, আইসের অভিযান এবং অভিবাসীদের অধিকার নিয়ে ফেডারেল সরকার ও স্থানীয় প্রশাসনের মধ্যে নতুন আইনি ও রাজনৈতিক সংঘাত দেখা দিতে পারে। নিউইয়র্ক, শিকাগো ও লস অ্যাঞ্জেলেসের মতো ডেমোক্র্যাট-নিয়ন্ত্রিত বড় শহরগুলো দীর্ঘদিন ধরেই অভিবাসন ইস্যুতে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে দ্বন্দ্বে রয়েছে। সাম্প্রতিক এই বক্তব্য ও পাল্টা বক্তব্য সেই বিরোধকে আরও প্রকাশ্য ও তীব্র করে তুলেছে।

বাংলাদেশ ল' সোসাইটি ভাঙ্গনের মুখোমুখি

১ পৃষ্ঠার পর

এই সংগঠন। গেল ডিসেম্বরেই উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে ১৭ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত হয়। এতে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে আব্দুল ওয়াহিদ ও কামাল উদ্দীন। ৬ মাস পার না হতেই তারা কার্যনির্বাহী কমিটির ৬ জনকে সংগঠন থেকে অব্যাহতি। অভিযোগ এসেছে কার্যকরি কমিটির বৈঠক ছাড়াই সংবিধান বহির্ভূতভাবে ৬ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে ১ জুন কার্যনির্বাহী কমিটির ১২ জন সদস্য জরুরী ভিত্তিতে জুম বৈঠকে মিলিত হন। তারা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক একতরফাভাবে ৬ জন কর্মকর্তার পদ শূন্য /অব্যাহতি দেবার নিন্দা করেন। এই জুম বৈঠকেই সভাপতি আব্দুল ওয়াহিদ ও সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দীনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গৃহিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহসভাপতি ব্যারিষ্টার আকমল খান। পরিচালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান সাবু। উপস্থিত ছিলেন কার্যকরি কমিটির এড. সোনিয়া সুলতানা, নুরুল করিম জুয়েল, এড. মাহবুব আলম, এডভোকেট জয়জিত আচার্য,এড. রুবিনা মান্নান, সাব্বির আহমেদ, পপী ইয়াসমীন,কাজী জুয়েল ও হাসনাত কবির কাজিম। আজ শুক্রবার ৫ জুন নবান্ন রেষ্টুরেন্টে কার্যকরি কমিটির ১২ সদস্য ফিজিক্যালি বৈঠকে বসে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন।
এ ব্যাপারে সাধারণ সম্পাদক কামাল উদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, আপনার নিউজের সোর্স কি? কে বলেছে? আমাদের সংগঠনের সিদ্ধান্ত হলে আমরা জানাবো। ভুল নিউজ করবেন না। এটি আমাদের ঘরোয়া বিষয়। নিউজ করার মতো কিছু না। ৬ জনকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে কিনা জানতে চাইলে সাধারণ সম্পাদক বলেন, যা ঘটেছে সংবিধান অনুসারে। এ নিয়ে কোন নিউজ 'করবেন' না। এমনিতেই আমাদের কমিউনিটিতে ঝগড়াঝাটি বেশি। বিগত কমিটির ৩৩ হাজার ডলার বিধিবহির্ভূত খরচ নিয়েও সংগঠনে বিরোধ রয়েছে। ৩৫টি কবর কেনার সাংগঠনিক এখতিয়ার নিয়েও বিতর্ক তুলছেন অনেকে। অবশ্য এ কবরগুলো কেনা হয়েছিল শামসুদ্দোহা, মতিউর রহমান ও জামাল আহমেদ জনির নেতৃত্বে।

পায়ের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন ?

নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

ডায়াবেটিক রোগীদের ইন্স্যুরেন্সের মাধ্যমে ডায়াবেটিক জুতা দেওয়া হয়।

We Accept Wellcare, Fidelis, Medicare, Metroplus, Healthfirst and other private insurances.

Our Office Locations

01. 16605 Highland Ave, Suite L-1, Jamaica, NY 11432
02. 264-02 Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
03. 486 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
04. 7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372
05. 7721 101th Ave, Ozone Park, NY 11416
06. 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

Phone: 347-509-4470, Fax: (646) 845-1861

আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।

Call for Appointment

ESTD 2017

Tribune Training Academy

Workplace Safety Training School

40-38 75th Street,
Jackson Heights, NY 11373
(718) 790-2664
tribunest@gmail.com
www.tribunest.com

40-HR OSHA/SST: $400

Tribune Training Academy is an outstanding institution with a proven track record of excellence that has made it a top player in the field of safety and technical training. Based in New York City, our esteemed organization has continuously set the standard for quality education through our unwavering commitment to providing the very best in certification training. Below are a list of some of the courses we offer:

- 30 Hour OSHA Training
- 40 Hour OSHA/SST
- 62 Hour Supervisor SST
- 4,16 & 32 Hour Scaffold
- 8-Hour EPA Lead Renovator
- NYS Security Guard License
- Fire Guard/FSD Training
- Work-zone Flagger
- Forklift/Scissor Lift Operator
- Defensive Driving Course

40-HR OSHA/SST: $400 (LIMITED TIME OFFER)

Get your 40-Hour OSHA/SST Training for only $400. This is a limited time offer only and this rate will not be honored once this promotional rate ends.

আমেরিকা তথা নিউইয়র্ক এ একটি গর্বিত বাড়ির মালিক হতে চান?

আমরা স্বাচ্ছন্দ্য মুল্যে বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ে নিশ্চয়তা দিয়ে থাকি।

REALTOR® MLS EQUAL HOUSING LENDER

KAZI N JALAL
Licensed Sale Agent

ARA REALTY SERVICES INC

A full Service Real Estate Brokerage of Professional Company

158-10 84th Drive Jamaica, NY 11432
Email: realtornykazi@gmail.com
Office: 917-417-6766
Cell: 516-439-0156

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

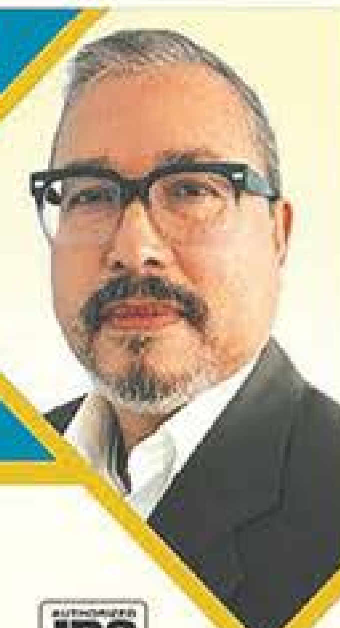

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

tax refund

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

জব জব হেল্প জব

Job Help Application Processing Service

917-500-3937

* পোষ্টাল জব
* ফেডারেল জব
* স্টেট জব
* এম. টি. এ জব
* সিটি জব
* রেজুমী তৈরী
* কভার লেটার
* সিটিজেনশীপ এপ্লিঃ প্রঃ
* নিউ পাসপোর্ট/রিনুয়েল
* ডুয়েল সিটিজেনশীপ
* ফুড স্ট্যাম্প
* ডিজএবিলিটি (SSI)
* সসিয়াল সিকিউরিটি (SS)
* রিটারম্যান্ট বেনিফিড

Md. Ali
B.Sc. LLB
Chittagong University
Retired Govt. Officer
Bangladesh

148-45, Hillside Ave, 2nd Fl, Suite 204
Jamica, NY 11435

Phone/Fax: 917-300-6160

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে

নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশে
৩ বেডের বাসা
ভাড়া দেওয়া হবে।

চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড (লিটল বাংলাদেশ)

মসজিদ, স্কুল, সাবওয়ে, বাস, গ্রোসারী
সব কিছুই এক ব্লকের মধ্যে

যোগাযোগ

917-494-5316

LIBERTY REAL ESTATE SCHOOL

NYS Approved Real Estate School

রিয়েলএস্টেটের লাইসেন্স করুন
বছরে লক্ষ ডলার আয় করুন

বিস্তারিত তথ্য এবং ক্লাসের সময় সুচি জানতে
কল করুন **+1 (929) 393-8620**

- SALESPERSON COURSE : 75 HOURS
- CONTINUING EDUCATION : 22.5 HOURS
- BROKER COURSE : 45 HOURS

YOU LEARN :

The easiest way to buy and sell a home
Learn for Being a professional Realtor or for knowledge
Buying and selling a home as an investment
The market price of house goes up and down
Buy for profit, sell for profit (fix-flip)
What to do to buy your own house
Rules of buying and selling properties
Different types of mortgage loans

Jackson Heights Office:
37-22 73rd Street, Suite 2A

Jamaica Office:
167-16 Hillside Avenue

917 781 0647, 929 399 9352
libertyrealestateschool@gmail.com

COOL Multiservices LLC

Real Estate, Tax, Insurance & Consultancy
We Offer Mortgage
Wireless Communication Limo Service

শাহ্ হামজার স্মরণে
বিশ্বাসের উত্তরাধিকার, উৎকর্ষতার ভবিষ্যৎ

১৯৯৯ সাল থেকে কুল মাল্টিসার্ভিসেস এলএলসি আমাদের কমিউনিটির একটি নির্ভরযোগ্য ভরসার নাম। দীর্ঘ এই পথচলায় আমরা সততা, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের মাধ্যমে মানুষের আস্থা অর্জন করেছি।
আজ আমরা গর্বের সাথে জানাচ্ছি—আপনার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও নিরাপদ ও সুন্দর করে গড়ে তুলতে আমরা আমাদের সেবার পরিধি ও দক্ষতা আরও বিস্তৃত করেছি।
আপনি যদি ট্যাক্স সংক্রান্ত সহায়তা চান, কিংবা নিজের স্বপ্নের একটি বাড়ির খোঁজে থাকেন—যে দলকে আপনি বছরের পর বছর বিশ্বাস করেছেন, সেই দল আজও আপনার পাশে আছে।

আমাদের প্রধান সেবাসমূহ

* ট্যাক্স প্রস্তুতি ও পরামর্শ
  দ্রুত, নির্ভুল ও সর্বোচ্চ রিটার্ন নিশ্চিত করার জন্য অভিজ্ঞ সহায়তা।
* মর্টগেজ ও ঋণ সমাধান (প্রি এপ্রোভাল)
  সহজ শর্ত, প্রতিযোগিতামূলক সুদের হার ও ব্যক্তিগত গাইডলাইন।
* রিয়েল এস্টেট সেবা
  বাড়ি কেনা বা বিক্রি—বাজার বিশ্লেষণ করে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সহায়তা।

আপনার স্বপ্নের বাড়ির শুরু এখান থেকেই

প্রথমবার বাড়ি কিনছেন?
আপনাকে আন্তরিক স্বাগতম।
এই প্রক্রিয়াকে জটিল মনে করার কোনো কারণ নেই। আমরা প্রথমবার বাড়ি কিনতে আগ্রহীদের জন্য প্রি-অ্যাপ্রুভালসহ প্রতিটি ধাপে পাশে থেকে সহায়তা করি, যাতে আপনার "স্বপ্নের বাড়ি" বাস্তবে রূপ নেয়।

কুল-এর সাথে যুক্ত হয়ে উপভোগ করুন
২৫ বছরেরও বেশি সময়ের সততা, অভিজ্ঞতা ও পেশাদার সেবার নিশ্চয়তা।

: যোগাযোগ :
১৯৭০১ হিলসাইড অ্যাভিনিউ, হলিস, নিউ ইয়র্ক ১১৪২৩

৭১৮-৮০৩-৮২০০

ইমেইল: coolmultiservicesllc@gmail.com

সুলভে অকশনের বাড়ী কিনে অধিক লাভবান হোন

AUCTION HOUSES FOR SALE

Auction Date: 17 June 2026, 11AM

Minimum Opening Bid: **$640,000.00** Deposit Required: **$64,000.00**
59-42 58th Road Maspeth, NY 11378

Minimum Opening Bid: **$1,155,000.00** Deposit Required: **$115,500.00**
148-02 87th Road Jamaica, NY 11435

Minimum Opening Bid: **$840,000.00** Deposit Required: **$84,000.00**
148-12 87th Road Jamaica, NY 11435

Minimum Opening Bid: **$620,000.00** Deposit Required: **$62,000.00**
114-23 178th Place St. Albans, NY 11434

Minimum Opening Bid: **$925,000.00** Deposit Required: **$92,500.00**
23-40 205th Street Bayside, NY 11360

Minimum Opening Bid: **$695,000.00** Deposit Required: **$69,500.00**
145-74 177th Place Springfield Gardens, NY 11434

Minimum Opening Bid: **$660,000.00** Deposit Required: **$66,000.00**
61-20 165th Street Queens, NY 11365

Minimum Opening Bid: **$715,000.00** Deposit Required: **$71,500.00**
87-42 116th Street Queens, NY 11418

Minimum Opening Bid: **$995,000.00** Deposit Required: **$99,500.00**
42-22 Forley Street Flushing, NY 11373

কামরুজ্জামান বাচ্চু
KAMRUZ ZAMAN BACCU
Licensed Real Estate Salesperson

ISLAND ADVANTAGE REALTY

360 Motor Parkway Suite 200A
Hauppauge, NY 11788

347.465.3220
kamruzbaccu1@gmail.com

We have 200+Regular, HUD, Auction, Foreclosure, REO/Bank Own Properties

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

MAXIMIZE YOUR REFUND
CLAIM EVERY CREDIT & DEDUCTION YOU DESERVE

Tax Prep & Consulting Services for Individuals & Businesses

Our Services

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

- Individual Tax Preparation (Form W-2, 1098, 1099 ...)
- Business Tax Preparation (Corporation, LLC, Partnership, Not-for-Profit ...)
- Self-Employed Tax Preparation (Uber, Lyft, Taxi ...)
- Amended Tax Preparation
- Sales Tax Preparation
- Tax Planning & Consulting
- Year-Round Support
  Notary, Immigration, RAPID DIVORCE, Insurance ~ 7702 Plan, Copy, Scan, Print, E-mail ...
- BUSINESS SETUP LLC, INC., Not-for-Profit, Nonprofit...

Notary Public

You Can Trust Us for Accurate, Reliable, and Professional Tax Filing.

30 MINUTES NO OBLIGATION FREE CONSULTATION

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant
347-266-3376, 646-651-0945

Nadira Hossain, MA
Tax Assistant
646-651-2787

ICOR Multi Services Inc.
icormultis@gmail.com
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372

আয়কর ICOR TAX & CONSULTING

PAY LESS TAXES
PROVEN TAX STRATEGIES

The IRS won't tell you which CREDITS & DEDUCTIONS you are missing—but I WILL.

Small Business Owners, Rental Property Owners, Self-Employed Individuals, and Investors...
Discover what you have been overlooking ...

Customize Tax Planning Can Maximize Your Tax Savings

Tax-Advantaged Accounts are Dedicated Savings Vehicles—Specially Designed to Give You and Your Family Extra Tax Benefits in Exchange for Saving Money for Specific Goals- Like: Retirement, Education, Wealth Creation, Financial Security ...

- Retirement Plans - 401(k), IRA, Roth IRA ...
- Education plans - 529 Plan, Coverdell ESA, UGMA/UTMA ...
- Health Savings Account - HSA
- Flexible Savings Account - FSA
- Achieving a Better Life Experience Account - ABLE
- Tax-efficient investment - ETFs, Index Funds ...
- Tax-advantaged investment - Municipal Bond, Treasury Bond ...

INSURANCE LIFE HEALTH DISABILITY

Income Continuation Plan ~ 7702 Plan – Permanent Life Insurance is a Hybrid Financial Tool / Unique Blend of Financial Protection for you & your business, assets and family / Tax Exempt Financial Asset: MULTI-PURPOSE FUND for you to access for any reason without penalty & taxes - Emergencies, Education, Retirement, Opportunities ... while FINANCIAL SECURITY & TAX-FREE INCOME for your family and loved ones.

Estate Planning : can be used to Equalize Inheritances or Provide Funds For Estate Taxes...

I am a Professional Financial Coach, Tax Advisor, and Licensed Insurance Broker
I am happy to assist you with your Financial Planning, Tax Planning, Budgeting, Debt Management, and Insurance Needs

Md Mukhter Hossain, CEO
Financial Service Consultant

ICOR Multi Services Inc.
7226 Roosevelt Ave, Suite - 201, Jackson Heights, NY 11372
347-266-3376, 646-651-0945 icormultis@gmail.com

HP
HAVEN POINT
HOME CARE INC.
A Home Health Care Consultant

PCA HOME CARE SERVICE
আমরা সর্বোচ্চ রেট পেতে সহযোগিতা করছি

আপনি কি PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদানে সহায়তাসহ হোম কেয়ার সংক্রান্ত সকল প্রকার সহযোগিতা করে থাকি।

ডে কেয়ারের
সেবা নিলে পাচ্ছেন
সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন:
470 447 8625
917 519 1151

ডে কেয়ার ও হোম কেয়ার সেবা নিতে আজই যোগাযোগ করুন

1088 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208

First Time in NY
COMMUNITY
CONNECT
Scan to Register
Tuesday June 17th, 2025
5.00 PM - 7.30 PM
150 State Street 4 FL
Albany 12207 NY
Speakers
The Next Bangladesh:
Powered by its Global Citizens (NRBs)
Quazi M. Ahmed
LLB, MBA (IBA), MA (Japan), IMP (NYU, USA), CISS (Norway)
Global Leadership Trainer & Coach
Founder & President, BOND
CEO, Global Center of Excellence, LLC
Cybersecurity Awarness:
Protecting Ourselves and Our Community
Mahbub Rahman
IT Professional & Career Coach
Founder & CEO at Sustain Secure and The Triple Zero LLC
Refreshments will be served
Hosted by
MAJESTIC TOUCH
Organizing Partners
BOND
SUSTAIN SECURE
QUAZI consultants
GLOBAL
EAGLES BOOST
triplezero
CXO GLOBAL ALLIANCE
America TECH

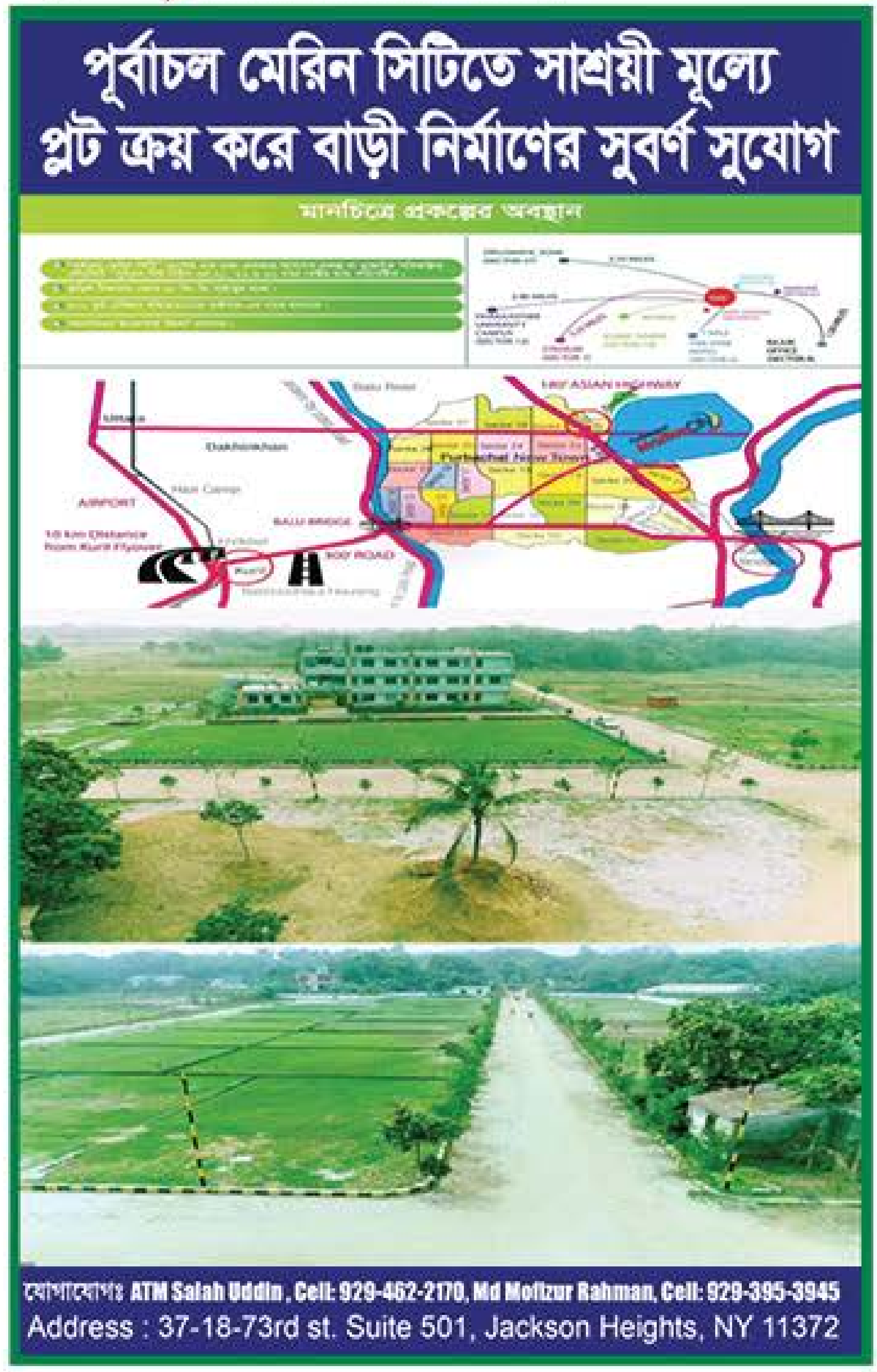
পূর্বাচল মেরিন সিটিতে সাশ্রয়ী মূল্যে
প্লট ক্রয় করে বাড়ী নির্মাণের সুবর্ণ সুযোগ
মানচিত্রে প্রকল্পের অবস্থান
যোগাযোগঃ ATM Salah Uddin, Cell: 929-462-2170, Md Mofizur Rahman, Cell: 929-395-3945
Address : 37-18-73rd st. Suite 501, Jackson Heights, NY 11372

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K
TO 200K
PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

UB GROUP
US BANGLA TAX & MULTISERVICES INC.
US BANGLA TECHNOLOGY & SUPPLIES INC.
US BANGLA DEVELOPER & PROPERTY INC.
Chandan Gupta
President
347-239-3408
Mostafezur Rahman
Vice President
646-361-0250
Authorized IRS e-file Provider
One Stop Services
37-47 73rd Street, Suite #217
Jackson Heights, NY-11372
Tel :718-255-6783
Fax:718-255-6783
usbanglagroup@yahoo.com
Services : Individual & Business Tax Services, Immigration Services, Loan Modification, Real Estate Property Investment.

আপনার স্বপ্নের বাড়ীটি বেছে নিন
Dream Cottage Realty Inc
আমরাই আপনার এটর্নি, প্রি-অ্যাপ্রুভড
লোন সহ সকল ব্যাবস্থা করে থাকি।
শত ভাগ গ্যারান্টি
সবচেয়ে কম রেটের মর্টগেজে
সহযোগীতা প্রদান করা হয়
Fazle Shohag Khan
Licensed Real Estate Sales
Cell: 1-917 770 1341
Office: 1-516 800 5160
e-mail: shohag.khan@hotmail.com

Video & Photo PRODUCTION SERVICES

DFC DREAM FRAME CREATIVE

- Brand Videos
- Event Coverage
- Product Demos
- Corporate Videos
- Video Editing

সোশ্যাল মিডিয়ার জন্য কনটেন্ট দরকার? আমাদের হাতে তৈরি করুন ফাস্ট ও স্মার্টলি!

আমাদের সেবাসমূহ:
ইভেন্ট ফিল্মিং (বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন)
কর্পোরেট ও প্রোমোশনাল ভিডিও
সোশ্যাল মিডিয়া ও ইউটিউব কনটেন্ট
লাইভস্ট্রিমিং (Facebook, YouTube)
ডকুমেন্টারি

ইভেন্ট কভারেজ থেকে কর্পোরেট ভিডিও –সবকিছু এক ছাতার নিচে!

Phone (646) 457-6732 (929) 498-0979
Website www.dfcreative.org
Location Jamaica, NY 11432

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician

আমাদের সেবাসমূহ :
- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Specialist on Residential & Commercial, Bank Own Properties, Short Sale, REO and Loan Modification.
Hard Money Loan Available.

রিয়েল স্টেট লাইসেন্স প্রাপ্ত আমেরিকাতে বাড়ি বেচা-কেনা ও লোন সংক্রান্ত বিষয়ে বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বিশিষ্ট রিয়েল্টর

Somnath Ghosh (SAM)
Licensed Real Estate Agent
Tel: (Direct)
646-597-1760

Office : 81-15 Queens Blvd
2nd FL, Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000
Fax: 516-407-5615
Email:sstreamline@ gmail.com

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

Direct Lender
আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট

646-920-4799

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ব্যক্তিগত পরামর্শ
- ইন্টারেষ্ট রেট কম
- ইনভেষ্টমেন্ট
- ফ্রি এপ্রোভাল
- ফাষ্ট ক্লোজিং
- দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435
Akib Hussain

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?

We Pay The Highest Rate

Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

OUR SERVICES

- Skilled Nursing
- Home Health Aides
- Medicaiton Remindrs
- Meal Preparation
- Personal Care
- Light Housekeeping

$23 Per Hour Giver to PCA & HHA Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

ঈদ উপলক্ষে 10% DISCOUNT

DUO NEST

REAL ESTATE TUTORING CENTER

নিউ ইয়র্কে আপনার রিয়েল এস্টেট ক্যারিয়ার শুরু করুন
কোন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই!

DUO NEST REAL ESTATE TUTORING- এ, আমরা আপনার লাইসেন্স পাওয়ার প্রক্রিয়া সহজ এবং ঝামেলামুক্ত করে তুলি

কেন রিয়েল এস্টেট লাইসেন্স নেবেন?

দ্রুত একটি নির্ভরযোগ্য আয় উপার্জন করুন।
নিউ ইয়র্কের ক্রমবর্ধমান রিয়েল এস্টেট বাজারে একটি সম্মানিত ক্যারিয়ার তৈরি করুন।
স্বাধীনভাবে বা নেতৃস্থানীয় রিয়েল এস্টেট সংস্থাগুলির সাথে কাজ করুন।
ধাপে ধাপে আর্থিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করুন।
আপনার সাফল্যের মাধ্যমে আপনার পরিবারকে গর্বিত করুন।

শক্তিশালী ইংরেজি দক্ষতা নেই? কাজের অভিজ্ঞতা নেই?
কোন চিন্তা নেই আমরা আপনাকে প্রতিটি ধাপে গাইড করার জন্য এখানে আছি।

আমাদের সুযোগ ও সুবিধা

- এককালীন পেমেন্ট, কোন এক্সট্রা ফি নেই।
- আপনি পাশ করে লাইসেন্স পাওয়া না পর্যন্ত অগণিত ক্লাস।
- দ্রুত শেখার জন্য ব্যক্তিগত ১-অন-১ কোচিং
- পরীক্ষায় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে প্র্যাকটিস এক্সাম
- সময় অনুযায়ী অনলাইন বা সরাসরি ক্লাস আপনার সুবিধামতো সময়ে
- পরিষ্কার, সহজবোধ্য ইংরেজি ব্যাখ্যা
- রিয়েল এস্টেট সম্পর্কিত শব্দ ও নিয়মাবলী সহজ বাংলায় ব্যাখ্যা

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CALL US TODAY TO START
YOUR REAL ESTATE CAREER
929-414-7746
929-608-6206
646-508-2434

duonest03@gmail.com
169-24 Hillside Ave, FL 2
Jamaica, NY 11432
www.duonest.us

NOW SHOWING IN THEATRES

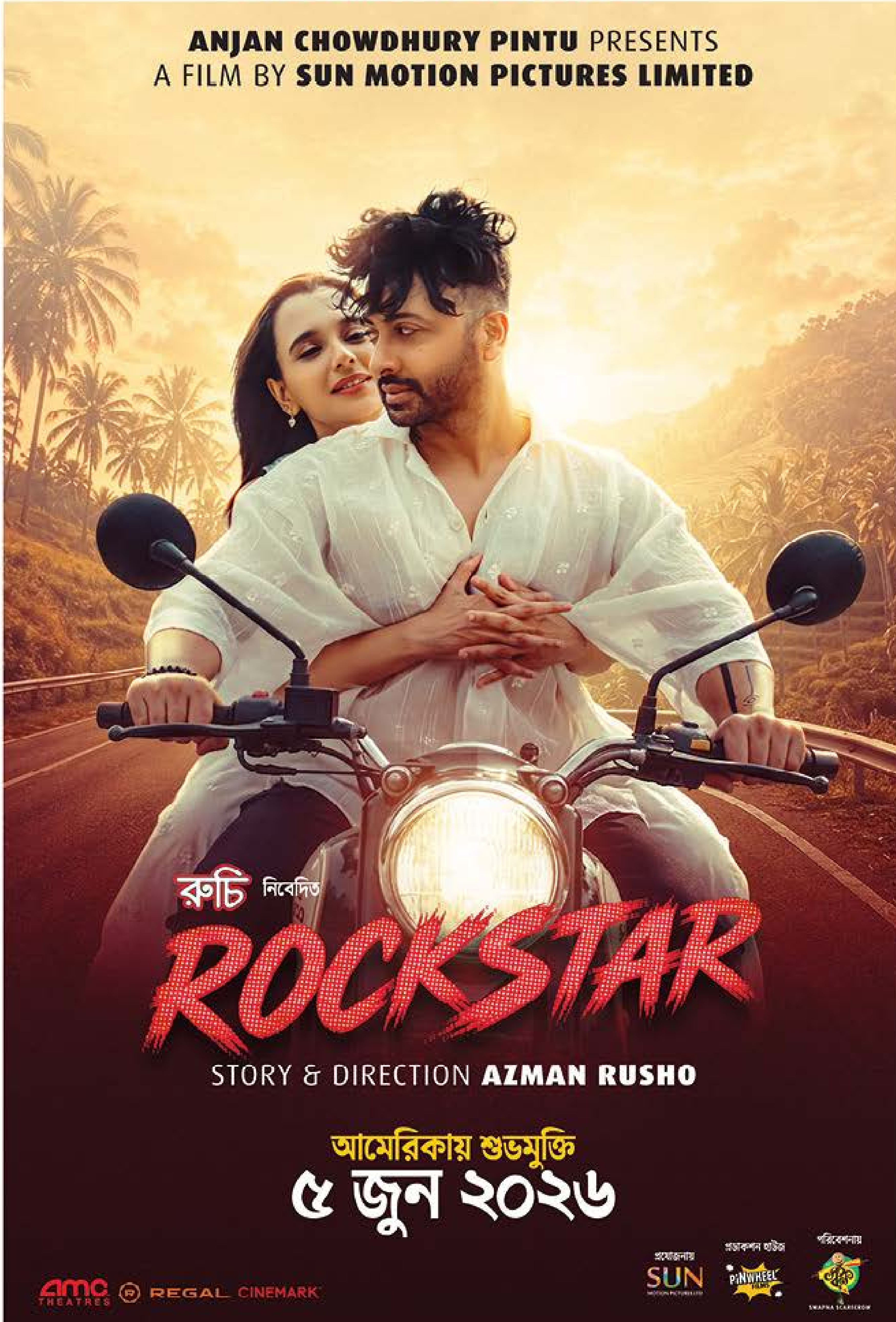

1. REGAL UA MIDWAY, **FOREST HILLS/QUEENS**
2. SHOWCASE CINEMA DE LUX **FARMINGDALE, LONG ISLAND**

টিকেট ও শো-টাইম: সিনেমা হল এর ওয়েবসাইট/অ্যাপ/কাউন্টার

ব্যবসায়ীদের মরণ ফাঁদ কমার্শিয়াল পার্কিং

৬৪ পৃষ্ঠার পর

অধিকাংশে ব্যবসায়ী প্রবাসী বাংলাদেশি। রেষ্টুরেন্ট, গ্রোসারী, টেলিফোন ও মেডিক্যাল ব্যবসায় শতশত বাংলাদেশি জীবন নির্বাহ করে এ এলাকায়। ট্রাই স্টেট এলাকার হাজার হাজার মানুষ আসে জ্যাকসন হাইটসে বাজার করতে ও আড্ডা দিতে। ৬ মাস আগে সিটি কর্তৃপক্ষ এ ২টি স্ট্রিটের অধিকাংশে এলাকাকে শুধুমাত্র কমার্শিয়াল পার্কিং এর জন্য সীমাবদ্ধ করে। ফলে সাধারন মানুষ এ এলাকায় প্রাইভেট পার্কিং এর সুযোগ হারায়। ১১৫ ডলারের টিকেটের ভয়ে মানুষ এ এলাকায় আসতে আর উৎসাহবোধ করছেন না। গাড়ি পার্ক করে রেষ্টুরেন্টে খাবার সেরে নেয়া, ১ কাপ চা কিংবা সিঙ্গারার গ্রাহকেরা গাড়ি নিয়ে আসা বন্ধ করে দিয়েছেন। আসছেন না গ্রোসারীর বাজার করতে। এমতাবস্থায় স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত পড়েছে। অনেকে এ এলাকা থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিচ্ছেন। রেষ্টুরেন্টগুলো অস্তিত্বের সংকটে।

নবান্ন, মামা'স ও হাটবাজার একাধিকবার হাত বদল হয়েছে লোকসান সামাল দিতে না পেরে।

জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী উদ্বিগ্ন। তারা এই পার্কিং এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। গত শনিবার জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসী প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের শাহাদত বার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ছিল মিলাদ ও খাবার বিতরণের আয়োজন। এ অনুষ্ঠানে আয়োজকরা একটা পর্যায়ে কমার্শিয়াল পার্কিং এর বিরুদ্ধে প্লেকার্ড হাতে নিয়ে রাস্তায় দাড়িয়ে পড়েন। তাতে লেখা ছিল 'নো কমার্শিয়াল পার্কিং অন ৭৩ স্ট্রিট'। তারা স্থানীয় প্রশাসনকে সাধারন পার্কিং চালুর জন্য দাবি জানান। মূলত মিলাদ মাহফিলের উদ্যোক্তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যরা হলেন শাকিল মিয়া, মো:আলম নবী, দেওয়ান মনির, সারওয়ার খান বাবু, এজাজুল ইসলাম নাঈম ও আমানত হোসেন। পৃষ্ঠপোষকতায় ছিলেন এটর্নি মঈন চৌধুরী ও আব্দুল আজিজ।

আইভীকে নিয়ে ব্যাপক কৌতূহল ও নজরদারি

১ পৃষ্ঠার পর

সামনে স্বজন ও কর্মী-সমর্থকরা ভিড় করেন। দীর্ঘদিন পর আইভী বাসায় ফেরায় তারা স্বস্তি প্রকাশ করেন। বাসায় পৌঁছানোর পর দেশবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আইভী। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, আমি বিচার বিভাগের প্রতি অনন্ত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং সরকারের প্রতিও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আমি চাই, সবাইকে নিয়ে একটি মানবিক সরকার গঠিত হোক। জেলে আমার মতো অনেক মায়েরা আছেন, তারা নিরপরাধ। আশা করছি, সরকার তাদের প্রতিও সদয় হবে।

এদিকে আইভীর বাড়ি ঘেরাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়। রাতেই চুনকা কুটিরের সামনে ও আশপাশের কয়েকটি স্থানে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করে পুলিশ। আইভীর পরিবারের সদস্যরা জানান, প্রশাসনিক চাপ ও নিরাপত্তার কারণে বাড়িতে আসা লোকজনের সংখ্যা সীমিত রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। এরপরও বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা আইভীর খোঁজখবর নিতে আসছেন।

সরজমিন দেখা যায়, আইভীর বাসভবনের সামনে ও আশপাশের কয়েকটি স্থানে পুলিশ সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করেছে। নিরাপত্তা ও পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের অংশ হিসেবে এসব ক্যামেরা বসানো হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাজেদুর রহমান। তিনি বলেন, এটি আমাদের নিজস্ব বিষয়। কেন লাগানো হয়েছে, তা জানতে চাইলে তিনি বলেন, নিরাপত্তাসহ সার্বিক কারণে লাগানো হয়েছে। নজরদারির বিষয়টিও স্বীকার করেন তিনি।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার তারেক আল মেহেদী জানান, আইভীর বিরুদ্ধে থাকা ১২টি মামলায় উচ্চ আদালতের দেয়া জামিন বহাল থাকার পর প্রয়োজনীয় যাচাই বাছাই শেষে তাকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ২০২৫ সালের ৯ই মে ভোরে নারায়ণগঞ্জের বাসা থেকে সেলিনা হায়াৎ আইভীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাকে ২০২৪ সালের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সময়ের ৩টি হত্যা মামলা, ২টি হত্যাচেষ্টা মামলাসহ মোট ১২টি মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়। এর মধ্যে কয়েকটি মামলায় তিনি একাধিকবার জামিন পেলেও নতুন নতুন মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়।

সর্বশেষ গত ৩০শে এপ্রিল সিদ্ধিরগঞ্জ থানার দুই হত্যা মামলায় হাইকোর্ট থেকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন পান সেলিনা হায়াৎ আইভী। এরপর তার মুক্তির পথ খোলে। সেলিনা হায়াৎ আইভী ২০০৩ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ছিলেন। পরে নবগঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের টানা তিনটি নির্বাচনে জয়ী হন তিনি। ২০১১ সালে প্রথম সিটি করপোরেশন নির্বাচনে নারায়ণগঞ্জে প্রভাবশালী আওয়ামী লীগ (বর্তমানে কার্যক্রম নিষিদ্ধ) নেতা শামীম ওসমানকে এক লাখের বেশি ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে আইভী মেয়র নির্বাচিত হন।

তিনি সব সময় নারায়ণগঞ্জে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। রাজনৈতিক অঙ্গনে একজন পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক নেতা হিসেবেও তার পরিচিতি রয়েছে।

জ্যামাইকায় শামসুল হকের সমর্থনে ফান্ড রেইজিং

৬২ পৃষ্ঠার পর

ইসলাম দেলোয়ার। অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা শামসুল হকের জন্য ফান্ড রেইজের পাশাপাশি আগামী ২৩ জুন, মঙ্গলবারের এই নির্বাচনে ভোট দিয়ে তাকে যোগ্য প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত করতে দলমত নির্বিশেষে যার যার অবস্থান থেকে ভূমিকা রাখার জন্য কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান।

শুরুতে আয়োজক মোহাম্মদ রুহুল ইসলাম দেলোয়ার শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। সভায় আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির অন্যতম উপদেষ্টা সালেহ আহমেদ, মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা (মুনা)-এর এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী আরমান চৌধুরী, ইকনা'র সাবেক সভাপতি তারেক খান, সাবিক-এর কামরুল ইসলাম, এনআরবি বাংলাদেশ-এর চেয়ারপার্সন শেকিল চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদেক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার (জেএমসি)-এর সাবেক সেক্রেটারী আফতাব মান্নান, সামাজিক সংগঠন অলো'র কর্ণধার শাহরিয়ার রহমান, বাংলাদেশী-আমেরিকান পুলিশ এসোসিয়েশন (বাপা)-এর সহ সভাপতি এরশাদুর সিদ্দিক, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সাবেক সভাপতি বেলাল চৌধুরী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তারা নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হককে এক যোগ্য প্রার্থী হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, তিনি এনওয়াইপিডি'র একজন যোগ্য সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা। তিনি কাজে বিশ্বাসী। তিনি নির্বাচিত হলে আলবেনীতে বাংলাদেশী কমিউনিটিসহ অন্যান্য কমিউনিটির জন্য কাজ করতে পারবেন। অনুষ্ঠানে শামসুল হক বলেন, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর প্রাইমারী সহজ নির্বাচন না হলেও এই নির্বাচনে জয়ের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। জয়ের জন্য দরকার অর্থেও পাশাপাশি ভলান্টিয়ার, কমিউনিটির সাপোর্ট আর প্রচার-প্রচারণা। ইতিমধ্যেই প্রবীন সিনেটর বার্নি স্যেন্ডার্সসহ অনেকের সমর্থন পেয়েছি। এই সমর্থনগুলো উৎসাহিত করছে এবং বিজয়ী হতে সাহায্য করবে। নতুন প্রজন্মের বিপুল সংখ্যক ছেলে-মেয়ে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

৬২ পৃষ্ঠার পর

কমিটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা করেন সাবেক সভাপতি তজম্মুল হোসেন, সংগঠনের সহ-সভাপতি সৈয়দ আবুল কাসেম, কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর আলম, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহীন আহমেদ, প্রচার সম্পাদক রবিন আহমেদ, সাহিত্য সম্পাদক সঞ্জয় দেব, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক সুমেনা সুমি, সদস্য শাহীন হাছনাত, ও রিটন সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

যৌথ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক, ঐক্য প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। পাশাপাশি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখা হবে। সভা থেকে এই আশাবাদ ব্যক্ত করা হয় যে ঐক্য প্রক্রিয়া অবশ্যই সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি প্রণয়নের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হবে। ঐক্য প্রক্রিয়ার আগামী সভা গুলিতে এ বিষয়ে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির পক্ষ থেকে কিছু সুনির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবনা বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হবে। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে সংগঠনের ২০২৬ সালের বার্ষিক বনভোজনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়।

খলিল বিরিয়ানির শেষ নোঙ্গরেরও বিদায়!

১ পৃষ্ঠার পর

উত্থান থেকে পতন দেখতে হয়। ব্রুকলের তিন স্টোর ও জ্যামাইকার পর এবার খলিলের শেষ নোঙর জ্যাকসন হাইটসের খলিল বিরিয়ানিও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

এ বিষয়ে শেখ খলিলুর রহমান আজকালকে বলেন, রেস্টুরেন্ট ব্যবসা বেশি একটা ভালো চলছে না। রেস্টুরেন্ট বিক্রির জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে। ভালো দাম পেলে বিক্রি করা হবে। তবে, সবকিছু রিএরেঞ্জ করে নতুনভাবে আবার রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করব।

জ্যাকসন হাইটসের খলিল বিরিয়ানি বিক্রির বিজ্ঞাপন পত্রিকায় এবং অনলাইনে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে দাম চাওয়া ধরা হচ্ছে আনুমানিক সাড়ে চার থেকে ৫ লাখ ডলার। ভবন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ১৫ বছরের চুক্তি আছে। এছাড়া সম্প্রতি রেস্টুরেন্টটির কিচেন সংস্কার করা হয়েছে।

২০১৭ সালে ব্রুকলের পার্কচেস্টারে মাত্র ৫ জন কর্মচারি নিয়ে খলিল বিরিয়ানীর শুরু হয়। সময়ের সাথে সাথে ব্রুকলের স্থানীয় বাংলাদেশিসহ এশিয় কমিউনিটির কাছে পরিচিতি লাভ করে খলিলের বিরিয়ানি। এমনকি দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও মানুষজনকে বিরিয়ানি কিনতে হয়েছে। জনপ্রিয়তার হাত ধরে একই জায়গায় গড়ে উঠে খলিল ফুড কোর্ট, খলিল চাইনিজ ও খলিল পিজ্জা। নিউইয়র্কে বাংলাদেশি বিরিয়ানি বলতে সবার মুখেই ছিল খলিলের নাম।

পাঁচ বছরের মাথায় ব্রিটিশ কারি অ্যাওয়ার্ড হাতে উঠে শেখ খলিলুর রহমানের। পান প্রেসিডেন্ট এওয়ার্ড। একই বছর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন খলিল ফাউন্ডেশন। এর হাত ধরে কমিউনিটিতে আরো পরিচিতি লাভ করেন তিনি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নিয়মিত মুখ হয়ে উঠেন খলিল, হাত খুলে দিতেন অনুদান। অসংখ্য গুণগ্রাহি জোটে চার পাশে। কেন্দ্রে তার বিরিয়ানী প্রশংসায় ছিল সয়লাব। ব্যবসাও তত দিনে ব্রুকলের বাইরে জ্যামাইকা ও জ্যাকসন হাইটসে যাত্রা করে। এ সময় শতাধিক কর্মীর বহর ছিল খলিলের প্রতিষ্ঠানে। ঢাকায় মুশলার কারখানা ও কুলিনারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করেন।

কমিউনিটিতে আলোচনা আছে, বিভিন্ন দিকে বিচরণের কারণে মূল ব্যবসায় রেস্টুরেন্টের দিকে মনোযোগ দিতে পারেননি তিনি। ব্যবসায় ভাটা পড়ে। এতে আস্তে আস্তে সব প্রতিষ্ঠানের দায় বাড়তে থাকে। বিনিয়োগকারীরাও সরে যেতে থাকেন। ব্যবসাও হাতছাড়া হতে থাকে।

শুধু নিজে এওয়ার্ড পেলেই হবে না। অন্যদের উৎসাহ দিতে ব্রিটিশ কারি এওয়ার্ডের আদলে আমেরিকান কারি এওয়ার্ডও চালুর সূচনা করেন তিনি।

অপর দিকে ২০২৪ সালের নভেম্বরে লাগোর্ডিয়া মেরিয়ট হোটেলে সংবাদ সম্মেলন করে খলিল বিরিয়ানি হাউজের ফ্রাঞ্চাইজের এর উদ্বোধন করা হয়। নিউইয়র্কের গন্ডি ছেড়ে বিভিন্ন স্টেটে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় আরো শাখা খোলার প্রস্তুতি চলছিল। একই বছরের শুরুতে বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে চালু হয় খলিল বিরিয়ানি।

তবে এর পরই আসে শেষের শুরু। ব্রুকলের তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রথমে খলিল ফুড কোর্ট ও খলিল চাইনিজ বিক্রি করে দেন। ২০২৫ সালের মাঝামাঝিতে পার্টনারশিপ ভেঙে হাত ছাড়া হয় জ্যামাইকার খলিল বিরিয়ানি। এরপর দায় মেটাতে যাওয়ায় ব্রুকলের সবশেষ চিহ্ন খলিল বিরিয়ানিও বিক্রি হয় ২০২৫ সালের শেষ দিকে। এবার খলিল বিরিয়ানির শেষ সাইন বোর্ড জ্যাকসন হাইটসের শাখাও বিক্রির জোর প্রস্তুতি চলছে।

নতুন করে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু আগে শেখ খলিলুরকে দেখা যাবে হোলসেল সাপ্লাই ব্যবসাতে। বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে সুগন্ধি চাল, মসলা থেকে শুরু করে নিত্য পণ্য আমদানি করে পাইকারীতে সরবরাহ দেয়ার প্রস্তুতি শেষ হয়েছে। শুরু হয়েছে বাজারজাত করণ।

নতুন শুরু নিয়ে খলিলুর রহমান বলেন, নতুন করে হোল সেল ব্যবসায় নজর দিচ্ছি। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে থেকে বিশ্বখ্যাত সুগন্ধি চালসহ নানা পণ্য আমেরিকায় আমদানি ও বাজারজাত শুরু করেছি।

নিউইয়র্কে 'ছোটদের বাংলা বইমেলা' অনুষ্ঠিত

৩ পৃষ্ঠার পর

কবিতা আবৃত্তি এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
এবারের মেলার মূল আকর্ষণ ছিল চারজন জনপ্রিয় লেখক- কাজী জহিরুল ইসলাম, ডা. নজরুল আশফাক, আলম সিদ্দিকী এবং আশিক মুস্তাফা। শাহী কিচেনের সহযোগিতায় আয়োজিত এই মেলায় সপরিবারে অংশ নেন নিউইয়র্ক প্রবাসী বিপুলসংখ্যক বাঙালি ও সাহিত্যপ্রেমীরা।
মেলায় অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল আশিক মুস্তাফার নতুন বই 'ওয়ান লিটল মাদার'র জমকালো মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠান। এছাড়া মেলা প্রাঙ্গণে ৯০-এর দশকের ঐতিহ্যবাহী খেলনা ও বিভিন্ন ছবি সংবলিত বিশেষ পোস্টকার্ডের উন্মোচন ও প্রদর্শনী করা হয়, যা নতুন প্রজন্মের শিশুদের কাছে বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে। মেলাজুড়ে শিশুদের প্রাণবন্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ছোট্ট সোনামণিরা গল্প বলা, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় এবং বড়দের পাশাপাশি নিজেরাও বইয়ের পাতা উল্টে আনন্দ উপভোগ করে।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নাট্যব্যক্তিত্ব ও লেখক কাজী শামীম আহমেদ। তিনি মেলার উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, এই বইমেলা নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে যুক্ত করার চমৎকার একটি মাধ্যম। আগামীতে এই বইমেলা আরও বড় পরিসরে নিশ্চয়ই অনুষ্ঠিত হবে। এজন্য সব ধরনের সর্বোচ্চ সুযোগ ও সহযোগিতা থাকবে।
বিশেষ অতিথি কাজী জহিরুল ইসলাম বলেন, দেখতে দেখতে এই বইমেলা দ্বিতীয় বছরে পদার্পণ করল। এই আয়োজন যেন শুধু দ্বিতীয় বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং আগামীতে এর পরিধি আরও বৃদ্ধি পায়। বড় আকারের এই আয়োজনে শিশুদের আরও বেশি সম্পৃক্ততা আশা করি।
আরেক বিশেষ অতিথি ফারহানাজ শারমিন খান বলেন, এবারের মেলায় চমৎকার কিছু ইংরেজি বই এসেছে। বাংলাদেশের চমৎকার সব বাংলা বই যেন আগামীতে আরও বেশি ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে এখানে আসে, আমরা সেই সাধুবাদ জানাই। এর ফলে এখানকার ইংরেজি মাধ্যমে বড় হওয়া ছেলেমেয়েরা এই বইগুলো সহজে পড়তে পারবে এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জানতে পারবে। অনুষ্ঠানের একপর্যায়ে মেলায় আমন্ত্রিত চার লেখক উপস্থিত পাঠকদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন এবং নিজেদের লেখা বই থেকে অংশবিশেষ পাঠ করে শোনান।
সবশেষে এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পী ফিরোজ মিয়া ও শাহনেওয়াজ নজরুল সঙ্গীত এবং দেশাত্মবোধক বিভিন্ন কালজয়ী গানের সুরে সুরে মেলা প্রাঙ্গণে এক আবেগঘন ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছেন। রাত ১০টায় এই সফল ও আনন্দঘন মেলার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন মিলেনিয়াম এর চেয়ারপারসন কাজী শামীমা আক্তার শিমুল। উপস্থাপনায় ছিলেন আফরোজা আখতার মুক্তি।

বাংলাদেশে আবারও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের শুল্ক আরোপ

৩ পৃষ্ঠার পর

সৃষ্টি হচ্ছে। এ কারণেই নতুন শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
অতিরিক্ত শুল্কারোপ বিষয়ে ইউএসটিআর বলছে, যেসব দেশ জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের বাণিজ্যে পূর্ণ বা আংশিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, তাদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। অন্যদিকে, যেসব দেশ এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করেনি, তাদের জন্য শুল্কের হার হবে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ।
যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে প্রস্তাবিত ১০ শতাংশ শুল্ক প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীরা বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সময় আবারও যে ট্যারিফ বা শুল্ক আরোপের বিষয়টি সামনে আনা হচ্ছে এবং যেটি এখন ইউএসটিআরের পক্ষ থেকে ১০ শতাংশ হিসেবে দেখানো হচ্ছে-তা আসলে কীভাবে দাঁড়াবে, সেটিই এখন প্রশ্ন।'
তার মূল্যায়ন, 'ফোর্সড লেবার বা বাধ্যতামূলক শ্রমের যে অভিযোগ তুলে অতিরিক্ত এই শুল্ক আরোপের চেষ্টা করা হচ্ছে, আমরা তা কোনোভাবেই গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশে ফোর্সড লেবারের কোনো গ্রহণযোগ্য ভিত্তি নেই। এ ধরনের ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে আমাদের ওপর বাড়তি শুল্ক চাপিয়ে দেওয়া ন্যায্য নয়। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানাই।' যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করবো, যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুক এবং বাস্তব পরিস্থিতি যাচাই করুক।'

বাংলাদেশ সীমান্তে টানটান উত্তেজনা

৬৪ পৃষ্ঠার পর

বিমানে করে পশ্চিমবঙ্গে জড়ো করা হয়েছে বলে প্রকাশ। ভারতীয় বিএসএফ তাদেরকে জোর করে বাংলাদেশে পুশইন করার চেষ্টা করছে। গতকাল কুলাউড়ার সর্বশেষ ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্ত দিয়ে ১৪ জনকে জোর করে বাংলাদেশের ভেতরে পুশইন করার খবর ফলাও করে প্রচার হয়েছে। এর আগে বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে পুশইন করার চেষ্টা চালানোর সময় বিএসএফকে প্রতিহত করা হয়। ভারতীয় পুশইন আতঙ্ক বেনাপোল, খুলনা, সিলেটসহ ৪ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ বর্ডার এলাকায় বিরাজ করছে। রাতে বাংলাদেশিরা ঘুমাতে পারেন না। রাত জেগে বিজিবির সদস্যদের সাথে সীমান্ত প্রহরায় থাকতে হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় এসে নতুন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশ নিয়ে প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েই যাচ্ছে। এমন এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বিজিবিতে কর্মরত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের বিরাট একটি দল আগামী ৮ জুন থেকে ১১ জুন ৪ দিনের দিল্লীর কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'র (বিজিবি) মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীসহ বিজিবিতে কর্মরত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তারা দিল্লীতে যাচ্ছেন। ভারতের প্রভাবশালী মিডিয়া 'দি হিন্দু', 'হিন্দুস্থান টাইমস' অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশি সেনা কর্মকর্তাদের দিল্লীতে যাবার খবরটি প্রচার করেছে। তাদের নাম ও পদবি ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় সংশ্লিষ্টতায় বাংলাদেশে 'বিডিআর হত্যাযজ্ঞে' ৫৭ জন সেনা কর্মকর্তাকে নির্মমভাবে হত্যার অভিযোগ রয়েছে। ওই ঘটনার পর এবার বিজিবিতে (সাবেক বিডিআর) কর্মরত সেনা কর্মকর্তারা দিল্লী যাচ্ছেন আগামী ৭ জুন, সোমবার। বাংলাদেশে নতুন সরকার ক্ষমতায় আসার পর সীমান্তজুড়ে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। অনেকটা পরিকল্পিতভাবেই ভারত কর্তৃক বাংলাদেশ সীমান্তে অস্থিরতা তৈরী করার অভিযোগ উঠেছে।
বিজিবির প্রধান মেজর জেনারেল আশরাফুজ্জামান ছাড়াও দিল্লী গমনকারী দলে রয়েছেন, বিজিবির অতিরিক্ত মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সোহরাব হোসাইন ভূইয়া, রংপুর রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার এএসএম নাসের, বিজিবির পরিচালক স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোশারফ হোসেন, কামিলার সেক্টর কমান্ডার উপ-মহাপরিচালক কর্নেল রফীকুল হাসান, বিজিবির পরিচালক স্টাফ অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল মামুন পারভেজ রানা, বিজিবির উপ-পরিচালক ক্যাপ্টেন মো. রফিকের সালফিন। এছাড়াও কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ ফিরোজ আহমেদ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (সীমান্ত) রেবেকা খান, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক শফিউল আজম সিদ্দিকী, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক আবুবকর মোহাম্মদ মাহমুদ রেজা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া-১) মোহাম্মদ বাকি বিল্লাহ এবং বাংলাদেশের যুগ্ম নদী কমিশনের নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী শহীদুর রহমান।
ভারতীয় প্রভাবশালী গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) ভারত ও বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর (বিজিবি) মধ্যে ৫৭ তম ডিরেক্টর জেনারেল (ডিজি)-স্তরের বর্ডার কো-অর্ডিনেশন কনফারেন্স ৮ থেকে ১১ ই জুন দিল্লীর সদর দফতরে অনুষ্ঠিত হবে।
ভারত পুরো বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়েই কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ৪,০৯৬ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে। যার কিছু অংশ দুর্গম ভূখণ্ডের কারণে অরক্ষিত রয়েছে। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নদী অঞ্চল এবং সুন্দরবনের মতো ভৌগলিক সীমাবদ্ধতার কারণে বেড়া দেওয়ার জন্য অসম্ভব বলে বিবেচিত অঞ্চলগুলিসহ ৮৬০ কিলোমিটারেরও বেশি অংশ বর্তমানে বেড়া ছাড়াই রয়েছে। জানা গেছে, সীমান্ত জুড়ে এআই চালিত নজরদারি গ্রিড অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে বিএসএফ।
নজরদারি ও আকাশসীমা সুরক্ষার জন্য ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ড্রোনগুলির সাম্প্রতিক ঘন ঘন ব্যবহার উদ্বেগের কিছু বিষয় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) শীর্ষ পরিচালনা পরিষদ বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের (বিএসএফ) কাছে উত্থাপন করবে বলে জানা যায়।

চার্চ এভিনিউতে 'আড্ডা খানা'র যাত্রা শুরু

৬৪ পৃষ্ঠার পর

এবং ইয়াসিন আরাফাত (রাফি) নামের দুই তরুণ উদ্যোক্তা হলেন এই রেস্টুরেন্টের স্বত্বাধিকারী। সোমবার দুপুরে জোহর নামাজের পর স্থানীয় দারুল জান্নাহ মসজিদের ইমাম আশরাফউদ্দিন এর দোয়া ও মোনাজাত এবং প্রচুর সংখ্যক প্রবাসী বাসিন্দাদের উপস্থিতিতে উক্ত রেস্টুরেন্টটির উদ্বোধনী ঘোষণা করা হয়। এ সময় সংক্ষিপ্ত শুভেচ্ছা বক্তব্যে মালিকদের পক্ষ থেকে সকলকে শুভেচ্ছার পাশাপাশি সততার সাথে ব্যবসা পরিচালনা এবং সর্বদা ক্রেতাদের সন্তুষ্টি, খাবারের উন্নত মান বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। এ ছাড়াও সপ্তাহে ৭ দিনই এবং ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। এ ব্যাপারে সকলের সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করা হয়েছে।

'লেখকের অঙ্গন'র ২৫ তম আসর

৩ পৃষ্ঠার পর

এর সর্বকে ওকলাহোমায় অন্যতম ধূলিঝড়, মহামন্দা, খরা পীড়িত এক কৃষক পরিবারের কিশোরী কন্যা বিলি জো এর কিশোর জীবনের উত্থান, পতন, মর্মান্তিক দুর্ঘটনা, শোক কে শক্তিতে রূপান্তরিত করে, জীবনে ঘুরে দাঁড়াবার কাহিনী নিয়ে এই উপন্যাস। দীর্ঘ, মনোজ্ঞ আলোচনায় দিমা সেকারপিতি বলেন, উপন্যাসের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু এবং করুণ জীবন বাস্তবতার সত্যান্বেষী বার্তা বইটির মূল আকর্ষণ। শোক-কে শক্তিতে পরিণত করে আশা, সহনশীলতা, ক্ষমা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তথা মানবিকতার অমূল্য শিক্ষা'র কারণে বইটি সর্বস্তরের পাঠকের জন্যই একটি ক্লাসিক অনুপ্রেরণামূলক বই।
স্বপন বিশ্বাস আলোচনা করেন প্রখ্যাত জার্মান লেখক হেরমান হেসে'র 'সিদ্ধার্থ' বইটি নিয়ে যা অনুবাদ করেছেন জাফর আলম। স্বপন বিশ্বাস আলোচনায় উল্লেখ করেন, গৌতম বুদ্ধের অপর নাম সিদ্ধার্থ। সাধারণভাবে পরিজ্ঞাত বুদ্ধ-কে অতিক্রম করে এই বইতে এক নতুন বুদ্ধ কে সৃষ্টির অনন্য প্রয়াস রেখেছেন লেখক হেরমান হেসে। অজস্র দার্শনিক সংলাপে সমৃদ্ধ বইটিতে মানবাত্মার নির্বাণ লাভের প্রক্রিয়ার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। মানবজীবনে আধ্যাত্মিকতার চর্চার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে এই বইতে। লেখক হেরমান হেসে চিত্রিত করেছেন, আধ্যাত্মিকতা মানে জীবন বিমুখতা নয়, পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, বরং পৃথিবীর সবকিছুকে ভালোবেসে বৈশ্বিক একতার সারথি হতে পারাই আধ্যাত্মিকতা।
অভিক সোবহান আলোচনা করেন রাহাত আদির এর ইংরেজি উপন্যাস 'বেঙ্গল হার্ভেস্ট' নিয়ে। অভিক সোবহান তার দীর্ঘ, মনোজ্ঞ আলোচনায় উল্লেখ করেন, বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত লেখক রাহাত আদির এর লেখা এই ইংরেজি বইটি একটি ঐতিহাসিক কল্পকাহিনীমূলক উপন্যাস, যা ২০২৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর প্রেক্ষাপট ১৯৬০-এর দশকের বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতাপূর্ণ ঢাকা শহর। এটি শেলি নামের এক হিন্দু ছাত্রী এবং রোক্সানা নামের এক মুসলিম মেয়ের করুণ প্রেমের গল্প, যারা ধর্মীয় ভিন্নতার কারণে পালিয়ে যায়।
উপন্যাসটিতে জাতীয়তাবাদ, প্রেম, বিচ্ছেদ এবং ব্যক্তিগত জীবনে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রভাবের মতো বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে, যেখানে জাদুবাস্তবতার উপাদানও রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে গণঅভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে তাদের এই দুর্ভাগ্যজনক প্রেমের কাহিনী উন্মোচিত হয়, যার পরিসমাপ্তি ঘটে বাংলাদেশ সৃষ্টির মাধ্যমে। এটি শুরুতে একটি একরৈখিক উপন্যাস মনে হলেও, সমান্তরালভাবে বিশদ চিত্রকল্প এবং আবেগীয় বর্ণনার দুর্লভ সমন্বয়ও রয়েছে উপন্যাসের আঙ্গিকে। এর পড়তে পড়তে রয়েছে ম্যাজিক রিয়ালিজমের প্রকাশ।
স্টিফেন ক্রেনস্কির লেখা শিশুতোষ জীবনী 'লিওনার্দো দা ভিঞ্চি' নিয়ে আলোচনা করেন আরিফ মাহমুদ শৈবাল। দীর্ঘ, মনোজ্ঞ আলোচনায় আরিফ মাহমুদ শৈবাল উল্লেখ করেন, ২০২০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ১২৮ পৃষ্ঠার এই বইটি ৮-১২ বছর বয়সী (তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণি) শিশুদের জন্য তৈরি করা হয়েছে এবং এতে এই ইতালীয় বহুবিদ্যাবিশারদ লিওনার্দো দা ভিঞ্চি'র জীবনকে একজন শিল্পী ও দূরদর্শী উদ্ভাবক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে তাঁর জীবনের প্রধান মাইলফলকগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যেমন: ফ্লোরেন্সের কাছে একটি পাহাড়ের চূড়ার গ্রামে তাঁর শান্ত শৈশব। মোনা লিসার মতো তাঁর শৈল্পিক শ্রেষ্ঠকর্ম। তাঁর ভবিষ্যৎমুখী নকশা এবং প্রকৌশলগত ধারণা (যেমন প্যারাসুট, হেলিকপ্টার এবং সাঁজোয়া ট্যাঙ্ক), যা তৈরির প্রযুক্তি আসার বহু শতাব্দী আগেই তিনি সৃষ্টি করেছিলেন। লিওনার্দো দা ভিঞ্চি'র চিত্রকলার অনুপ্রেরণা ছিল বিজ্ঞান এবং ভিঞ্চি তার প্রতিটি শিল্পকর্মে, শৈল্পিক প্রয়াসে 'আর্ট ফর রিজন' আদর্শকে উপজীব্য করেছেন।
এ.বি.এম. সালেহ উদ্দিন, গবেষক ওবায়দুল্লাহ মামুন সম্পাদিত 'একুশের কথা, একুশের চেতনা' বইটি নিয়ে আলোচনা করেন। দীর্ঘ, মনোজ্ঞ আলোচনায় এ.বি.এম. সালেহ উদ্দিন উল্লেখ করেন, 'একুশের কথা, একুশের চেতনা' ২১ জন সক্রিয় ভাষা সৈনিকের স্মৃতিধর্মী ২১ টি প্রবন্ধের এক অনন্য সংকলন। অমর একুশ কেবল একটি তারিখ বা সংখ্যা নয় এটি আমাদের চেতনা এবং অস্তিত্বের প্রতীক। একুশের আদর্শে উজ্জীবিত হয়েই অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, সরদার ফজলুল করিম, তাজউদ্দীন আহমেদ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, এম. আর. আখতার মুকুল সহ ২১ জন বরেণ্য এবং সক্রিয় ভাষা সৈনিকদের এই দুর্লভ প্রবন্ধগুলোয় আমরা জানতে পারি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অনেক অজানা, দুর্লভ তথ্য, প্রাণবিসর্জনের স্থির গহ্বরে সঞ্চিত আরোও অনেক অজানা স্মৃতি।
অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ওবায়দুল্লাহ মামুন, সৈকত, বদরুন নাহার, শৈবাল সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।
অনুষ্ঠানটির পরিচালক নীরা কাদরী সমাপনী আলোচনায় বলেন, প্রযুক্তি ও কৃত্রিমশক্তির বিশ্বে, সাহিত্য একটি অপরিহার্য বিষয়। সাহিত্য চিন্তার উন্মেষ ঘটায়, আমাদেরকে আরো মানবিক করে তোলে। শিল্প-সাহিত্য সৃজনশীলতার অসীম সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। শিল্প-সাহিত্য মানব অভিজ্ঞতার জন্য অপরিহার্য একটি সার্বজনীন ভাষা হিসেবে কাজ করে এবং সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার অনন্য ভূমিকা রাখে। তাই বই পড়া হোক আমাদের নিত্যকার প্রিয় অনুষঙ্গ।

UCS Ultra Credit Solutions Inc.

CREDIT REPAIR
ক্রেডিট রিপেয়ার

আমাদের সেবাসমূহঃ
পাবলিক রেকর্ড, কালেকশন একাউন্ট, ব্যাংকক্রাপসি, ডেবট সেটেলমেন্ট, লেট-পেমেন্ট, স্টুডেন্ট লোন, মেডিক্যাল বিল ও কার রিপজিশানিং রিমুভাল।
(এটি একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান)

Public Record Removal, Collection Removal
Bankruptcy Removal, Debt Settlement, Debt Elimination

929-386-6426
929-386-4705

3716 73rd Street, Suite. 302-B (3RD FLOOR)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
34-18 Northern Blvd, Suite #5/14
Long Island City, NY 11101 (বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসের উপর তলায়)
www.ultracreditsolutions.com

MITU DISABILITY CENTER

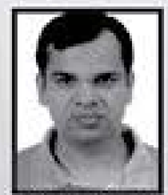
RONJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) • Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury • Divorce • Bankruptcy • Immigration
Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Loan Modification • Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

37-47 73 St. #215, Jackson Heights NY 11372
TEL: 718-701-2666

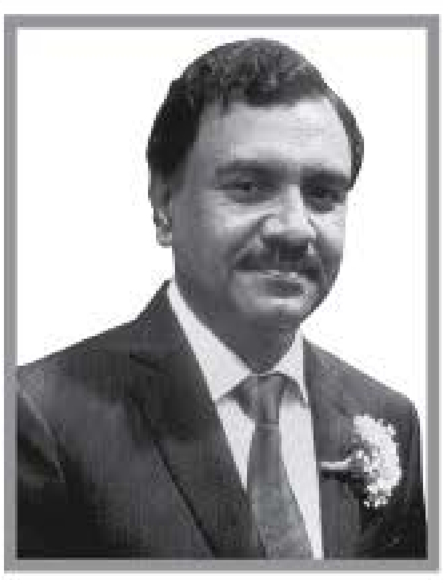

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center**

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

GOBINDA PAUL PHYSICIAN P.C.
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

মহিলা দাঁতের ডাক্তার
NAEEMA BHUIYA, D.D.S
নাঈমা ভূঁইয়া, ডি.ডি.এস

Program Director, Department of Dentistry, Lincoln Hospital

* রেফারেন্সের প্রয়োজন নেই। সরাসরি চলে আসুন
* আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
* স্বল্প মূল্যে দাঁতের সবধরনের চিকিৎসা করা হয়

87-48, 168 Street, Jamaica, NY 11432
Tel: **718-206-0601**, Fax: 718-206-0603

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-414-4760

USR BROKERAGE CORP.

USR BROKERAGE

আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স করে থাকি

★HOME ★BUSINESS ★AUTO ★WORKERS' COMPENSATION

MULTI-CARRIER ACCESS:
ALLOWS US TO COMPARE PRICES
FROM MULTIPLE CARRIERS.

MD ABDUR ROUF
President
Electrical and Computer Engineer NYIT, NY
Cybersecurity and Cyber Insurance Specialist
Licensed Property and Causality Insurance Broker

+1 (646) 270 4861, +1 (631) 565 4334
usrbrokerage.com | a.rouf@usrbrokerage.com, info@usrbrokerage.com
37- 21 72 Street, Suit # 2, Jackson Heights, New York 11372

Investors wanted

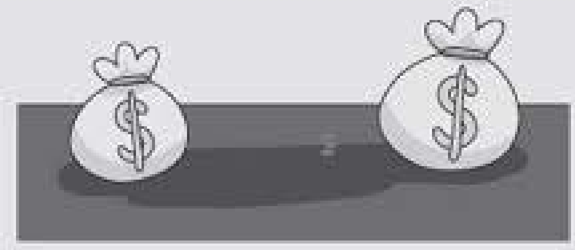

Entertainment Ventures
40% Returns on your
Money in 9 Months

BAVLS
Media Group

Please call for more information

(929) 900-9196

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *এ্যাজমা *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ঘরে বসে আয় করুন

আপনার কি বাবা, মা, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কিংবা প্রতিবেশী অসুস্থ?

তাহলে এক্ষুনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ ইনকামের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।

যোগাযোগ : ৯১৭ ৫১৯ ১১৫১

দরবারের নিয়ত

সারা বিশ্বের মহাসাধক পীরজাদা ইব্রাহিম খলিল আল-মাদানী পীর সাহেব বিশ্ব তাবলীগ জামাতের আমির দেশ ও প্রবাসী বাবাদেরকে মনের বাসনা সম্পূর্ণ পূর্ণ হোক সেই আশানুরূপ নিয়ে আশেকানদের প্রতি সব সময় মুগ্ধ থাকেন।

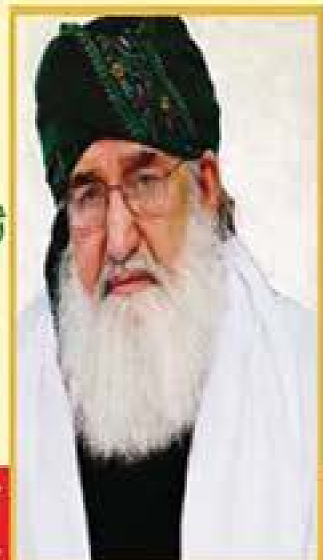

মনের মানুষকে কাছে পাওয়া * বিশ্বের যেকোন লটারীতে জয়লাভ
* প্রেমের বিয়ের বাঁধা দূর করা * স্ত্রীকে পরকীয়া থেকে মুক্তি
* স্বামীকে পর-নারীর আসক্তি থেকে ফিরিয়ে আনা
* মালিক ও কফিলকে বাধ্য করা এবং গ্রীনকার্ড ও ওয়ার্ক পারমিট সহজে পাওয়া * প্রবাসী মেয়েকে জীবনসঙ্গী করে পাওয়া
* স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল সাধন * যে কোন লোককে বশ করা
* ব্যবসায়ে উন্নতি ও শনির রাহু থেকে মুক্তি ইত্যাদি।

পীর সাহেব মেয়েদের সমস্যাগুলো গোপন রেখে সঠিক তদবীরের মাধ্যমে সমাধান দিয়ে আপনিও সমাধান নিন। কাজের আগে কোন হাদিয়া নেওয়া হয় না।

হুজুরের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

দরবারের নিয়ত

বায়েজিদ বাওয়ানী গেট, চট্টগ্রাম।

imo 01757 838806

OPEN 24 HOURS

PANSHI NEVER SLEEP

আমরা সব ধরনের ক্যাটারিং করি

ভাল খাবার, সুন্দর পরিবেশ, ভাল সার্ভিস, কমদামে উপভোগ করুন।

$6.99 Midnight & Driver Special

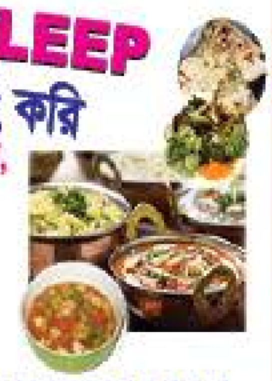

PANSHI RESTAURANT & PARTY HALL
168-37/39 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-8516, Fax: 718-480-8531

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই যোগাযোগ করুন

আমাদের সার্ভিস

নিউ ইয়র্ক ফিল্ম একাডেমী থেকে প্রকাশিত
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মী দ্বারা পরিচালিত

স্বল্প খরচে, দ্রুত ডেলিভারি

বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি, কালচারাল প্রোগ্রাম হাই কোয়ালিটি নিশ্চিত করা হয়

যোগাযোগ: আমাদের সার্ভিস
+১ (৯১৭) ৫১৯ - ১১৫১
amader.services@gmail.com

জ্যাকসন হাইটসে বাংলাদেশীদের দ্বারা পরিচালিত ড্রাইভিং স্কুল

কেন সবাই আমাদের ড্রাইভিং স্কুলে শিখতে চায়

সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

- আমাদের ফি সুবিধাজনক এবং সেবা অতুলনীয়
- মহিলা পুরুষ ও বয়স্ক সবার প্রতি সমপরিমাণ যত্ন নিয়ে শিখিয়ে থাকি
- আমাদের সব প্রশিক্ষক NYS Instructor License প্রাপ্ত এবং খুবই ধৈর্যবান।
- আমাদের স্কুলে পাশের হার সবচেয়ে বেশী
- প্রতি সপ্তাহের অতিরিক্ত আমরা প্রাক্তন ছাত্র/ছাত্রীর রেফারেন্স থেকে পাই
- আপনি যদি আমাদের সেবায় সন্তুষ্ট হন তবে, অন্যজনকে বলুন আর যদি সন্তুষ্ট না হন তবে আমাদেরকে বলুন

অন্য ড্রাইভিং স্কুলের প্রতারণার বিভ্রান্ত হবেন না। আমাদের প্যাকেজ ফীতে একই মূল্যে পাচ্ছেন পাঁচ ঘন্টার ক্লাসের সার্টিফিকেট যা অন্যখানে পাচ্ছেন না।

৩৩০ ডলারে পাচ্ছেন

★ ৫টি রোড লেসন,
★ রোড টেস্টের দিন গাড়ী
★ পাঁচ ঘন্টার (5 Hours) ক্লাস
★ অতি অল্প মূল্যে গাড়ী ইন্সুরেন্স করে থাকি Defensive Driving Class দেয়া
★ নতুন অটোমেটিক গাড়ী (A/C) সহ

● অত্যন্ত সহজ উপায়ে পার্কিং শিক্ষা
● আপনার সময়ই আমাদের সময়

যোগাযোগ : অভিজ্ঞ ইনস্ট্রাক্টর
রহমান 917-378-0353

Full Insured & Licensed by New York State
PUPIL DRIVING SCHOOL
37-16 73rd Street (Suit#201) 2nd Floor, Jackson Heights, NY 11372

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

ultra mobile, h2o, T-Mobile, Univision mobile, Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

৩০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন DMV অনুমোদিত অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ইনস্ট্রাক্টরের কাছে ড্রাইভিং শিখুন

স্বদেশ ড্রাইভিং স্কুল

ঃ সেবা সমূহ ঃ

* রোড লেসন ০৫/১০/১৫ লেসনের প্যাকেজ ডিলস্
* DMV Quick রোড টেস্ট
* 5 Hour (Per- License Class) Certificate
* 6 Hour DDC (ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং সার্টিফিকেট) for Insurance & Points
* High Way Lesson
* Available Schedule
* DMV Service

মহিলাদের জন্য অত্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে অভিজ্ঞ মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শেখানো হয়।

যোগাযোগ

Swadesh Driving School
37-13 74th ST. FL-2
Jackson Heights NY-11372
Phone: 718 255 1231
Cell: 929 670 2871
E-mail: swadeshdrv@gmail.com

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ওজন পার্ক: তিন বেডরুম, বাথরুম, কিচেনরুম, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের তৃতীয় তলায় অবস্থিত এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এ্যাভিনিউ ৮৪ স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Rent: $2500, 718-552-7242

এ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

ব্রুকলিন: তিন বেডরুম, দুই বাথরুম, কিচেন, লিভিংরুম এবং ডাইনিংসহ একটি প্রাইভেট হাউসের প্রথম ও দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেয়া হবে। ট্রেন স্টেশনের কাছে, লিবার্টি এভিনিউ এবং পাওয়েল স্ট্রিট। সেকশন-৮ এবং City FHEPS গ্রহন করা হয়।

Contact: 718-552-7242

Urgent sell

1. One king size bed with mattress
2. One queen size bed with mattress
3. One twin size bed with mattress and storage drawers
4. Wooden dining table with 6 chairs+cushions
5. Wooden coffee table
6. Wooden TV stand with drawers
7. One 3 seater Sofa couch cum bed
8. 2 display tables/racks
9. Two chairs
10. Humidifier - 3
11. Study desk (White) for kids - Ikea
12. Shelf
13. Floor lamps

Electronics:
1. Coffee maker
2. Air fryer oven (has several functions including rotisserie chicken)
3. Braun hand held blender
4. Three set blender
5. Bullet blender
6. Mini waffle maker
7. Hamilton Beach confectionary mixer
8. 17" Monitor for computer with key board (cord less) not used

PICK UP LOCATION:
Roosevelt island New York City

CONTACT:

CELL: +1 (347) 294-9697

DRIVER WANTED

Yellow taxi ford transit for rent.

Contact : 917-691-7721

'আমাদের সকল গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই বাংলা নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা।'

JK Gain Multi

J. K. GAIN MULTISERVICES
জে.কে. গাইন মাল্টি সার্ভিসেস্

Notary Public

প্রতি রবিবার একাউন্টার ফ্রি কর্মশালা

LOW COST GUARANTEE

Authorized IRS e-file Provider

- **TAX SERVICES**
- **INSURANCE**
  - Life Insurance (MassMutual)
  - Health • Auto • TLC
  - Home • Business
- **Immigration Services**
- **DDC.** (6 Hrs. Defensive Class)
- **Private Service Bureau** (DMV Approved)

Jaydeb Gain

Tel: **347-536-5107**
Office: **917.396.4509**
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

ভ্রমন সেবার জগতে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ২০ বছরের অভিজ্ঞতা

রহমানিয়া ট্রাভেল সার্ভিসেস

Rahmania Travel Services
Best Service is our Goal

৭ দিনই খোলা

Hajj & Umrah Specialist

Emirates | Biman Bangladesh Airlines | EgyptAir | Qatar | Etihad | Kuwait Airways | Saudi Arabia

IATA Accredited Agent

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর যেকোন দেশে ভ্রমণের জন্য আমরাই দিচ্ছি সর্বনিম্ন মূল্যে টিকিট বিক্রয়ের নিশ্চয়তা

Placid Express | small world | ria Money Transfer

দেশে যাওয়ার পথে অল্প খরচে পবিত্র ওমরাহ্ পালনের সুযোগ নিন

International/Domestic টিকিট ১০০% সীট কনফার্ম করার পর আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

আমাদের সার্ভিস সমূহ

Ticket:
International/Domestic
Visa Services
Umrah Package
5 Years Multiple
Bussiness Visa (SAUDI)
Money Transfer
6 Hours Defensive

718-205-3270
718-205-2677
646-322-1654

37-15 73rd Street, Suite 203 (Bangladesh Plaza)
Jackson Heights, NY 11372, Email: rahmaniatravel@yahoo.com

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES
basharlaw.com

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমাধানে
KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

Khairul Bashar
Attorney At Law
(MBA., LL.M.)

* ফ্যামেলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
* অ্যাসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
* ওয়েভারস (I-601, I-601A & 1-212)
* বর্ডারে গ্রেপ্তার, ডিটেনশন ও বন্ড
* আপিল ও রিট অব ম্যানডামাস
* U - ভিসা, VAWA & SIJS
* EB-1, EB-2 NIW & EB-3
* বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
* কনস্যুলার প্রসেসিং ও 221 (g) ভিসা রিফিউজাল

718-775-8509
212-464-8620

khairul@basharlaw.com

72-32 Broadway
Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D. C. 20006
Tel: (888) 771- 4529

Admitted in Washington D.C. and Alabama State Bar
Practice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

বাসা-এপার্টমেন্ট-কন্ডো-বেসমেন্ট ভাড়া

House for Rent

Three bed rooms + extra small room, 1 bathroom at 90-08 180th street, Jamaica, NY 11432, rent $3500.

Three bed rooms, 2 bath rooms at 146-09 Tuskegee Airmen way, Jamaica, NY 11435, Rent $3200.

One bedroom at 2226 Newbold Ave Bronx, NY 10462, Rent $2000. Two bedrooms basement, rent $1900. One bedroom basement in Queens Village rent $1450

আমরা CityPHEPS, Section-8 সহ সরকারি প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। বাড়ি ভাড়া দিতে বা নিতে আজই যোগাযোগ করুন ।

347-465-3220

কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর আইল্যান্ড অ্যাডভান্টেজ রিয়েলটি

(০১/১০/০০/০৭/পি)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

ক্লিনটন স্ট্রিট, এলমন্ট নিউইয়র্ক-১১০০৩, এ দুই বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বাস থেকে তিন মিনিটের হাঁটা পথ, বাসস্টপ থেকে এন-৬ বাস ধরে জ্যামাইকা সাবওয়ে।

ফোন : 929-288-3835

(০৬/০৫/০২/০১)

বেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে ১৯৭-০৩, ৯৯ রোডে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়িতে একটি বেডরুম, কিচেন, বাথরুম সহ বেসমেন্টে একজন ব্যাক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : 347-397-9175

(০৬/০৫/০৩/০২)

বাসা ভাড়া

আগামী ১ জুলাই থেকে জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড ইয়র্ক কলেজের পেছনে প্রাইভেট হাউজের ২য় তলায় বাসা ভাড়া হবে। দুই বেডরুম ও একটি ছোট লিভিং রুম আছে। বাসা থেকে ১ মিনিট দূরত্বে কিউ-৬ বাস এবং বাস থেকে দুই মিনিট দূরে এফ ও ই ট্রেন। ছোট পরিবার অগ্রাধিকার। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।

ফোন : 347-659-5572, 347-476-6527 (5PM-12AM)

(০৬/০৫/০২/০৯)

বাসা ভাড়া

আগামী জুলাই থেকে ১৯৭ স্ট্রিট ও হিলসাইড এভিনিউ, জ্যামাইকা হলিসে তৃতীয় তলায় ১ বেডরুমের এপার্টমেন্ট, ফুললি ফার্নিসড, শুধুমাত্র স্বামী-স্ত্রী বা মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।

ফোন : 347-724-1995, 929-485-7269

(০৬/০৫/০২/০৩)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ব্রায়ারউডে এফ ট্রেনের পারসন বুলেভার্ড সাবওয়ের কাছে সুন্দর পরিবেশে প্রাইভেট বাড়ির সেমিবেসমেন্টে ২ বেডরুম, বাথরুম, কিচেন, বড় লিভিং রুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : 347-925-1132, 646-835-9302

(০৫/০৫/০১/০৪)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হিলসাইড এফ ট্রেন ১৭০-৩১ স্ট্রিট গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে, সেন্টজনস ইউনিভার্সিটি ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে দুই বেডরুম, কিচেন, বাথসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।

ফোন : 347-259-2954, 347-255-4846

(০৬/০৫/০১/১৫)

বাসা ভাড়া

111-38 Inwood street Jamaica, 11435. 2nd floor, 2 bedroom, 1 living room, kitchen, room and 1 full bathroom. E, F, J, Z and Q6, Q40, Q4 বাস স্টপের সন্নিকটে ১ জুলাই থেকে বাসা ভাড়া হবে।

ফোন : 917-508-9303, 646-919-8135

(০৬/০৫/০২/০৫)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা সাটফিন বুলেভার্ড ইয়র্ক কলেজ সংলগ্ন ১০৮ এভিনিউ ১৫৪ স্ট্রিটে দুই বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। বাসা থেকে ১ মিনিট দূরত্বে কিউ-৬ বাস এবং বাস থেকে দুই মিনিট দূরে এফ ও ই ট্রেন। ছোট পরিবার অগ্রাধিকার। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।

ফোন : 347-659-5572, 347-476-6527 (5PM-12AM)

(০৬/০৫/০২/০৮)

Private House Rent

146-13 105th Ave Jamaica, NY 11435, 2 bedroom, 1 living room, 1 bathroom & kitchen. Close to subway E train, Mosque & Apna Bazar grocery. Available from 1 July. Rent $1800, all bill included.

Contact : 929-471-5429

(06/05/01/19)

বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা মিরিক বুলেভার্ড ও লিবার্টি এভিনিউ কর্নারে প্রাইভেট বাসায় এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া। ইয়র্ক কলেজের পিছনে। বাসার সামনে বাস স্টপ।

ফোন : 347-283-9556, 310-295-8392

(০৫/২৯/০০/১৩)ই

Private House Rent 1st floor

3 bedroom, 1 big living room, 1 bathroom, 1 kitchen& dining room. 146-13 105th Ave Jamaica, NY 11435. Close to subway E trains, mosque, apna bazar, next door elementary school, York colleges. Available from 1 July. Rent $ 3000, all bill including.

Contact 929-471-5429.

(06/05/01/20)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

হলিসে হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন ১৮৬ স্ট্রিটে সম্পূর্ণ রেনোভেটেড সেমিবেসমেন্ট ১ বেডরুম (কিচেন ও বাথরুমসহ) স্বামী-স্ত্রীর কাছে চলতি জুন বা জুলাই থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। বাস স্টপ ও ট্রেন স্টেশন সংলগ্ন।

ফোন : 646-258-8543, 646-258-8449

(০৬/০৫/০২/১০)

বেসমেন্ট ভাড়া

107-142 street Jamaica

এক বেডরুমের বেইজমেন্ট ভাড়া হবে পরিবার দুই থেকে তিনজন।এক ব্লকের বাস,সাবওয়ে ১০ মিনিট।

ফোন : 347-631-0941, 646-707-5201

(০৬/০৫/০১/১১)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ও ব্রঙ্কসে ১, ২, ৩ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট সুন্দর বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাস, ট্রেন, স্টোর কাছেই

ফোন : 917-995-7846

(০৫/২৯/০০/০৫)এআরজে/সি/

বাসা ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412. দ্বিতীয় তলা ০৩ বেড, ০২ বাথ ও লিভিং ডাইনিং সহ ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ন নতুন এবং খালি। পার্কিং পাওয়া যায়। আলাদা এন্ট্রান্স, অতিনিকটে কিউ-২ বাস, সুপার মার্কেট ,ফার্মেসি, রেস্টুরেন্ট, দুইটা মসজিদ ও স্কোলার আছে ।

যোগাযোগ : 646-575-7053, 646-318-9864

(০৫/২৯/০৫/০২)

এপার্টমেন্ট ভাড়া

90-49 171st St, Jamaica, NY-তে একটি প্রাইভেট ৩-ফ্যামিলি বাড়ির ২য় তলায় প্রশস্ত ৩ বেডরুম, ২টি ফুল বাথরুম এবং ব্যালকনি-সহ সুন্দর অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। Section-8 ভাউচারধারী ভাড়াটিয়াগণ স্বাগতম।

যোগাযোগ: 917-618-0740

(০৬/০৫/০২/১৩)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা, পার্সন বুলেভার্ড: এক বেডরুমের সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে। স্কুল, কলেজ, মসজিদ ইত্যাদি-সবই এই বাসভবন থেকে হাঁটা পথের দূরত্বে অবস্থিত।

যোগাযোগ: 347-536-9435, 347-285-4841

(০৬/০৫/০২/১৪)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা কুইন্স ভিলেজে ২১৫ স্ট্রিট এবং ৮৮ এভিনিউর কাছে হিলসাইড এভিনিউ থেকে এক ব্লক দূরে এমটিএ বাস স্টপের কাছাকাছি সম্পূর্ণ রিনোভেটেড ২ বেডরুমের সেমিবেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। শুধুমাত্র ফ্যামিলির জন্য কল করতে পারেন।

ফোন : 646-644-4948 (বিকাল ৬টার পর)

(০৫/২২/০১/১৯)

বাসা ভাড়া

হিলসাইড এফ ট্রেন ১৭০-৩১ স্ট্রিট গ্র্যান্ড সেন্ট্রাল পার্কওয়ে, সেন্টজনস ইউনিভার্সিটি ও জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে প্রাইভেট বাড়ির দ্বিতীয় তলায় ২ বেডরুম, লিভিং কিচেনসহ বাসা ভাড়া হবে।

ফোন : 347-259-2954, 347-255-4846

(০৬/০৫/০১/১৬)

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাইডে ৩৪ এভিনিউ ও ৬৪ স্ট্রিটে আর ট্রেনের সাবওয়ের কাছে তিন বেডরুমের বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। বাসার কাছেই ই, আর, এফ-সহ সব ট্রেনের সাবওয়ে।

ফোন : 646-479-6439

(০৬/০৫/০২/১২)ই

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনিউ, হলিস ২০২ স্ট্রিটে ২ বেডরুম, লিভিংরুম কিচেন ও বাথরুমসহ সেমিবেসমেন্ট ভাড়া হবে।

ফোন : 347-251-6846

(০৫/২৯/০১/০৩)

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা, জ্যামাইকা সেন্টার 'ই' ট্রেন এবং ইয়র্ক কলেজ নিকটস্থ সেমিবেসমেন্টে দুই বেডরুম, সবসুবিধাসহ স্বামী-স্ত্রী বা ছোট পরিবারের কাছে সস্তায় ভাড়া দেওয়া হবে।

ফোন : 646-824-2844, 646-727-6610

(০৫/২৯/০২/১২)

বাসা ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে ২ বেড, ১ বাথ, কিচেন, পৃথক লিভিংসহ বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ১ম ফ্লোর। ঠিকানা 91-26 218 প্লেস, কুইন্স ভিলেজ, এনওয়াই 11428।

ফোন : 718-313-6244 (১০এম-১পিএম)

(০৫/২২/০০/০২)এএন

জ্যামাইকায় সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ব্র্যান্ড নিউ সেমিবেসমেন্টে দুই বেডরুম, কিচেন, বাথরুমসহ ভাড়া হবে।
ঠিকানা, ৮২-৬০ ১৬৬ স্ট্রিট, কুইন্স হাসপাতালের কাছে।
স্বামী-স্ত্রী বা ব্যাচেলর অগ্রাধিকার।
বাস, এফ ট্রেন, হাসপাতাল মসজিদ, দেশি, গ্রোসারী ওয়াকিং ডিসটেন্সে। স্ট্রিট পার্কিং এভেইলেবল।

917-400-2086, ম্যাসেজ রাখুন।

অত্যন্ত যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিকানো হয়

* Free Pick up and drop off
* 100% পাশের নিশ্চয়তা
* 5hr Certificate
* 6hr Certificate

যোগাযোগ:

914-343-2629 (Nuri)

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস-এর এপার্টমেন্ট বিল্ডিং এ বড় একটি রুম ভাড়া হবে, বড় কিচেন এবং ড্রয়ইং রুম শেয়ার, শুধু মাত্র কর্মজীবি দুইটি মেয়ে কাছে ভাড়া হবে

বিস্তারিত জানতে কল করুন **+1 (347) 832-6930**

পাত্রী চাই

আমেরিকার নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়িক পাত্রের জন্য একজন শিক্ষিত ২১ থেকে ২৩ বছরের পাত্রী চাই

যোগাযোগ - **516-770-0607**

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE: 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

কুইন্সের উড সাইডে 3346-60th স্ট্রিটে দ্বিতীয় তলায় ফ্যামিলির সাথে ১টি রুম স্বামী-স্ত্রী অথবা ১জন মহিলার কাছে জুলাই মাস থেকে ভাড়া দেওয়া হবে। সাবওয়ে কাছে।
ফোন : 929-235-5292, 929-690-9744
(০৬/০৫/০২/০৭)

রুম ভাড়া

কুইন্সের প্রাইম লোকেশনে তৃতীয় তলায় এটাচড বাথরুমসহ একটি বড় বেডরুম ভাড়া দেওয়া হবে। মহিলা অগ্রাধিকার।
ফোন : 929-909-2050
(০৫/২৯/০২/১১)

রুম ভাড়া

বেলরোজ ২৪০ স্ট্রিটে বেসমেন্টে ১টি রুম ভাড়া দেওয়া হবে (মহিলা/ছাত্রী)।
ফোন : 929-793-8046, 917-412-5998
(০৫/১৫/০০/১৭)এসি

রুম ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় ৭৬ স্ট্রিট ও ৩৪ এভিনিউতে দুই বেডরুমের বাসায় একটি রুমএকজন মহিলার নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
ফোন : 646-363-1980
(০৫/২২/০২/২১)

রুম ভাড়া

নর্দান বুলেভার্ডের সামনে এম ও আর ট্রেন সাবওয়ে সংলগ্ন একটি কার্নিসড রুম ব্যাচেলর চাকুরীজীবি অথবা স্বামী-স্ত্রীর নিকট ভাড়া দেওয়া হবে। মে মাস থেকে।
ফোন : 367-261-7467, 929-467-4600
(০৫/২৯/০২/০৪)

রুম ভাড়া

হিলসাইডে ২০১ স্ট্রিটে ১ম তলায় একটি রুম কর্মজীবি মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। কিচেন ও বাথরুম শেয়ার। ।
যোগাযোগ : 929-793-8046
(০৫/১৫/০০/১৬)এসি

রুম ভাড়া

ব্রুকসে পেলহাম বে পার্ক ৬ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের কাছে ডুপ্লেক্স প্রাইভেট হাউজে এক রুম ভাড়া দেওয়া হবে। টিভি, সোফা, ওয়াইফাই, কম্পিউটার, সহ লাক্সারি বাসা। সিঙ্গেল ছাত্র/ছাত্রী, ড্রাইভার অগ্রাধিকার।
ফোন : 917-214-7829, 917-995-7846

জ্যাকসন হাইটসে অফিস/স্টোর ভাড়া

শেয়ারিং অফিস অথবা স্টোর স্পেস ভাড়া। ১ জুন হইতে জ্যাকসন হাইটসের ৩৭-২৯ ৭২ স্ট্রিট বেসমেন্ট Dera রেস্টুরেন্ট সাথে লাগোয়া অফিস অথবা স্টোরেজ স্পেস ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আনুমানিক ৳১২০০ কম-বেশি।
Call or text : 646-528-7692, 646-578-9511
(০৫/২২/০২/১৩)টিবিসি

জ্যাকসন হাইটসে অফিস ভাড়া

জরুরি ভিত্তিতে 72-10 Jackson Height-এর প্রাণ কেন্দ্রে 37 এভিনিউর উপর (Apna Bazar এর পাশে) সম্পূর্ণ নতুন অবস্থায় বিভিন্ন সাইজের অফিস রুম ভাড়া দেওয়া হবে।

929-395-5081
917-562-3677

Proffesional Office Rent (Sublet)

Professional office rent (Sublet)
Jackson Heights (Main Point)
73rd Street, Broadway
——: Call and text :——
718-500-3757

পাইকারী ব্যবসা বিক্রি

একটি অত্যন্ত লাভজনক ও চলমান পাইকারি ব্যাবসা (আমদানিকারক/পরিবেশক) বিক্রয় করা হবে।
এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে দেশিয় পণ্যের মজুদ (inventory), একটি সচল ফিজার, দুটি ডেলিভারি গাড়ি, একটি ফর্মলিফট ইত্যাদি।
শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতাগণই যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-497-8397

রুমমেট আবশ্যক

রুমমেট : জ্যাকসন হাইটসের ৯০ স্ট্রিট এবং ৩৪ এভিনিউতে এপার্টমেন্টে ৪র্থ তলায় এক রুমে শেয়ারে থাকার জন্য একজন রুমমেট আবশ্যক, ভাড়া বিলসহ ৪০০ ডলার। এখনই উঠা যাবে। এলিভেটর আছে।
ফোন : 929-346-9156
(০৫/২৯/০২/০৮)

রুমমেট : জ্যামাইকায় পারসন বুলেভার্ড এফ ট্রেন সাবওয়ে স্টেশনের ৫ মিনিট হাঁটা দূরত্বে সেমিবেসমেন্টের আলাদা রুমে একজন মহিলা রুমমেট আবশ্যক। বাথরুম কিচেন শেয়ার করতে হবে।
ফোন : 347-503-5692
(০৫/২২/০২/০৬)

রুমমেট : এল্মহার্স্ট সাবওয়ের পাশে ৮৩-৪৫ ব্রডওয়ের এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন পুরুষ রুমমেট চাই।
ফোন : **929-608-9751** (রাত ৯টা থেকে সকাল ১২ টা)
(০৫/১৫/০২/০৩)

রুমমেট : জ্যাকসন হাইটস এলাকায় নিরিবিলি পরিবেশে রুমমেট আবশ্যক।
ফোন : **646-515-2094**
(০৫/২২/০২/১৪)

রুমমেট : এল্মহার্স্ট হসপিটালের পেছনে এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। ৭৯ স্ট্রিট।
ফোন : **718-813-1269**
(০৫/২২/০১/০১)

বাড়ি বিক্রি

আলবেনির রেন্সেলার-এ ৫ বেড, ৩ ফুল বাথ, সুন্দর হোয়াইট হাউজ বিক্রি হবে। 1723-5th Rensselaer, NY-12144
রিপন রায়, 646-752-1721
(05/29/02/14)

ড্রাইভার আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসে বসবাসকারী ২০২৩ **RAV4** ইয়েলো ক্যাবের জন্য একজন দিন অথবা Full Shift driver অবশ্যক।
যোগাযোগ : 347-233-6227

ড্রাইভার আবশ্যক

Ford Transit 2022 ইয়েলো ট্যাক্সির জন্য একজন ফুল টাইম ড্রাইভার আবশ্যক।
ফোন : 347-740-0478

ড্রাইভার আবশ্যক

ইয়েলো ট্যাক্সি ড্রাইভার আবশ্যক (RAV 4, 2025) রাত ১২টা থেকে দুপুর ১২টা ,অথবা ২/৩ শিফট ডাবল।
যোগাযোগ : 347-544-5309

House Sale

House for Rent

5 Beds, Drawing-Dining, 3 Baths, House for Sale. 1723-5th Rensselaer, NY-12144
Ripon Roy : 646-752-1721
(05/29/02/14)

বাড়ি/ কন্ডো বিক্রি

One Family at 109-46 125 street, South Ozone park, 449,000.
Two Family in Bronx at 3247 Hone Ave, Bronx, NY 10469, Asking 630,000.
Two bedrooms, Two Bathrooms Condo in Jamaica at 175-28 89 Ave, Asking 369,900.
Four family at 1715 Saint Peters Ave. Bronx, NY 10461, asking $1,500,000.
আমাদের কাছে ব্রঙ্কস, কুইন্স, ব্রুকলিন ও লং আইল্যান্ডে ১০০+ ব্যাংকের বাড়ি আছে। বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কল করুন।
আপনার বাড়ি বিক্রি করতে বা স্বপ্নের বাড়ি ক্রয় করতে অভিজ্ঞ রিয়েলটরের সহায়তা নিন।
347-465-3220
কামরুজ্জামান বাচ্চু, রিয়েলটর, আইল্যান্ড অ্যাডভ্যান্টেজ রিয়েলটি।

Buy-Sell-Rent-Invest

Are you thinking of selling your house for the highest price? Do you know that this is the right time to sell with maximum profit?
I can explain to you about all the tricks about selling house with top dollars. I also wrote a book about it, just call me and I will send you a free copy of my book.
My name is Jannat Rahman, Realtor with more than 10 years of experience working with Exit Realty Prime. My number is....

917-582-2582.
Please call today.

দোকান ও বাড়ীর কনস্ট্রাকশন এর কাজ করা হয়
(নতুন ও পুরাতন)

টাইলস, সিলিং, ক্যাশ কাউন্টার, ইলেক্ট্রিক প্লাম্বিং, কেন্ডি রেক, বেসমেন্ট ফিক্সিং এবং দোকান ও বাড়ীর সম্পূর্ণ কনস্ট্রাকশনের কাজ করা হয়।

সাইন বোর্ড, লাইট বক্স, এল ই ডি, চ্যানেল লেটার মেনু বোর্ড, ব্যানার, স্টোর ফ্রন্ট, মিরর গ্লাস, এলোমোনিয়াম ফ্রেমিং এর কাজ করা হয়।

NOVA INTERIOR DECORATION & SIGN
NOVA CONSTRUCTION & RAKA SIGN INC.
7034 Broadway, Jackson Heights, NY 11372, Email: nrnova@yahoo.com
Tel: 646-920-7788

ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন

যে কোন তথ্যের জন্য ফোন করুন

Tel: 646-267-7751, 917-519-1151
Email: ajkalnews@gmail.com

OFFICE 71-16 35th Ave Jackson Heights NY 11372.

গ্রোসারিতে লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের কাছে উডসাইডে ব্রডওয়ে ও ৬৩ স্ট্রিটে বাংলাদেশি মালিকানার আমেরিকান গ্রোসারিতে কাজের জন্য লোক আবশ্যক।

-: ফোন :-

929-391-5166
646-643-1465

কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটনে অবস্থিত স্বনামধন্য Begel Store 'Boradnosh Begel' এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পনান গ্রীলে এবং ডেলিতে, পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক।

কল অথবা টেক্সট, 718-600-0923

ফুড ভেন্ডর লাইসেন্স চাই

জরুরি ভিত্তিতে
Food Vendor License
Rent নিতে চাই।
জ্যামাইকা নিউইয়র্কের জন্য।
-: যোগাযোগ :-

646-662-9353

লোক আবশ্যক

সাবওয়ে রেস্টুরেন্টের জন্য অভিজ্ঞ লোক প্রয়োজন। দিন এবং রাতের জন্য।

-: ফোন :-

347-369-1066

পাত্র/পাত্রী চাই

পাত্র চাই : ইউএসএ তে জন্ম সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র মেয়ে, উচ্চ শিক্ষিত ৩২ বছর, ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি হাইট, জাতিসংঘে কর্মরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই।

-: অতিস্বত্তর যোগাযোগ :-
খান ভাই, সন্মান দাতা.

আল্লাহর হুকুম ছাড়া কিছুই হয়না, আমি উছিলা মাত্র।

ফোন : **646-637-7590**
(০৫/২৯/০২/১৪)

পাত্রী চাই : আমেরিকায় জন্ম ও প্রতিষ্ঠিত একজন অবিবাহিত মুসলিম পাত্রের জন্য একজন উপযুক্ত অবিবাহিত মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রের বয়স ২৯ বছর। পাত্রীর বয়স ২২-২৫ বছর হতে হবে। শিক্ষিত, নম্র, ভদ্র, ও পারিবারিক মূল্যবোধসম্পন্ন পাত্রী অগ্রাধিকার। অনুগ্রহ করে পাত্রীর অভিবাকরা পাত্রের অভিবাবকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

ফোন : **646-937-0502**

ট্যাক্সি কোম্পানিতে লোক আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটস এলাকায় অবস্থিত উবার ট্যাক্সি বেন্ট এ কার কোম্পানিতে ফুল টাইম/পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে। ড্রাইভিং লাইসেন্স বাধ্যতা মূলক। কম্পিউটারে দক্ষ লোককে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

646-528-7692,
646-578-9511

পাত্র চাই

আমেরিকান সিটিজেন পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। পাত্রী একটু অসুস্থ। এখানে যারা একা থাকেন তাদের জন্য। পাত্রীর বয়স ২৫ বছর।

ফোন : 929-401-7536

পাত্র চাই

আমেরিকায় বসবাসরত উচ্চশিক্ষিত, ফার্মেসীতে অনার্স, নামাজী, ফর্সা সুন্দর, সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। পাত্র উচ্চ শিক্ষিত হতে হবে। পাত্রীর আগে ইস্যু আছে। পাত্রের বয়স ৩০+ বছর হতে হবে। পাত্র নিজে সিভিসহ যোগাযোগ করুন।

allow1686@gmail.com

ফোন : 718-912-8057

মহিলা শিক্ষিকা/ Female Teacher

1st Grage থেকে 9th Grade পর্যন্ত পড়াতে চাই। Woodside, Jackson Heigts, Sunnyside এলাকা।

212-203-2581
347-652-9500

বান্ধবী চাই

চাকুরিরত ভদ্র, মার্জিত পঞ্চাশ বাক্তির জন্য বিধবা, স্বামী নাই, বান্ধবী চাই। মাঝেমধ্যে দেখা করা, কথা বলা, খেতে যাওয়া, ইত্যাদি। সব ধরণের সহযোগিতা করা হবে। গোপনীয়তা বজায় থাকবে।

ফোন : 917-283-8613
ইমেইল nadir8131@yahoo.com

ব্যাথার যন্ত্রনায় ভুগছেন ? আর কোন চিন্তা নয়!

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রেই আছে ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ফিজিক্যাল থেরাপির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান!

প্লাস ফিজিক্যাল থেরাপি পিসি

PLUS PHYSICAL THERAPY PC

74-09 37th Ave, #201 Jackson Heights, NY 11372

আমরা অভিজ্ঞ মহিলা থেরাপিস্ট দ্বারা যত্নসহকারে মহিলা এবং পুরুষ রোগীদের ১০০ শতাংশ সেবা দিয়ে থাকি।

যে কোন ধরনের ব্যাথা নিরাময়ের জন্য আমাদের এখানে এসে সম্পূর্ণ সুস্থ ও নিরাময় বোধ করুন।

বিস্তারিত জানতে কল করুন

তাহেরা রহমান : ৬৪৬-৮৭২-৯৭৬৮

3 Bedroom Apartment for Rent

Jamaica, Queens (147 St & Hillside Ave)
Individual room: $1,000 + bills
Shared room (2 persons): $600 each+bills

Please call or text

929-427-4760, 718-790-1385

ড্রাইভিং শিখুন

স্বল্প খরচে যত্ন সহকারে ড্রাইভিং শিখানো হয়

আপনাদের সময় অনুযায়ী ড্রাইভিং শিখানো হয়

লাস্ট লেসন ফ্রি
Free pick up drop
৫, ১০, ১৫ ও স্পেশাল প্যাকেজ
৩০ লেসন, ৩টি রোড টেস্ট

D.D.C. 6 Hours Class
10% Save all insurrance
রোড টেস্টের জন্য গাড়ি

মহিলাদের জন্য
মহিলা ইন্সট্রাকটার

হাইওয়ে **Individual**
আরলী রোড টেস্ট

যোগাযোগ: **646-991-9653**

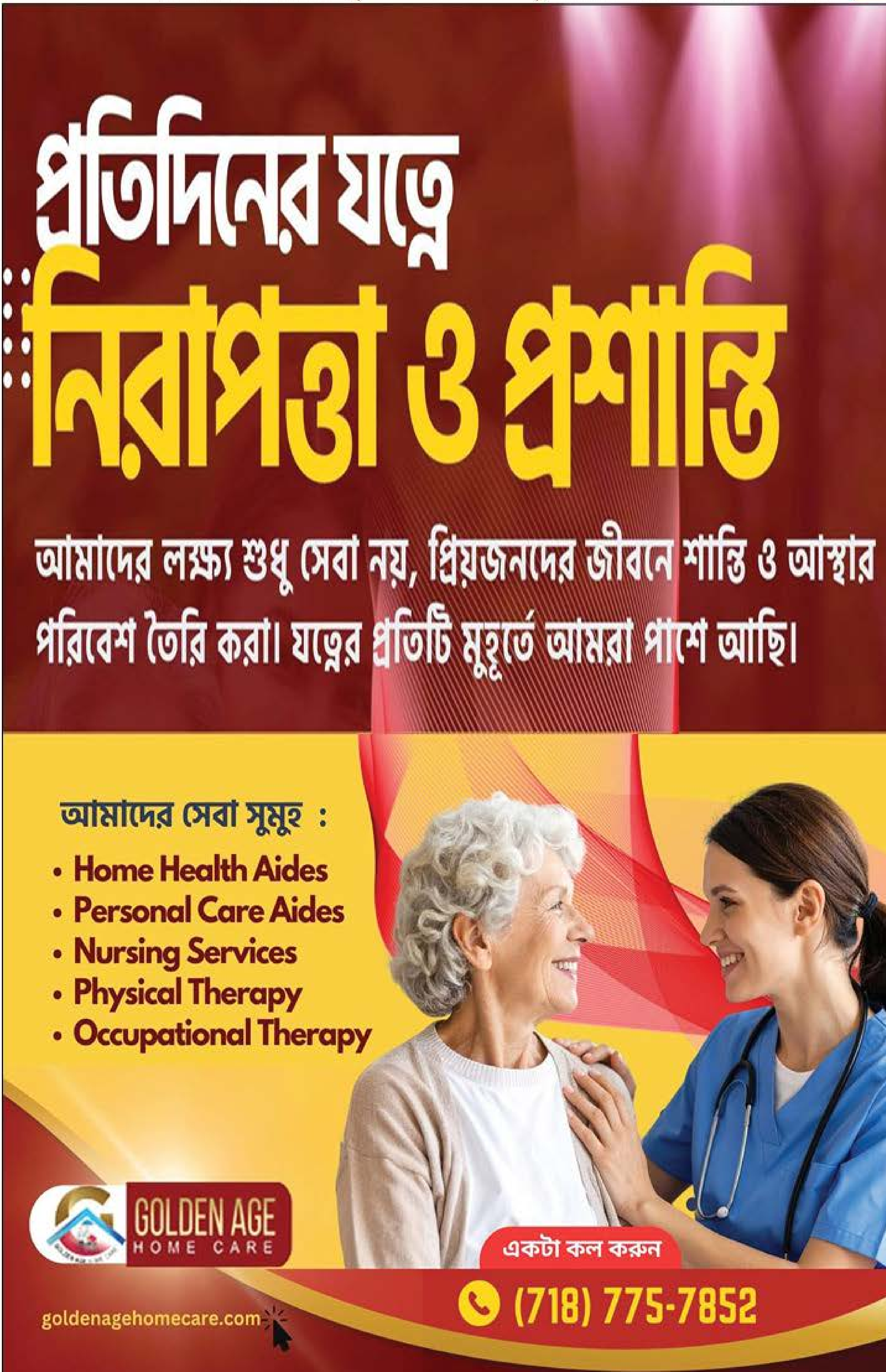
প্রতিদিনের যত্নে
নিরাপত্তা ও প্রশান্তি
আমাদের লক্ষ্য শুধু সেবা নয়, প্রিয়জনদের জীবনে শান্তি ও আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। যত্নের প্রতিটি মুহূর্তে আমরা পাশে আছি।
আমাদের সেবা সুমুহ :
• Home Health Aides
• Personal Care Aides
• Nursing Services
• Physical Therapy
• Occupational Therapy
GOLDEN AGE
HOME CARE
একটা কল করুন
(718) 775-7852
goldenagehomecare.com

সিতাংশু গুহ-এর কলাম আফসোস ও প্রত্যাশা! ১০ পৃষ্ঠায়

নিয়াজ মাহমুদ-এর কলাম বিদেশ সফরের ফাইলে প্রধানমন্ত্রীর লাল দাগ: 'ডোবার পাশেই সমাধান' ০৫ পৃষ্ঠায়

সহিদুল আলম স্বপন-এর কলাম ভারতীয় হাইকমিশন নতুন ইতিহাসের ইঙ্গিত দিলো ০৬ পৃষ্ঠায়

গাজায় ইসরায়েলের আরও সামরিক ঘাঁটি

আজকাল রিপোর্ট

ইসরায়েল ফিলিস্তিনের গাজায় আরও সামরিক ঘাঁটি তৈরি করছে। স্যাটেলাইট চিত্র থেকে দেখা যায়, আল জাজিরার ওপেন সোর্স ইউনিটের একটি তদন্তে বলা হয়, গাজার মধ্যে ৪০টি স্বতন্ত্র ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটি চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩ জুন ২০২৬ সালে অক্টোবরে স্বাক্ষরিত যুদ্ধবিরতির অংশ হিসাবে ইসরায়েলের গাজা থেকে তার সৈন্যদের সম্পূর্ণ প্রত্যাহার করার কথা ছিল। আল জাজিরার বিশ্লেষণ করা স্যাটেলাইট চিত্র অনুসারে, ইসরায়েলি বাহিনী পিছু হটার পরিবর্তে অবরুদ্ধ ছিটমহল জুড়ে স্থায়ী, ভারী সুরক্ষিত সামরিক ঘাঁটিগুলি নীরবে নির্মাণ করে চলেছে। এতে গাজাবাসিরা রয়েছেন চরম আতঙ্কে।

২০২৬ সালের মে পর্যন্ত উপগ্রহের তথ্য বিশ্লেষণ করে, গাজার মধ্যে ৪০টি স্বতন্ত্র ইসরায়েলি সামরিক ঘাঁটি চিহ্নিত করা হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণভাবে, এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের শোক

আজকাল রিপোর্ট

শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদ। এক শোক বার্তায় সংগঠনটির পক্ষ থেকে তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে। সংগঠনের বার্তায় বলা হয়েছে - আমরা যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গবন্ধু পরিষদের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সহচর তোফায়েল আহমেদের মৃত্যুতে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে কিংবদন্তীতূল্য তোফায়েল আহমেদ এক অনন্য উচ্চতায় আসীন। ১৯৬৯ সালের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে তাঁর বীরত্বপূর্ণ এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকাবাসীর উদ্যোগে জিয়ার শাহাদৎ বার্ষিকী পালন

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীরোত্তম) ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণে জ্যামাইকায় দোয়া মাহফিল ও তবারক হিসেবে খাবার বিতরণ করা হয়েছে। গত ২৯ মে জুমার নামাজের পর স্থানীয় হিলসাইড এভিনিউ ও ১৬৮ স্ট্রীটের কর্ণারে জ্যামাইকাবাসীর উদ্যোগে এই কর্মসূচী পালিত হয়। বাদ জুম্মা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৫ ঘন্টার এই কর্মসূচীতে ২ হাজার লোকের জন্য খাবার বিতরণ করা হয় বলে আয়োজকরা জানান। এরপর ৪০ পৃষ্ঠায়

জ্যামাইকায় শামসুল হকের সমর্থনে ফান্ড রেইজিং

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি ডিস্ট্রিক্ট ৩০-এর আসন্ন প্রাইমারী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থী শামসুল হকের সমর্থনে জ্যামাইকায় ফান্ড রেইজিং হয়েছে। গত ২ জুন শামসুল হকের নির্বাচনী অফিসে জ্যামাইকাবাসীর পক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটির যৌথ সভা অনুষ্ঠিত

আজকাল রিপোর্ট

নিউইয়র্কের ব্রঙ্কসে মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনকের যৌথ সভা গত ৩১ মে ব্রঙ্কসের নিরব রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি সোহান আহমদ টুটুল। সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ রুহুল আলীর পরিচালনায় সভায় বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা পরিষদের অন্যতম সদস্য সিরাজ উদ্দিন আহমদ, দেওয়ান মুস্তাক রাজা, মিয়া মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, সোলেমান হাকিম, আব্দুর রশিদ চৌধুরী প্রমুখ। এছাড়াও কার্যনির্বাহী এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

জ্যাকসন হাইটসবাসীর উদ্যোগে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াকে স্মরণ

আজকাল রিপোর্ট

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) প্রতিষ্ঠাতা, বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রবর্তক, স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের (বীরোত্তম) ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী স্মরণে গত ৩০ মে নিউইয়র্কের সর্বদলীয় সমাজিক সংগঠন জ্যাকসন হাইটস এলাকাবাসীর উদ্যোগে দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রায় ৫ হাজার মানুষের মাঝে খাবার এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে ৩০ ভারতীয় ট্রাকচালক আটক

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে বসবাস এবং যথ যথ অনুমতি ছাড়া বাণিজ্যিক ট্রাক চালানোর অভিযোগে প্রায় ৩০ জন ভারতীয় নাগরিককে আটক করা হয়েছে। দেশটির ফেডারেল এজেন্টদের বিশেষ এক অভিযানের আওতায় তাদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের শিগগিরই তাদের নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।

১ জুন মার্কিন শুল্ক ও সীমান্ত সুরক্ষা বিভাগ এক বিবৃতিতে জানায়, গত ১১ থেকে ১৫ মে পর্যন্ত অ্যারিজোনার ইউমা সেক্টরে 'অপারেশন ফেন্সমেন্ট' পরিচালনা এরপর ৩৮ পৃষ্ঠায়

LIBERTY BROKERAGE
GET YOUR INSURANCE
FROM US WITH THE BEST RATE
Our Services
TLC Insurance
Private Auto Ins.
Commercial Auto Ins.
Home & Business Ins.
DMV Express Service
TLC Plate Rent
TLC Base (Black & Green Cab)
Defensive Driving Course Certificate
Business Insurance
NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE
NEW REGISTRATION & PLATE
REGISTRATION RENEWAL
DUPLICATE TITLE
CUSTOM PLATES
VEHICLE TRANSFER
SURRENDER PLATES
TLC NEW APPLICATION
TLC PLATE RENEWAL
NEW YORK
ABC-1234
NEW YORK
T000000C
T&LC
CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com
Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377

সাপ্তাহিক আজকাল
The Weekly Ajkal | Vol.18, Issue 925 | 05 June 2026

সাহিত্য পাতায়
এইচ বি রিতার কবিতা
একজন হাদি
>> ১৭ পাতায়

গ্রিনকার্ডের কঠোরতা থেকে পিছু হটলেন ট্রাম্প

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি বা গ্রিনকার্ড পাওয়ার আবেদন-প্রক্রিয়া নিয়ে তৈরি হওয়া জটিলতার অবসান ঘটিয়েছে মার্কিন হোমল্যান্ড (ডিএইচএস)। সাম্প্রতিক এক সিদ্ধান্তে তারা জানিয়েছে, গ্রিনকার্ডের আবেদনকারীদের নিজ দেশে ফিরে গিয়ে আবেদন করার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ট্রাম্প প্রশাসনের এই নরম অবস্থানকে প্রবাসী বাংলাদেশি সহ অন্যান্য ইমিগ্রান্ট কমিউনিটির মধ্যে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

এর আগে গত ২২ মে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছিল, সাময়িক বা অস্থায়ী ভিসায় থাকা ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের ভেতর থেকে গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করতে পারবেন না; বরং তাদের নিজ দেশে ফিরে গিয়ে মার্কিন দূতাবাসের মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

তবে এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেন ডেমোক্র্যাট আইনপ্রণেতা, অভিবাসন আইনজীবী এবং প্রযুক্তি খাতের শীর্ষ নেতারা। তাদের আশঙ্কা ছিল, এমন কঠোর নিয়মের কারণে হাজার হাজার অভিবাসী পরিবার বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, আইনি জটিলতা ও খরচ বাড়বে এবং মার্কিন টেক কোম্পানিগুলো দক্ষ বিদেশি কর্মী সংকটে পড়বে।

ব্যাপক সমালোচনার মুখে গত শনিবার নিউইয়র্ক টাইমসকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র অবস্থান পরিষ্কার করেন। তিনি জানান, ২২ মের নির্দেশনাটি কর্মকর্তাদের জন্য কোনো বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিল না, সেটি ছিল কেবল তাদের বিবেচনামূলক ক্ষমতা ব্যবহারের একটি স্মরণিকা মাত্র।

মুখপাত্র আরও স্পষ্ট করেন, এই নিয়মটি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। কেবল যাদের ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে কিংবা যারা মার্কিন এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

হাউজে যুদ্ধবিরোধী ভোট

ট্রাম্প বললেন ‘অদেশপ্রেমিক’

আজকাল রিপোর্ট

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যকার যুদ্ধ থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশনা সংক্রান্ত প্রতিনিধি পরিষদেও (হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ) একটি ভোটের তীব্র সমালোচনা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি এই পদক্ষেপকে ‘অদেশপ্রেমিক’ বলে আখ্যা দিয়ে দাবি করেছেন। এটি তেহরানের সঙ্গে চলমান আলোচনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।

বৃহস্পতিবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যাল-এ দেওয়া এক পোস্টে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শেষ করার লক্ষ্যে তার চূড়ান্ত আলোচনা চলাকালীন এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ সীমান্তে টানটান উত্তেজনা

বিজিবির সেনা কর্মকর্তারা দিল্লী যাচ্ছে

হাসান মাহমুদ

ঢাকার পিলখানায় ‘বিডিআর’ হত্যাযজ্ঞে মেধাবী ৫৭ সেনা কর্মকর্তাকে খুন করার পর বর্তমান বিজিবিতে কর্মরত সেনা কর্মকর্তাদের একটি বড় দল দিল্লী সফরে যাচ্ছে। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে টানটান উত্তেজনা পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে। ‘বাংলাদেশি নাগরিক’ ট্যাগ লাগিয়ে গুজরাট থেকে শতশত ভারতীয়দের ধরে এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

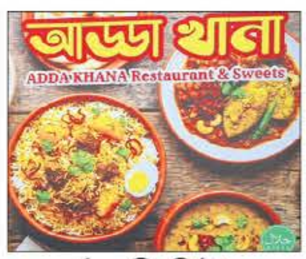

চার্চ এভিনিউতে ‘আড্ডা খানা’র যাত্রা শুরু

আজকাল রিপোর্ট

নিউ ইয়র্কে প্রতিনিয়ত বাড়ছে বাংলাদেশিদের বসবাস আর সে সাথে পাল্লাদিয়ে বাড়ছে ব্যবসা বাণিজ্য। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১ জুন সোমবার ব্রুকলিনের ৯৩ চার্চ এভিনিউতে উদ্বোধন হলো ‘আড্ডা খানা’ নামে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানায় এবং দেশীয় স্বাদের খাবার দাবারের একটি রেস্টুরেন্ট। শাহজাহান এরপর ৫৩ পৃষ্ঠায়

পুশইন ঠেকিয়ে দিল বাংলাদেশি সীমান্তরক্ষীরা

মাসুদ করিম, *ঢাকা থেকে*

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) গত ২৪ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় বিএসএফের অবৈধভাবে পুশইনের ১০টি অপচেষ্টা রুখে দিয়েছে। একইসঙ্গে সম্ভাব্য পুশইন প্রতিরোধে সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নজরদারি ও টহল কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। বিজিবির জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম বৃহস্পতিবার (৪ জুন) এ তথ্য জানিয়েছেন।

ঝিনাইদহে বিজিবির মহেশপুর ব্যাটালিয়নের (৫৮ বিজিবি) দায়িত্বপূর্ণ যাদবপুর সীমান্ত এলাকায় চার-পাঁচ ব্যক্তিকে বাংলাদেশে অবৈধভাবে প্রবেশের চেষ্টা করলে বিজিবি টহলদল তাৎক্ষণিকভাবে বাধা প্রদান করে। বিজিবির দৃঢ় অবস্থানে মুখে তারা পুনরায় ভারতের অভ্যন্তরে ফিরে যায়। এদিকে এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

জ্যাকসন হাইটস সোসাইটির আত্মপ্রকাশ

আজকাল রিপোর্ট

জ্যাকসন হাইটস সোসাইটি নামে আরও একটি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। যার নেতৃত্বে রয়েছেন বিএনপি নেতা দেওয়ান কাওসার ও মনিরুল ইসলাম মনির। এই সংগঠনের উদ্যোগে গত ৩০ মে ডাইভারসিটি প্লাজায় জিয়াউর রহমানের শাহাদতবার্ষিকী পালন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জসিম ভূঁইয়া, আব্দুস সবুর, নুরুল আমিন সেলিম রেজা, এরপর ৩৬ পৃষ্ঠায়

ব্যবসায়ীদের মরণ ফাঁদ কমার্শিয়াল পার্কিং

আজকাল রিপোর্ট

জ্যাকসন হাইটস ব্যবসায়ীদের মরণ ফাঁদ কমার্শিয়াল পার্কিং। বিশেষ করে ৭৩ ও ৭৪ স্ট্রিট কমার্শিয়াল পার্কিং এর আওতায় আনায় ক্ষুদ্র ব্যবসায় ধ্বস নেমেছে। বাংলাদেশি অধ্যুষিত এই ২টি স্ট্রিটের এরপর ৫২ পৃষ্ঠায়

নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারন সভা ১০ জুন

আজকাল ডেস্ক

উত্তরবঙ্গের প্রবাসীদের সংগঠন নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারন সভা ১০ জুন ২০২৬, বুধবার অনুষ্ঠিত হবে। জ্যামাইকার এরপর ২৬ পৃষ্ঠায়

পিঠা ঘর
FOR SALE
(Sale by Owner)
কল করুন
929-549-1942, 718-607-9002
163-08 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Md. Kamroul Hasan
President & CEO
TLC সহ সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স দক্ষতার সাথে করে থাকি
HASAN BROKERAGE INC.
AUTO - HOME-PERSONAL-BUSINESS & COMMERCIAL
2115 Starling Ave
2nd Fl, Bronx, NY 10462
Tel: 718-612-8825, 914-294-1845
EmaiL: hasanbrokerage@gmail.com

CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax · Sales Tax · Payroll · Notary Public · Bookkeeping · Business Formation · Financial Statement · Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

ইস্ট এলমহার্স্টের আবু হোরায়রা মসজিদের সন্নিকটে
হালাল বাংলাদেশী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ফ্রেশ মাছ -মাংস
ও ফল মূলের বিশ্বস্ত বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান
* আমরা EBT গ্রহণ করি
* ক্রেতাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য
৩১ এভিনিউ গ্রোসারি এন্ড ৯৯ সেন্ট স্টোর
৮০-০৫, ৩১ এভিনিউ , ইস্ট এলমহার্স্ট
সিইও : নাদিম হোসেন
ফোন : ৭১৮-২১০-১৯৯৬ / ৬৪৬-৭২৬-৮২১০

ট্রপিক্যাল হালাল লাইভ পোল্ট্রি
TROPICAL HALAL LIVE POULTRY
IN FRONT OF TLC INSPECTION OFFICE
ASTORIA BLVD. STEINWAY ST. 25 AVE 49ST 50ST BROOKLYN QUEENS EXPY W
১০টি চিকেন কিনলে ২টি ফ্রি অথবা ৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি
পার্শ্ববর্তী ষ্টেটের ক্রেতাদের জন্য ফ্রোজেন করে সরবরাহের ব্যবস্থা
WE ARE OPEN 7 DAYS A WEEK 8:00 AM TO 8:00 PM
BETWEEN 49 & 50 ST. ON 25TH AVENUE (এষ্টোরিয়ার শেষ প্রান্তে এবং উডসাইডের শুরুতে)
গাড়িতে জ্যাকসন হাইটস থেকে মাত্র ৫ মিনিটের দূরত্ব
FREE DELIVERY
WE ACCEPT
ফোনে অর্ডার নেয়া হয়।
49-10 25 Ave. Woodside, NY 11377 Tel: (718) 626-6196, (347) 683-6382

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP
ALL CHOICE ENERGY
WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
BALAKA 3STAR STAFFING
MERCHANT SERVICES
NEW YORK STATE ENERGY BROKER
Fahad R Solaiman
President / CEO
Office : 718 205 5195 Cell: 347 393 8504
Email: fahad@faumainc.com, fauma@faumainc.com
37-18 73RD ST. Suite 502, Jackson Heights, NY 11372

KARNAFULLY TAX SERVICES INC.
কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিসেস
www.karnafullytax.com
ইনকাম ট্যাক্স | কর্পোরেট ট্যাক্স | সেলস ট্যাক্স | পেরোল | বিজনেস সেটআপ | ইমিগ্রেশন | নোটারী পাবলিক
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ENROLLED AGENT
Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent
PH: 718-205-6040, 718-205-6010
37-20 74th Street, 2nd Floor, Jackson Heights

GOLDEN AGE HOME CARE
PCA SERVICE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেল্‌থ কেয়ার এজেন্সী
হোম কেয়ার
সর্বোচ্চ পেমেন্টের নিশ্চয়তা
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
646-591-8396
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Published by SHAH NAWAZ PUBLICATION INC. 71-16 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372. Tel: 646-267-7751, 917-519-1151 Email: ajkalnews@gmail.com